রাঁচি, রবিবার
01:10:2023
web : www.rashtriyakhabar.com

বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 04 Vol >>001 >>13 Ashwin 1430 >> epaper.rashtriyakhabar.com পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৪ অংক >> ০০১ >> << ১৩ই, আশ্বিণ ১৪৩০>>

তৃতীয় বর্ষ পূর্তির হার্দিক শুভেচ্ছা। আপনাদের ভালোবাসাই আমাদের পাথেয়।
সম্পাদক

মোদি সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ঃ ট্রেন না পেয়েই বাসেই দিল্লি ছুটলেন তৃণমূলের নেতাকর্মীরা

কলকাতা ঃ কথা ছিল, ট্রেনে করে রাজধানীতে গিয়ে নরেন্দ্র মোদি সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হবে। ট্রেন পাওয়া যায়নি। তাই বাসে করেই দিল্লি ছুটেছেন পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতাসীন দল তৃণমূল কংগ্রেসের নেতাকর্মীরা।

আজ শনিবার দুপুর সাড়ে ১২টায় কলকাতার নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়াম থেকে তৃণমূলের নেতা, কর্মী, সমর্থকেরা দিল্লির দিকে যাত্রা করেছেন বাসযোগে। তৃণমূল বলেছে, এভাবে আজ ৫০টি বাস দিল্লি যাবে।

আগামী সোমবার দিল্লির মহাত্মা গান্ধীর সমাধিস্থল রাজঘাট এবং মঙ্গলবার দিল্লির যন্তরমন্তরে তৃণমূল মোদি সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পে অর্থ বন্ধ করে দেওয়ার প্রতিবাদে বিক্ষোভ সমাবেশ করবে। যদিও আজ সকাল আটটায় হাওড়া স্টেশন থেকে বিশেষ ট্রেন 'তৃণমূল এক্সপ্রেস' ছাড়ার কথা ছিল। কিন্তু রেল দপ্তর তৃণমূলের কাছ থেকে ভাড়া নিয়েও ট্রেন না দেওয়ায় তাদের কর্মীসমর্থকেরা বাসে করে দিল্লি যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন।

যদিও তৃণমূল কংগ্রেস আগেই ২২ বগির একটি ট্রেন ভাড়াও করেছিল আইআরসিটিসি (ইন্ডিয়ান রেলওয়ে ক্যাটারিং অ্যান্ড ট্যুরিজম করপোরেশন) থেকে। ভাড়া বাবদ তারা গুনেছিল ৫০ লাখ টাকা এবং সিকিউরিটি মানি জমা দিয়েছিল ১১ লাখ টাকা। কিন্তু সেই ট্রেন শেষ মুহূর্তে বাতিল হয়ে যায়।

তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক ও সংসদ সদস্য অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় গতকাল শুক্রবারই জানিয়ে দেন, বিকল্প যান হিসেবে বাসে করে যাবেন তৃণমূলের নেতা, কর্মী, সমর্থকেরা। এমন বাস অবশ্য আরও যাবে রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে দিল্লিতে।

২ ও ৩ অক্টোবর রয়েছে রাজধানী দিল্লিতে তৃণমূলের বিক্ষোভ কর্মসূচি, ঘেরাও অভিযান। সেই কর্মসূচিতে যোগ দেওয়া কথা অভিষেকের। পশ্চিমবঙ্গের ১০০ দিনের কাজসহ বিভিন্ন আর্থিক প্রকল্পের অর্থ কেন্দ্রীয় সরকার বন্ধ করে দিয়েছে বলে তৃণমূলের অভিযোগ। সেই অর্থ আদায়ের লক্ষ্যেই এই দিল্লি যাত্রা। কলকাতা থেকে দিল্লির দূরত্ব ১ হাজার ৬০০ কিলোমিটার।

লেবাননে আমেরিকান দূতাবাসে নিরাপত্তা রক্ষীদের প্রতি গুলিছোঁড়া ছিল ক্ষোভ প্রসূত

লেবানন ঃ লেবাননের পুলিশ বৃহস্পতিবার জানিয়েছে, গত সপ্তাহে বৈরুতে যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাসের বাইরে যে খাদ্য সরবরাহকারী গাড়ির এক চালক গুলি চালিয়েছিল তা ছিল দূতাবাস প্রাঙ্গণের নিরাপত্তা রক্ষীদের প্রতি ব্যক্তিগত বিদ্বেষ প্রসূত। পুলিশ জানিয়েছে, সোমবার তারা সন্দেহভাজনকে আটক করেছে। ঐ ব্যক্তিকে তার নামে শুধু আদ্যক্ষর এম.কে দিয়ে সনাক্ত করে এবং পরে সে গুলি চালানোর কথা স্বীকার করেছে।

তারা ঐ ব্যক্তির স্বীকারোক্তির উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছে যে দুই মাস আগে যখন তিনি খাবার ডেলিভারি করার জন্য সেখানে যান তখন রক্ষীরা তাকে অপমান করায় তিনি অত্যন্ত বিমর্ষ হয়েছিলেন। তবে অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস নিরপেক্ষ ভাবে এই দাবির সত্যতা যাচাই করতে পারেনি। ঐ ঘটনায় কেউ আহত হয়নি। বৈরুতের উত্তরপূর্বাঞ্চলীয় খ্রিস্টান অধ্যুষিত শহরতলি আউকারে দূতাবাসের প্রবেশ পথের পাশের দেয়ালে অন্তত পাঁচটি গুলি গর্ত সৃষ্টি করেছে।

পুলিশ জানিয়েছে, গ্রেপ্তারের সময় নিরাপত্তা বাহিনী একটি একে৪৭, একটি ছুরি এবং সন্দেহভাজনের খাদ্য সরবরাহ করার মোটরসাইকেল জব্দ করেছে। রাইফেলটি একটি খাবার ডেলিভারি করার ব্যাগে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল এবং চালক লেবাননের সেনাবাহিনীর চেকপয়েন্ট এড়াতে মেইন রাস্তায় না গিয়ে অন্য পথে যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাস চত্বরে পৌঁছায়।

লেবাননে আমেরিকানদের ওপর হামলার দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। ১৯৮৩ সালের অক্টোবর মাসে বৈরুত বিমানবন্দরে আমেরিকান মেরিন ব্যারাকের একটি আত্মঘাতী ট্রাক বোমা হামলাকারী চারতলা ভবনের ভেতরে ট্রাক চালিয়ে বিস্ফোরণ ঘটায়। ঐ ঘটনায় ২৪১ জন আমেরিকান সেনা প্রাণ হারায়।

বাজার দর
SENSEX : 65828.41 +320.09
NIFTY : 19638.30 +114.75

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
25.00 °c	22.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) >> 17.36 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 05.40 টা

গহনার বাজার
সোনা (বিক্রী)
56,850 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়)
59,690 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 82,000 টাকা./কিলো

দুষ্কৃতকারীদের সহিংসতা মোকাবিলায় সামরিক বাহিনীর দিকে ঝুঁকলেন সুইডেনের নেতা

স্টকহোম ঃ সুইডেনের প্রধানমন্ত্রী বৃহস্পতিবার জানান, কীভাবে সশস্ত্র বাহিনী পুলিশকে নজিরবিহীন পর্যায়ের অপরাধের প্রচন্ডতা মোকাবিলা করতে সহায়তা করতে পারে, তা আলোচনার জন্য সামরিক বাহিনীর প্রধানকে তিনি ডেকে পাঠিয়েছেন। প্রায় প্রতিদিনের গোলাগুলি ও বোমা হামলার ঘটনায় দেশের মানুষ হতবিহবল হয়ে পড়ছেন। সুইডেনে অপরাধ দমনে সামরিক বাহিনীকে সম্পৃক্ত করার বিষয়টি অত্যন্ত অস্বাভাবিক উদ্যোগ হবে। এতে অপরাধী চক্রের একে অপরের বিরুদ্ধে পরিচালিত সহিংসতার ভয়াবহ পরিস্থিতি ফুটে উঠেছে। এ মাসেই তরুণতরুণী ও নিরীহ পথচারী সহ দেশজুড়ে এক ডজনেরও বেশি মানুষ সহিংসতায় প্রাণ হারিয়েছেন। সামরিক বাহিনী ঠিক কতটুকু সম্পৃক্ত হবে, তা তাৎক্ষনিকভাবে পরিষ্কার হয়নি। তবে পূর্ববর্তী প্রস্তাবে সেনাদের পুলিশের কাছ থেকে প্রহরার দায়িত্ব বুঝে নেওয়ার কথা বলা হয়েছে, যাতে পুলিশ অপরাধদমনে আরও বেশি সময় দিতে পারে। টিভিতে প্রচারিত দেশবাসীর উদ্দেশে দেওয়া বক্তব্যে ক্রিসটারসন বলেন, সুইডেন কখনো এ ধরনের কিছু এর আগে দেখেনি। ইউরোপের আর কোনো দেশও এ ধরনের কিছুর মধ্য দিয়ে যাচ্ছে না। সুইডেনে দীর্ঘদিন ধরে অপরাধ চক্রদের একে অপরের বিরুদ্ধে সহিংসতার ধারা চলে আসছে। তবে সেপ্টেম্বরে গোলাগুলি ও বোমা হামলার মাত্রা ছিল ব্যতিক্রমী। রাতভর, পৃথক পৃথক হামলায় ৩ ব্যক্তি নিহত হন। এই ঘটনাগুলোকে অপরাধী চক্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বলে অভিযোগ রয়েছে। এসব চক্র সামাজিকভাবে দুর্বল অবস্থায় থাকা অভিবাসীপ্রধান মহল্লা থেকে তরুণতরুণীদের মধ্য থেকে সদস্য সংগ্রহ করে থাকে।

রাষ্ট্রীয় খবর
সংক্ষিপ্ত খবর

নিজারের জান্তা বলছে জঙ্গি হামলায় কয়েক ডজন সৈন্য নিহত

নিজার ঃ পশ্চিম আফ্রিকার দেশ নিজারের প্রতিরক্ষা মন্ত্রক এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, নিজারের দক্ষিণপশ্চিমাঞ্চলে বৃহস্পতিবার সকালে মোটরসাইকেলে করে আসা কয়েক'শ সশস্ত্র বিদ্রোহীর হামলায় অন্তত ১২জন সৈন্য নিহত হয়েছে। ঐ বিবৃতিতে বলা হয়, সংঘর্ষের সময় সাতজন সেনা নিহত হয়। হামলার শিকার ইউনিটটিকে শক্তিশালী করার প্রচেষ্টা চালানোর সময় আরও পাঁচজন নিহত হয়। রাজধানী নিয়ামে থেকে প্রায় ১৯০ কিলোমিটার দূরে মালি, বুরকিনা ফাসো ও নিজার এই তিনটি দেশের অভিন্ন সীমান্ত অঞ্চলের কাছাকাছি কান্দাদজিতে এই হামলা হয়। বৃহস্পতিবার নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক উর্দ্ধতন সামরিক কর্মকর্তাসহ তিনটি সূত্র রয়টার্সকে জানায় যে অন্তত ১০ জন সেনা নিহত হয়েছে। ঐ হামলায় কোন গোষ্ঠী দায়ী তা প্রতিরক্ষা মন্ত্রক বা কোনো সূত্র জানাতে পারেনি। আলকায়েদা এবং ইসলামিক স্টেটের স্থানীয় সহযোগীরা ঐ অঞ্চলে সক্রিয় এবং প্রায়ই তারা সৈন্য ও বেসামরিক নাগরিকদের উপরে আক্রমণ চালিয়ে থাকে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, প্রায় শতাধিক বিদ্রোহী নিহত হয়েছে এবং তাদের মোটরসাইকেল ও অস্ত্র ধ্বংস করা হয়েছে। তারা এ বিষয়ে বিস্তারিত কিছু জানায়নি। নিজারে জুলাই মাসে একটি অভ্যুত্থানের মাধ্যমে সামরিক জান্তা ক্ষমতা দখল করে রাষ্ট্র পরিচালনা করছে এবং সে কারণে আংশিকভাবে অসন্তোষ বাড়ায় নিরাপত্তা পরিস্থিতির অবনতি ঘটেছে। গত তিন বছরে প্রতিবেশী দেশ মালি ও বুরকিনা ফাসোতে দুটি করে অভ্যুত্থান হয়েছে।

বিশ্ব হার্ট দিবস
অনূর্ধ্ব ৫ বছর বয়সী শিশুদের মোট মৃত্যুর ঘটনার ৫ দশমিক ৮ শতাংশ ঘটে হৃদরোগের কারণে

চিকিৎসকদের পরামর্শ হৃদয়কে জানুন, হৃদয়ের যত্ন নিন

নিউ ইয়র্ক ঃ হৃদয় নিয়ে যুগে যুগে কত গান, কত কবিতা। হৃদয়কে জানার, বোঝার কত আকুতি। এর সঙ্গেই অবশ্য চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুযায়ী নিজের হৃদয়ের ঠিকঠাক যত্ন নেওয়াও খুবই জরুরি। 'বিশ্ব হার্ট দিবস ২০২৩' সে কথাই মনে করিয়ে দিচ্ছে। এই বছর এই দিবসটির থিম হলো Use Heart, know Heart অর্থাৎ 'হৃদয়ের ব্যবহার করুন, হৃদয়ের যত্ন নিন'। কারণ হৃদয়টি কত অমূল্য তা জানলেই তো আমরা তার আরো বেশি যত্ন নিতে পারবো।

প্রতি বছর ২৯ সেপ্টেম্বর পালিত হয় 'বিশ্ব হার্ট দিবস'। হার্ট অ্যাটাক, স্ট্রোক এবং করোনারি হার্ট ডিজিজ, কার্ডিওভাসকুলার ডিজঅর্ডারের মতো জীবননাশী রোগ সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ২০০০ সাল থেকে দিবসটি পালিত হচ্ছে। এই বছর 'বিশ্ব হার্ট দিবস'এ বিশ্বের প্রত্যেককে তাদের হৃদয়ের যত্ন নেওয়ার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে। তাই এবারের থিমটি প্রথমে নিজের হৃদয়কে অর্থাৎ হৃত্যন্ত্রের সুস্থতার ব্যাপারে জানার উপর জোর দেয়। সারা বিশ্বে হার্টের সুস্থতা সম্পর্কে অধিকতর জানা ও হৃদরোগ সম্পর্কে সচেতনতা তৈরিই এই দিবসটির লক্ষ্য। মানুষ যত বেশি এ সম্পর্কে জানবে তত বেশি হার্টের যত্ন নিতে পারবে এবং এ সম্পর্কিত শারীরিক সমস্যা মোকাবেলায় সফল হতে পারবে, এমনটাই মত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের।

হৃদরোগে মৃত্যুঝুঁকি সবচেয়ে বেশি

হৃৎপিণ্ড মানবদেহের অত্যাবশ্যকীয় অঙ্গগুলির মধ্যে একটি যার অকার্যকারিতায় মৃত্যু অনিবার্য। কার্ডিওভাসকুলার স্বাস্থ্য এবং নির্দিষ্ট জীবনযাত্রার অভ্যাস সম্পর্কে সচেতনতার অভাব বিশ্বব্যাপী মৃত্যুর অন্যতম প্রধান কারণ। প্রতি বছর, প্রায় ১.৭ কোটি মানুষ হৃদরোগে মারা যান, যা বিশ্বব্যাপী মৃত্যুর প্রায় ৩১ শতাংশ। হার্ট অ্যাটাক, স্ট্রোক এবং অন্যান্য হৃদরোগ ও হৃৎপিন্ডের অসুস্থতাজনিত কারণ পৃথিবী জুড়ে বহু মানুষের মৃত্যুর অন্যতম সাধারণ কারণ। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসাব অনুযায়ী, সারা বিশ্বে ১ দশমিক ২৮ বিলিয়ন মানুষ উচ্চ রক্তচাপে ভুগছে যার দুই তৃতীয়াংশের বসবাস বাংলাদেশসহ নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশগুলোয়। উচ্চ রক্তচাপের চিকিৎসা করা না হলে বুকে ব্যথা, হার্ট অ্যাটাক, হার্ট ফেইল এবং হার্ট বিট অনিয়মিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

জরিপের ফলাফলে মৃত্যুর ১৫টি কারণ তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। দেখা যাচ্ছে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক মৃত্যুর ঘটনা সংঘটিত হয়েছে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে এবং হৃদযন্ত্র সংক্রান্ত বিভিন্ন রোগের কারণে। ২০২১ সালে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে প্রতি এক হাজার জনসংখ্যায় মৃত্যু হয়েছে ২২ দশমিক ৬ শতাংশ মানুষের। এছাড়াও হৃদযন্ত্র সংক্রান্ত বিভিন্ন রোগে মৃত্যু হয়েছে ৫ দশমিক ১ শতাংশ মানুষের। হৃদরোগে শুধু বয়স্করাই নয় মারা যাচ্ছে শিশুরাও। অনূর্ধ্ব ৫ বছর বয়সী শিশুদের মোট মৃত্যুর ঘটনার ৫ দশমিক ৮ শতাংশ ঘটে হৃদরোগের কারণে। এমনকি ১ বছরের কম বয়সী শিশুরাও হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যাচ্ছে। হৃদরোগের ঝুঁকির কারণসমূহ দুই ভাগে ভাগ করা যায়। কিছু কারণ অপরিবর্তনীয়। যেমন ঃ মানুষের বয়স,বংশ, লিঙ্গ ও ভৌগোলিক অবস্থান। আর কিছু কারণ বা ঝুঁকি রয়েছে যা পরিবর্তন বা নিয়ন্ত্রণ করে হৃদরোগের ঝুঁকি হ্রাস করা সম্ভব। যেমন–

- ধূমপান, তামাক, জর্দা গ্রহণ ও মদ্যপান
- উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, হাই কোলেস্টেরল
- অতিরিক্ত ওজন
- অস্বাস্থ্যকর খাবার গ্রহণ
- ফাস্ট ফুড, জাংক ফুড অতিরিক্ত মাত্রায় খাওয়া
- দুশ্চিন্তা, মানসিক অশান্তি, স্ট্রেসফুল জীবন যাপন করা।

এ ধরণের অভ্যাসগুলো পরিবর্তন ও নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে হৃদরোগের ঝুঁকি হ্রাস ও হৃৎপিন্ড সুস্থ রাখা সম্ভব। ডা. সাজিদ হোসেন খানের মতে একজন রোগীর হৃদরোগ হয়েছে কিনা সেটা বোঝার প্রাথমিক লক্ষণগুলো হলো

- বুকে তীব্র ব্যথা অনুভব করা
- শ্বাসকষ্ট এবং বুক ধড়ফড় করা
- বুকের মাঝ বরাবর ব্যথা ও চাপ অনুভব করা
- ব্যথা গলা ও চোয়ালের দিকে ছড়িয়ে যাচ্ছে মনে হবে
- প্রচন্ড ঘাম হতে পারে
- রোগী ফ্যাকাসে হয়ে যেতে পারে
- রোগীর পালস কমে যেতে পারে আবার হঠাৎ করে বেড়ে যেতে পারে।
- বমি হওয়া
- শরীর ঠান্ডা হয়ে যাওয়া
- হঠাৎ করে রক্তচাপ অনেক কমে যাওয়া

হৃদযন্ত্রের সুস্থতায় সচেতনতা ও হৃদরোগ এড়াতে চিকিৎসকদের পরামর্শ

বায়ুদূষণে মানুষ শ্বাসতন্ত্রের নানা অসুখে ভুগছে এবং হৃদরোগও বেড়েছে। তিনি বলেন হৃদরোগের ঝুঁকি এড়াতে আমরা স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের গাইডলাইন অনুযায়ী যেসব পরামর্শ দেই তার মধ্যে রয়েছে ঃ

- ধূমপান বর্জন করা
- সুষম খাদ্যাভ্যাস গড়ে তোলা
- তৈলাক্ত ও চর্বিযুক্ত খাবার এড়িয়ে চলা
- ফলমূল ও শাকসবজি বেশি খাওয়া
- নুন ও চিনি কম খাওয়া
- শরীরের ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখা
- নিয়মিত শারীরিক পরিশ্রম করা
- বেশি করে হাঁটার অভ্যাস করা
- উচ্চ রক্তচাপ ও ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখা
- বাচ্চাদের গলাব্যথা ও বাতজ্বর হলে চিকিৎসকের পরামর্শ নেয়া
- বয়স ৪০ বা তার বেশি হলে প্রতি ৬ মাসে ১ বার রক্তে চর্বির পরিমাণ পরীক্ষা করানো
- যাদের পরিবারে হৃদরোগের ইতিহাস রয়েছে তাদের বেশী সাবধানতা অবলম্বন করা
- মনের প্রভাব শরীরের ওপর পড়ে। কাজেই আমাদের যতদূর সম্ভব দুশ্চিন্তামুক্ত জীবনযাপন করা উচিত। এজন্যে নিয়মিত নামাজ প্রার্থনা, মেডিটেশন করা যেতে পারে।

যাদের হৃদরোগ আছে কিংবা হৃদযন্ত্রের কোনো সমস্যা আছে, যাদের উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, পরিবারের হৃদরোগের ইতিহাস আছে তাদের জন্য ডা. সাজিদ হোসেন খানের পরামর্শ হলো স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের গাইডলাইন অনুযায়ী নিয়মসমূহ মানার পাশাপাশি আরো কিছু বিষয়ে, বিশেষ করে খাবারের নিয়মাবলী খুব কঠোরভাবে মানতে হবে। যেমনঃ

- করোনারী হৃদরোগ আক্রান্ত ব্যক্তিকে কোলেস্টেরল সমৃদ্ধ এবং সম্পৃক্ত ফ্যাটযুক্ত খাবার যেমন কলিজা, মাছের ডিম, খাসিগরুর চর্বিযুক্ত মাংস, হাঁসমুরগীর চামড়া, হাড়ের মজ্জা পরিহার করতে হবে
- ঘি, মাখন, ডালডা, মার্জারিন, নারিকেল ও নারিকেলের তৈরী খাবার খাওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে
- বাইরের খাবার যেমন ঃ ফাস্ট ফুড, বেকারি সামগ্রী, ভাজা পোড়া খাবার ইত্যাদি খাওয়া যাবে না কেননা এসব খাবারে ট্রান্সফ্যাট রয়েছে যা হৃদরোগের জন্য দায়ী

পরপর তিন কন্যা সন্তান জন্ম দেওয়াই স্ত্রী সহ তিন কন্যা শিশুকে বিষ খাইয়ে খুনের চেষ্টা অভিযোগ উঠলো স্বামীর বিরুদ্ধে

মালদা ঃ পরপর তিন কন্যা সন্তান জন্ম দেওয়াই স্ত্রী সহ তিন কন্যা শিশুকে বিষ খাইয়ে খুনের চেষ্টা অভিযোগ উঠলো স্বামীর বিরুদ্ধে । রবিবার রাতে চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে গাজোল থানার গোসানিবাগ এলাকায়। রাতেই ওই গৃহবধূ ও তার সন্তানদের গোঙানির শব্দ শুনতে পেয়েই ছুটে আসেন পাড়াপ্রতিবেশীরা। তাদেরকে উদ্ধার করেই প্রথমে নিয়ে যাওয়া হয় গাজোল গ্রামীণ হাসপাতালে। সেখান থেকে ওই গৃহবধূ ও তার এক কন্যা সন্তানের অবস্থা সংকটজনক থাকায় তাদের চিকিৎসার জন্য স্থানান্তরিত করা হয় মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে । বাকি দুই শিশুর প্রাথমিক চিকিৎসা করানো হয়েছে গাজোল গ্রামীণ হাসপাতালে। তারা সুস্থ রয়েছে বলে জানিয়েছেন কর্তব্যরত চিকিৎসকেরা। এই ঘটনায় নিজের বিরুদ্ধে ওটা সমস্ত অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছেন ওই গৃহবধূর স্বামী দীপক মন্ডল। অসুস্থ গৃহবধুর পরিবারের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে পুরো বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে , অসুস্থ গৃহবধূর নাম অর্পিতা মন্ডল (৩২)। গাজোল থানার আলতোর গ্রামের বাসিন্দা অর্পিতার সঙ্গে ১২ বছর আগে প্রেম করে বিয়ে করেন গোসানিবাগ এলাকার বাসিন্দা দীপক মন্ডল। বিয়ের পরে পরপর তিন কন্যা সন্তানের জন্ম দেন ওই গৃহবধূ। তারপর থেকেই অত্যাচার বেড়ে যায় ওই গৃহবধুর ওপর বলে অভিযোগ। এনিয়ে একাধিকবার গৃহবধূকে মারধোর ও শারীরিক নির্যাতন করা হয় বলেও অভিযোগ। এদিন রাতে গৃহবধূ ও তার তিন কন্যা সন্তানকে কীটনাশক খাইয়ে ফোন করার চেষ্টা চালাই দীপক মন্ডলী অভিযোগ। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে পুলিশ জানতে পেরেছে, অভিযুক্ত স্বামী এক মেয়ে ও তার স্ত্রীকে প্রথমে খাবারের সঙ্গে কীটনাশক মিশিয়ে খুন করার চেষ্টা চালায় । এরপর দুই কন্যা সন্তানকেও একইভাবে কীটনাশক খাওয়ানোর চেষ্টা করা হয়। এরপরই পাড়াপ্রতিবেশীরা বিষয়টি জেনে ফেলে। গ্রামবাসীরা তড়িঘড়ি ছুটে এসে আশংকাজনক অবস্থায় গৃহবধূ ও সন্তানদের তড়িঘড়ি উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করে। বর্তমানে চিকিৎসাধীন রয়েছেন ওই গৃহবধূ ও তার এক মেয়ে। এই বিষয়ে গাজোল থানায় অভিযুক্ত স্বামীর বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করে আহত গৃহবধূর পরিবারের সদস্যরা। অসুস্থ গৃহবধুর বাবা গণেশ মণ্ডলের অভিযোগ, পরপর তিন কন্যা সন্তান হওয়ায় তার মেয়েকে দীর্ঘদিন ধরে অত্যাচার চালাচ্ছিল জামাই। এদিন রাতে আমার মেয়ে এবং তিন নাতনিকে কীটনাশক খাইয়ে মেরে ফেলার চেষ্টা করে জামাই। বর্তমানে এক নাতনি ও আমার মেয়ে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আশঙ্কা জনক অবস্থায় চিকিৎসাধীন রয়েছে। অসুস্থ গৃহবধূর মা মালতি মন্ডলের বক্তব্য, পর পর তিন কন্যা সন্তান হওয়ার জন্যই আমার মেয়েকে কীটনাশক খাইয়ে মেরে ফেলার চেষ্টা করে জামাই দীপক মন্ডল। আমরা অভিযুক্ত জামাইয়ের বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছি। তার উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করছি। অন্যদিকে অসুস্থ গৃহবধুর স্বামী দীপক মন্ডলের অভিযোগ, স্থানীয় এক সিভিক ভলেন্টিয়ারের সাথে আমার স্ত্রীর বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক রয়েছে। সেই বিষয়টি জানাজানি হতেই আমার স্ত্রী ও আমার মেয়েদেরকে কীটনাশক খাইয়ে আত্মহত্যা চেষ্টা করেছে। আমাকে মিথ্যে মামলায় ফাঁসানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। গোটা ঘটনাটি নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

মালদা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের উদ্যোগে দুয়ারের ডাক্তার শিবির অনুষ্ঠিত হলো

মালদা মালদা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের উদ্যোগে দুয়ারের ডাক্তার শিবির অনুষ্ঠিত হলো। সোমবার রতুয়া ২ ব্লকের পুখুরিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ে এই শিবির আয়োজিত হচ্ছে।বিভিন্ন বিভাগের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক এবং অত্যাধুনিক চিকিৎসার পরিষেবা নিয়ে এই শিবির অনুষ্ঠিত হয় সাধারণ মানুষের জন্য। একই ছাদের তলায় বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের উপস্থিতিতে শিবিরে কয়েকশো মানুষ অংশগ্রহণ করে। বিভিন্ন রোগের বিষয়ে চিকিৎসা করাই সাধারণ মানুষ। চিকিৎসার পরে জরুরী ওষুধ ও প্রদান করা হয় এদিনের শিবির থেকে। সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে স্কুল পড়ুয়ারা এই পরিষেবার সুবিধা উপভোগ করে।এদিনের শিবির পরিদর্শন করেন রতুয়া ২ ব্লক বিডিও নিসিত কুমার মাহাতো , ও ছিলেন জয়েন বিডিও কল্যান আশিস দাস ও পুকুরিয়া থানার ওসি গৌতম চৌধুরী সহ জনপ্রতিনিধিরা।

চাঁচলের একটি নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে সদ্যোজাত শিশু বদলের অভিযোগকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ালো

মালদা ঃ চাঁচলের একটি নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে সদ্যোজাত শিশু বদলের অভিযোগকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ালো । রবিবার রাতে এই গোলমালের ঘটনাটি ঘটে। সোমবার অসুস্থ প্রসূতির পরিবার সংশ্লিষ্ট নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে স্বাস্থ্য দপ্তর এবং চাঁচল থানায় শিশু বদলের অভিযোগ দায়ের করেছেন। যদিও ওই নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ তাদের কেন্দ্রের কর্মরত এক মহিলা কর্মীর বিরুদ্ধে এই ঘটনার দোষ চাপিয়ে দায় এড়িয়েছে । পুরো বিষয়টি নিয়ে তদন্ত করে দেখার কথা জানিয়েছে চাঁচল থানার পুলিশ।পুলিশ ও পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, গত শনিবার বিকেলে চাঁচলের ওই নার্সিংহোমে হরিশ্চন্দ্রপুর ১ ব্লকের দক্ষিণ শালদহ এবং ইলাম গ্রামের দুইজন প্রসূতি একই সময়ে ভর্তি হন। সেদিন রাতেই জানবী পারভীন ও চুমকি খাতুন পুত্র সন্তানের জন্ম দেন। দুই প্রসূতির পরিবারের অভিযোগ, রবিবার রাতে এক সেবিকা তাদের সদ্যোজাতের মধ্যে অদলবদলের চেষ্টা করে। সেই সময় সদ্যজাতের মায়েরা দেখে ফেললে পরিবারের সাথে যোগাযোগ করে।পরিবারের সদস্যরা নার্সিংহোমে ছুটে আসলে নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষের সাথে বাকবিতন্ডা তৈরি হয়।খবর পেয়ে চাঁচল থানার পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেয়। একজন সেবিকাকে চাঁচল থানার পুলিশ আটক করেছে।চাঁচল থানার পুলিশ জানিয়েছে,নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষের তরফে অভিযোগ পেয়ে এক সেবিকাকে আটক করা হয়েছে। যদিও ওই সেবিকার দাবি, তাকে চক্রান্ত করে ফাঁসানো হয়েছে। তার বিরুদ্ধে সদ্যোজাত শিশু বদলানোর মিথ্যে অভিযোগ আনা হচ্ছে।পুলিশ জানিয়েছে, বর্তমানে দু'টি সদ্যোজাত শিশু প্রকৃত মায়ের কাছে রয়েছে বলে পরিবারের তরফে জানানো হয়েছে।

একঝাঁক বোলতার আক্রমণ কৃষকের পরিবারের ওপর। আর বোলতার কামড়েই মৃত্যু হলো এক কৃষকের

মালদা ঃএকঝাঁক বোলতার আক্রমণ কৃষকের পরিবারের ওপর। আর বোলতার কামড়েই মৃত্যু হলো এক কৃষকের। গুরুতর জখম হয়েছে মৃতের পরিবারের চারজন সদস্য। আহতদের চিকিৎসা চলছে মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে। সোমবার সকালে চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে কালিয়াচক থানার গোলাপগঞ্জ ফাঁড়ির অন্তর্গত নলদহরি গ্রামে। বোলতার দলের আক্রমণে যে এইভাবে একজন কৃষক মারা যেতে পারে এবং তার পরিবারের আরো ৪ সদস্য জখম হতে পারেন তা ভাবতেই পারছেন না গ্রামবাসীরা। আর এই বোলতার আক্রমণকে ঘিরেই এখন গোলাপগঞ্জ এলাকায় তুমুল আতঙ্ক ছড়িয়েছে। ইতিমধ্যে ওই কৃষকের মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য মালদা মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠানো ব্যবস্থা করেছে পুলিশ। পুলিশও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে , মৃত ওই কৃষকের নাম খগেন মন্ডল (৬৫) পরিবারের রয়েছে স্ত্রী , এক মেয়ে ও দুই ছেলে। পুলিশ সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, অন্যান্য দিনের মতো এদিন সকালেও নিজের জমিতে কাজ করতে যায় কৃষক ও তার পরিবারের সদস্যরা। জমির পাশেই একটি গাছে বোলতার চাক ছিল বলে জানা যায়। কাজ করতে গিয়েই একঝাঁক বোলতার কামড়ে গুরুতর অসুস্থ হন ওই কৃষক। কৃষকের চিৎকার শুনে আশেপাশের অন্যান্য কৃষকেরা ছুটে আসেন এবং পরিবারের সদস্যদেরকে খবর দেন। পরিবারের সদস্যরা ওই কৃষককে বাঁচাতে গেলে বোলতার আক্রমণে কৃষকের স্ত্রী চপলা মন্ডল (৫০), ছেলে সজল মন্ডল (২৭), দুই মেয়ে কোয়েল মন্ডল (২২), পায়েল মন্ডল (২১) গুরুতর জখম হয়। তড়িঘড়ি সকলকে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে অবস্থার অবনতি হলে খগেন মন্ডল নামে ওই কৃষককে মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তর করে। জরুরী বিভাগের চিকিৎসকেরা ও কৃষককে মৃত বলে ঘোষণা করে। এদিকে আহতরা বর্তমানে চিকিৎসাধীন স্থানীয় হাসপাতালে। ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে মৃত কৃষকের পরিবারসহ গোটা এলাকায়।

আমের জেলা মালদায় বিঘার পর বিঘা আমবাগান কেটে সাফ করে দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে

মালদা ঃ আমের জেলা মালদায় বিঘার পর বিঘা আমবাগান কেটে সাফ করে দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে । অথচ মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি দুই বছর আগে মালদায় বৈঠক করতে এসে প্রশাসনের কর্তাদের পরিষ্কারভাবে সতর্ক করে গিয়েছিলেন কোনরকম ভাবেই যত্রতত্র আমগাছ কাটা যাবে না। কিন্তু কে শোনে কার কথা? বনদপ্তর দিব্যি বিঘার পর বিঘা আম গাছ কাটার অনুমতি দিয়েই চলেছে। আরেকদিকে পুরাতন মালদার ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরে অদ্ভুতভাবে আম বাগানগুলি রাতারাতি ধরণ পরিবর্তনের মাধ্যমে বাস্তু করে দিচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। আর এই দুই ক্ষেত্রেই একশ্রেণীর দালালেরা রমরমা ভাবে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ।বনদপ্তরের মালদা রেঞ্জের এক পদস্থ কর্তা জানিয়েছেন , আম গাছ যে কাটা যাবে না তার কোন নির্দেশিকা আমাদের কাছে এখনো লিখিতভাবে আসে নি। ফলে বাধ্য হচ্ছি অনুমতি দিতে। এর পিছনে দায়ী ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের একাংশ। কারণ ওরা আমবাগানের ধরণ চেঞ্জ করে রাতারাতি বাস্তু করে দিচ্ছে। যদিও পাল্টা ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের বক্তব্য, এতে তাদের কোন হাত নেই। গাছ কাটার পুরো বিষয়টি দেখবে বনদপ্তর। এখন দুই দপ্তরের টানাপোড়েনের জেরে পুরাতন মালদার সাহাপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার জুড়ে রাজ্য সড়কের ধারে চলছে বিঘার পর বিঘা আমগাছ কাটার কর্মকাণ্ড।উল্লেখ্য, পুরাতন মালদা ব্লকের সাহাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত রায়পুর স্ট্যান্ডের গেলেই রাজ্য সড়কে দুই ধারেই বিঘার পর বিঘা জমি জুড়ে আমগাছ কাটার কাজ চলছে। বেপরোয়া ভাবে বিভিন্ন জাতের আমগাছ কেটে সাফ করে দেওয়া হচ্ছে। এইসব জায়গায় বর্তমানে এখন জমির দাম কোটি কোটি টাকা । আর সেখানেই আম বাগান নিধন করেই প্লট হিসেবে জায়গা বিক্রির কাজ শুরু হয়েছে বলে অভিযোগ। এভাবে একচ্ছত্র আমগাছ কাটা পড়লে উষ্ণায়ন বৃদ্ধির পাশাপাশি পরিবেশ দূষণ বাড়বে বলে অভিযোগ করেছেন মালদার পরিবেশবিদদের সংগঠন।বলাবাহুল্য , পুরাতন মালদা সাহাপুর এলাকায় জাতীয় সড়কের বাইপাস রোড তৈরি হওয়ার পর থেকেই হু হু করে বাড়ছে জমির দাম। বিভিন্ন ধরনের কারখানা থেকে শুরু করে হোটেল, রেস্তোরা , পানশালা, গোডাউন , নার্সিংহোম জনবসতি এই সাহাপুর এলাকার রাজ্য সড়কের ধারে গড়ে উঠতে শুরু করেছে। যার ফলে রাতারাতি আমবাগান কেটে সাফ করে দেওয়ার পর সেই জমি কোটি কোটি টাকায় বিক্রি করা হচ্ছে। এব্যাপারে প্রশাসন নিশ্চুপ বলেও অভিযোগ উঠেছে।পরিবেশবিদদের সংগঠন মালদার সবুজ বাঁচাও সমিতির সম্পাদক তথা বিশিষ্ট আইনজীবী মৃত্যুঞ্জয় দাস জানিয়েছেন, বনদপ্তর, প্রশাসন, পঞ্চায়েত এদের একাংশের মদত রয়েছে বলেই বিঘার পর বিঘা আমের বাগান কেটে ফেলা হচ্ছে। এভাবে চলতে থাকলে একটা সময় মালদার আম বলে আর কিছু থাকবে না। যেভাবে মালদায় আম বাগানগুলি কেটে সাফ করে দেওয়া হচ্ছে, তাতে আগামী প্রজন্মের ক্ষেত্রে একটা ভয়ংকর সময় আসছে। কিভাবে বনদপ্তর একসঙ্গে শয়ে শয়ে আমবাগান কেটে দেওয়ার অনুমতি দিচ্ছে তা বুঝতেই পারছি না। এখন দুই দপ্তর একে অপরের বিরুদ্ধে দোষারোপ করছে। এভাবে চলতে থাকলে আন্দোলনে নামা ছাড়া কোন পথ নেই।সাহাপুর এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগ, খুব শীঘ্রই আমবাগান কাটার প্রতিবাদ জানিয়ে সড়ক অবরোধ এবং বিক্ষোভ আঃেদালন শুরু করা হবে।মালদার বনদপ্তরের বিভাগীয় আধিকারিক জিজু জেসফার জে. জানিয়েছেন, এব্যাপারে কিছু জানা নেই । তবে সরকারি গাইডলাইন মেনেই অনুমতি দেওয়া হয়ে থাকে। বেআইনিভাবে গাছ কাটার যদি কোনো অভিযোগ আসে তাহলে তা তদারকি করে দেখা হবে।

সাত বছর বয়সী এক নাবালিকাকে ভয় দেখিয়ে পরপর তিনবার ধর্ষণ করার অভিযোগে ৭০ বছর বয়সী এক বৃদ্ধকে গ্রেফতার করলো পুলিশ

মালদা ঃ সাত বছর বয়সী এক নাবালিকাকে ভয় দেখিয়ে পরপর তিনবার ধর্ষণ করার অভিযোগে ৭০ বছর বয়সী এক বৃদ্ধকে গ্রেফতার করলো পুলিশ। আর এই ঘটনায় পুরাতন মালদা থানা এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ওই নাবালিকা ধর্ষণের ঘটনার অভিযোগ দায়ের হওয়ার পর থেকেই গণপিটুনির ভয়ে গা ঢাকা দিয়েছিল অভিযুক্ত বৃদ্ধ নিমাই মহন্ত। অবশেষে রবিবার রাতে পুলিশ গোপন সূত্রে অভিযান চালিয়েই অভিযুক্ত ওই ধর্ষককে গ্রেফতার করে। সোমবার অভিযুক্তকে মালদা আদালতে পেশ করে পুরাতন মালদা থানার পুলিশ। সেই সময় ক্ষিপ্ত ওই নাবালিকার পরিবারের লোকজনেরা চরম ক্ষোভ প্রকাশ করেন।পলিশ জানিয়েছে, পেশায় অটোচালক নিমাই মহন্তের বাড়ি পুরাতন মালদা থানার বাচামারি এলাকায়।পুলিশকে অভিযোগে নির্যাতিতা ওই শিশু কন্যার পরিবার জানিয়েছেন, অভিযুক্ত অটোচালক পুরাতন মালদার একটি এলাকায় গত ১৪ সেপ্টেম্বর রাস্তার ধারে গাড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। সেই সময় ওই নাবালিকা বাড়ির বাইরে খেলা করছিল। ভরদুপুরে বাড়ির লোকেদের অলক্ষ্যে ওই নাবালিকাকে চকলেট খাওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে অটোতে তুলে নিয়ে ধর্ষণ করে অভিযুক্ত ওই বৃদ্ধ। এই ঘটনার পর আবারো ওই নাবালিকাকে ভয় দেখিয়ে ধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ। আর এই বিষয়টি জানতে পেরে যায় নাবালিকার এক প্রতিবেশী। ওই নাবালিকাকে অভিযুক্ত বৃদ্ধের হাত থেকে উদ্ধার করার পর মেডিকেল করাতে নিয়ে গেলে সমস্ত কথা সে বলে ফেলে। এরপরই ওই বৃদ্ধের বিরুদ্ধে পুরাতন মালদা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়।শিশু কন্যাকে ধর্ষণ করার ঘটনায় ক্ষোভে ফুঁসছে ওই নাবালিকার পরিবার ও পাড়াপ্রতিবেশীরা। অভিযুক্তের ফাঁসির দাবিতে সরব হয়েছেন এলাকার বাসিন্দারা।

হরিশ্চন্দ্রপুরে দূর্গা মায়ের আগমনে কাশ ফুলের গন্ধে ভরে উঠেছে আকাশ বাতাস।ঢাকে পড়েছে কাঠি।প্রায় মাস খানেক পরেই শুরু হতে চলেছে বাঙালীর সব থেকে বড় উৎসব দুর্গাপূজা

মালদা ঃহরিশ্চন্দ্রপুরে দূর্গা মায়ের আগমনে কাশ ফুলের গন্ধে ভরে উঠেছে আকাশ বাতাস।ঢাকে পড়েছে কাঠি।প্রায় মাস খানেক পরেই শুরু হতে চলেছে বাঙালীর সব থেকে বড় উৎসব দুর্গাপূজা।পূজো প্রস্তুতিতে মাঠে নেমে পড়েছেন আপামর বাঙালী।আজ সোমবার খুঁটি পূজোর মধ্য দিয়ে পূজোর সূচনা করলেন হরিশ্চন্দ্রপুর সদর এলাকার দক্ষিণী যুগ দর্শী ক্লাব।ক্লাব সূত্রে জানা যায়,দর্শকদের চমক দেওয়ার জন্য প্রতিবছর নিত্য নতুন থিম পূজা করে থাকেন এই দক্ষিণী যুগ দর্শী ক্লাব।এবছর ক্লাবের নামকরণে দক্ষিণী রাজবাড়ীর আদলে তৈরি করা হবে এই পুজো মন্ডপ।পুজো মন্ডপের প্রবেশ পথে লাইট দিয়ে তৈরি করা হবে টুইন টাওয়ারের আদলে গেট।আলোকসজ্জায় ভরিয়ে তোলা হবে মন্ডপ।কলকাতার চন্দন নগর থেকে আলোকসজ্জার জন্য নিয়ে আসা হয়েছে লাইট ডেকোরেটরকে।যা ইতিমধ্যে মন্ডপ তৈরির প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছেন।ক্লাব সম্পাদক মানিক দাস জানান, এবছর ৩৬ তম বর্ষে পদার্পণ করলো এই পুজো।এবছর পুজোর বাজেট হচ্ছে ১২ লক্ষ টাকা।পঞ্চমী থেকে দশমী পর্যন্ত এই পুজোকে কেন্দ্র করে চলবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবার এলাকার দুঃস্থ মানুষদের সেবায় নিযেোজিত থাকবেন তাঁরা।

ভয়াবহ পদ ঘটনায় মৃত্যু হল দুই যুবকের

কোচবিহার ঃভয়াবহ পদ ঘটনায় মৃত্যু হল দুই যুবকের। গতকাল গভীর রাতে কোচবিহার ১ নম্বর ব্লকের জামতলা এলাকায় কোচবিহার মাথাভাঙ্গা সড়কে এই দুর্ঘটনা ঘটে। মৃত দুই যুবক কোচবিহার ১ নম্বর ব্লকের শুকটাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের দুঃখের কুঠি দেওয়ানবস এলাকার বাসিন্দা।স্থানীয় সূত্রে জানা যায় গতকাল রাত আনুমানিক একটানা নাগাদ ওই দুই যুবক বাইকে করে কোচবিহার থেকে শুকটাবাড়ির দিকে যাচ্ছিল সেই সময় উল্টো দিক থেকে আসা একটি ট্রাকের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। ট্রাকের চাকায় বৃষ্টি হয়ে ঘটনা স্থলেই তাদের মৃত্যু হয়। প্রাপ্তি রাস্তার ধারে উল্টে যায়। গুরুতর আহত অবস্থায় ওই ট্রাকের চালক কোচবিহার মেডিকেল কলেজে ভর্তি রয়েছে। কোচবিহারের পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য জানান, রাত একটা নাগাদ জামতলা এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে। ঘটনায় মাহবুব আলম (৩৫) এবং কবির হোসেন (২৯) এর মৃত্যু হয়। ঘাতক ট্রাকের চালক সোলেমান আলী (২৫) গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় কোচবিহার মেডিকেল কলেজে ভর্তি রয়েছে। ঘাতক ট্রাকটিকে আটক করেছে পুলিশ।

আলুবাবার কাছে যাওয়ার পথে বাস দুর্ঘটনায় জখম দশ

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃ পশ্চিম বর্ধমান জেলার পান্ডবেশ্বর এলাকা থেকে বাস রিজার্ভ করে ঝাড়খণ্ড রাজ্যের পাকুড়ের আলুয়াবাড়ীর আলুবাবার কাছে যাওয়ার পথে শুক্রবার রাতে শেওড়াকুড়ির কাছে ষাট নং জাতীয় সড়কে রাস্তার পাশে গাছে ধাক্কা মারে বাসটি । জখম হয় জনা দশেক বাসযাত্রী । সিউড়ি সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন । বাসযাত্রী মাদারবুনি গ্রামের কোমল কোড়া বলেন, ওষুধ আনার জন্য বাস রিজার্ভ করে পাকুড়ের আলুয়াবাড়ীর আলুবাবার কাছে যাচ্ছিলাম । বাসে পঞ্চান্নজন যাত্রী ছিল । ঘটনাস্থলে আসে মহম্মদবাজার থানার পুলিশ ।

গাঁজা উদ্ধার গ্রেপ্তার দুই

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃ গোপনসূত্রে খবর পেয়ে প্রায় চার কেজি গাঁজা উদ্ধার করলো মহম্মদবাজার থানার পুলিশ । দুইজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ । ধৃতরা হলো ¯ বাবু শেখ ওরফে দিলসাদ শেখ এবং হিরাজ শেখ । শনিবার সিউড়ি আদালতে তোলা হলে ধৃতদের চারদিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন মহামান্য বিচারক । পাবলিক প্রসিকিউটর তমোঘ্ন গোস্বামী বলেন, গোপনসূত্রে খবর পেয়ে চার কেজির কিছু বেশি গাঁজা উদ্ধার করে মহম্মদবাজার থানার পুলিশ । দুইজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ । তারা বিভিন্ন জায়গা থেকে গাঁজা এনে লোকাল মার্কেটে ব্যবসা করতো ।

প্রধানমন্ত্রীর ৭৩ তম জন্মদিন উপলক্ষে কালি মন্দিরে পুজো দিলেন বিজেপি বিধায়ক বিশাল লামা

আলিপুরদুয়ার ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ৭৩ তম জন্মদিন। রবিবার মোদীর জন্মদিন উপলক্ষ্যে দেশ জুড়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা করা হয়েছে।প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মূলত তাঁর জন্মদিনটি জনকল্যাণের প্রতি প্রতিশ্রুতির পুনর্নবীকরণ করার একটি উপলক্ষ্য হিসাবে পালন করেন। অর্থাৎ তিনি জনগণের সেবায় নিয়োজিত করেন নিজের জন্মদিন। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন পালনের পাশাপাশি আলিপুরদুয়ারেও রবিবার প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন উপলক্ষে তার দীর্ঘায়ু ও সুস্বাস্থ্য কামনার্থে শতাব্দী প্রাচীন হ্যামিল্টণগঞ্জ কালি মন্দিরে পুজো দিলেন বিজেপি বিধায়ক বিশাল লামা এছাড়াও হ্যামিল্টণগঞ্জ এলাকার নেতা ও কর্মীরা এদিন উপস্থিত ছিলেন।কালচিনি বিধায়ক বিশাল লামা জানান প্রধানমন্ত্রীর সুস্থতা ও দীর্ঘায়ু কামনা করে এদিন আমরা সবাই মিলে পুজো দিলাম।

মোদীর জন্মদিন পালন করলেন বিজেপি কর্মীরা

জলপাইগুড়ি ঃপ্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জন্মদিন পালন করলেন বিজেপি কর্মীরা। রবিবার ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জন্মদিন। আর এই দিনটিকে বিশেষ ভাবে পালন করতে উদ্যোগ নিলেন বিজেপি কর্মীরা। এদিন দুপুরে বিজেপির জলপাইগুড়ি জেলা কার্যালয়ে নরেন্দ্র মোদীর দীর্ঘায়ু কামনা করে এক মহা যজ্ঞের আয়োজন করা হয়। এরপর পথ চলতি মানুষের মধ্যে লাড্ডু বিতরন করা হয়। এদিনের এই মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জলপাইগুড়ি জেলা বিজেপি প্রেসিডেন্ট বাপি গোস্বামী, জেলা ভাইস প্রেসিডেন্ট তপন রায়, জেলা সেক্রেটারি শ্যাম প্রসাদ, চঞ্চল রায়,জেলা যুব মোর্চার সভাপতি পলেন ঘোষ সহ বিজেপির অন্যান্য নেতা কর্মীরা।

শিবমন্দির আঠারোখাই বিজেপি মন্ডল কমিটির পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জন্মদিন পালন করা হলো

শিলিগুড়ি শিবমন্দির আঠারোখাই বিজেপি মন্ডল কমিটির পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জন্মদিন পালন করা হলো। প্রধানমন্ত্রীর দীর্ঘায়ু কামনা করে শিবমন্দির বাজার এলাকায় পূজা অর্চনার মধ্যে দিয়ে একটি মহাযজ্ঞের আযে়াজন করা হয়। নরেন্দ্র মোদির ৭৩ তম জন্মদিন উপলক্ষে পথ চলতি এলাকার সকল মানুষকে মিষ্টিমুখ করানো হয়। আজকের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক আনন্দ বর্মন মাটিগাড়া পঞ্চায়েত সমিতির বিরোধী দলনেতা মানবেন্দ্র সিনহা ,আঠারোখাই মন্ডলের সভাপতি সুভাষ ঘোষ সহ দলের অন্যান্য নেতৃত্বরা।

বাইকের ডিকি থেকে খোয়া গেলো লক্ষাধিক টাকার সোনার গয়না

আলিপুরদুয়ারঃ বাইকের ডিকি থেকে খোয়া গেলো লক্ষাধিক টাকার সোনার গয়না।ঘটনায় চাঞ্চল্য ফালাকাটা ব্লকের জটেশ্বর বাজার এলাকায়।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার রাত আনুমানিক সাড়ে আটটা নাগাদ নিজের সোনার দোকান বন্ধ করে দোকানের মালিক তপন দত্ত গয়না সহ বিভিন্ন জিনিসপত্র ব্যাগ সমেত মোটরবাইকের ডিকিতে রাখেন। অভিযোগ,চোখের নিমেষে বাইকের ডিকি খুলে গয়নার ব্যাগ নিয়ে চম্পট দেয় দুস্কৃতী। তবে গোটা ঘটনা সিসিটিভি ক্যামেরায় রেকর্ড হয়েছে বলে জানান দোকানের মালিক তপন দত্ত।তিনি জানান,সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যাচ্ছে, দুই জন যুবক একটি বাইকে এসে ডিকির তালা খোলে গয়না সমেত ব্যাগ নিয়ে চম্পট দেয়। আনুমানিক দেড় লক্ষ টাকার গয়না ছাড়াও এটিএম কার্ড ও প্যান কার্ড খোয়া গিয়েছে বলে জানান তিনি। বিষয়টি জটেশ্বর ফাঁড়ির পুলিশকে জানানো হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।
বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।
মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।
কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।
সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।
কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।
বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।
তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।
ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।
মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।
কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।
মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

চীনের হুমকির মুখেই পরীক্ষামূলক ভাবে নিজেদের প্রথম ডুবোজাহাজ উদ্বোধন করলো তাইওয়ান

তাইওয়ান ঃ স্বশাসিত দ্বীপ তাইওয়ানের প্রেসিডেন্ট সাই ইং-ওয়েন, এই প্রথম স্থানীয়ভাবে নির্মাণ করা ডুবোজাহাজ (সাবমেরিন) উদ্বোধন করলেন। পরীক্ষার জন্য বৃহস্পতিবার এই ডুবোজাহাজটি উদ্বোধন করা হয়। এর নকশা তৈরি ও নির্মাণকাজ চলেছে সাত বছর ধরে। চীনের ক্রমবর্ধমান আগ্রাসী পদক্ষেপের মধ্যেই এই ডুবোজাহাজটি নির্মাণ করা হয়েছে। তাইওয়ানের সামরিক বাহিনী ২০২৪ সালে ডিজেল-বিদ্যুৎ চালিত জাহাজটির পুরো দায়িত্ব গ্রহণ করবে। এর আগে এই জাহাজকে বন্দরে ও সমুদ্র যাত্রার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। সাই ২০১৬ সালে ক্ষমতায় আসেন। তখনই তিনি ডুবোজাহাজ নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তিনি বলেন, দিনটিকে ইতিহাস চিরকাল মনে রাখবে। অতীতে তাইওয়ানে স্থানীয়ভাবে সাবমেরিন তৈরি করাকে অসম্ভব কাজ বলে বিবেচনা করা হতো। কিন্তু, আজ, আমাদের নাগরিকদের নকশায় নির্মিত ডুবোজাহাজ আপনাদের সামনে। তিনি বলেন, আমরা এটা করেছি। ডুবোজাহাজ নির্মাণ করা কেবল একটা লক্ষ্য নয় বরং আমাদের দেশকে রক্ষা করতে আমাদের প্রতিশ্রুতির দৃশ্যমান বাস্তবায়ন। একটি সমন্বিত রণকৌশল প্রণয়নের জন্য সাবমেরিন তাইওয়ান নৌবাহিনীর জন্য গুরুত্বপূর্ণ সরঞ্জাম। বেইজিং তার অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক প্রভাবের চাপ সৃষ্টি করে, তাইওয়ানকে তার মিত্রদের কাছ থেকে যে কোনো ধরণের ক্রয় বাধাগ্রস্ত করে। এমন পরিস্থিতিতে, তাইওয়ান তাদের নিজস্ব ডুবোজাহাজ নির্মাণের কাজ শুরু করে। চীন দ্বীপটিকে নিজের এলাকা বলে মনে করে।আর তাইওয়ানের কিনমেন দ্বীপ ও চীনের ভূখণ্ডের মধ্যে দূরত্ব মাত্র ২ কিলোমিটার। এই স্থানটি দুই সত্ত্বার মধ্যে সবচেয়ে কাছাকাছি অবস্থিত। তাইওয়ানের কাছাকাছি বেইজিং ক্রমবর্ধমান হারে আগ্রাসী সামরিক কর্মকাণ্ড অব্যাহত রেখেছে। এখানে চীনের যুদ্ধবিমান ও নৌবহর টহল দেয় ও মহড়া চালায়।

চীনের তথ্য আধিপত্যের পরিকল্পনা সম্পর্কে সতর্ক করলো যুক্তরাষ্ট্র

নিউ ইয়র্ক ঃ বিশ্বের তথ্যআবহকে বদলে দেয়ার জন্য শত শত কোটি ডলার ঢালছে চীন। আর, এর মধ্য দিয়ে, ধীরে ধীরে বহু দেশের অবস্থানকে বেইজিংএর সুবিধার দিকে টেনে নেয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তাদের নতুন মূল্যায়নে এমন তথ্য উঠে এসেছে। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দফতরের গ্লোবাল এনগেজমেন্ট সেন্টার বৃহস্পতিবার একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। প্রতিবেদনে অভিযোগ করা হয়েছে, সমন্বিত কৌশল ব্যবহার করে চীন সরকার এমন একটি বিশ্ব গড়তে চাইছে যেখানে বেইজিং প্রকাশ্যে বা গোপনে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের প্রবাহকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। এই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, চীনের লক্ষ্য হলো এমন একটি তথ্য পরিবেশ সৃষ্টি করা, যেখানে গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের অপপ্রচার ও বিভ্রান্তিকর তথ্য গ্রহণযোগ্যতা লাভ করবে এবং প্রভাবশালী হয়ে উঠবে। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, আটকানো না হলে, পিআরসির (গণপ্রজাতন্ত্রী চীন) এই উদ্যোগ বিশ্বব্যাপী তথ্য প্রবাহের চিত্রকে নতুন আকার দেবে। তাদের এই পদক্ষেপ পক্ষপাতদুষ্ট তথ্য ছড়াবে এবং তথ্য জগতে ফাঁকফোকর সৃষ্টি করবে। যার ফলে, বেইজিংএর কাছে অর্থনৈতিক ও নিরাপত্তাগত স্বার্থের জন্য ঋণী দেশগুলো এর ভিত্তিতে নানা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলতে পারে।

डेंगू कैसे करें पहचान कैसे रहें सावधान

डेंगू/चिकनगुनिया संक्रमित एडिस मच्छर के काटने से होता

याद रखें
प्रत्येक रविवार दिन में 10 बजे, 20 मिनट अपने घर एवं आस-पास मच्छरों के प्रजनन को रोकने हेतु आवश्यक उपाय करें

डेंगू से बचाव के लिए संदेश

- डेंगू फैलाने वाले एडिस मच्छर ठहरे हुए साफ पानी में पनपते हैं।
- अपने घर के आस-पास एवं घर में कूलर, बाल्टी, फूलदान, फ्रिज ट्रे तथा नारियल के खोपड़े में पानी जमा नहीं होने दें।
- टूटे हुए बर्तन, प्रयोग में नहीं आने वाले बोतल, टिन, बेकार के टायरों को जमा न रखें, क्योंकि बारिश के मौसम में इन्हीं में पानी जमा होता है, जिसमें एडिस मच्छर पनपते हैं।
- पानी जमा करने वाले सभी बर्तनों एवं पानी की टंकी को अच्छी तरह ढंक कर रखें।
- अपने कूलर को हमेशा साफ रखें। उसमें दुबारा पानी भरने से पहले उसे रगड़ कर साफ करके सुखा लें।
- फूलदान, पैन तथा पालतू पक्षियों के पानी पीने के बर्तन में सप्ताह में एक बार पानी को बदल दें।
- एडिस मच्छर हमेशा दिन के समय काटते हैं, इसलिये पूरे शरीर को ढंकने वाले कपड़े पहनें।
- जिन क्षेत्रों में मच्छरों का प्रकोप अधिक है, उन क्षेत्रों में जाने से पहले अपनी त्वचा पर मच्छररोधी क्रीम का प्रयोग करें।
- मच्छरों से बचाव के लिए घर की खिड़की तथा दरवाजे पर जाली लगवाएं।
- डेंगू बुखार के उपचार के लिये कोई विशेष दवा नहीं है। अगर डेंगू के लक्षण दिखायी दे, तो तुरंत चिकित्सक से से सम्पर्क करें।

डेंगू के लक्षण

- अचानक तेज बुखार आना, पहचान खोना
- तेज सिर दर्द
- आँखों के पिछले हिस्से में दर्द
- जोड़ों एवं मांसपेशियों में दर्द
- नाक बहना, उल्टी होना
- छाती और हाथों में खसरा जैसे चकते/दाने निकल आना
- मसूड़ों तथा अन्त:स्रावी ग्रन्थियों से खून बहना
- भोजन में अरुचि, भूख न लगना

क्या करें

- डेंगू/चिकनगुनिया फैलाने वाले एडिस मच्छर साफ पानी में ही पनपते हैं, इसलिए पानी के बर्तनों, पानी की टंकी आदि को ढंक कर रखें। घर के आस-पास सफाई रखें।
- हमेशा मच्छरदानी के अंदर ही सोयें।
- एडिस मच्छर हमेशा दिन के समय काटते हैं, इसलिए पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े पहनें।
- डेंगू/चिकनगुनिया बुखार के उपचार के लिए कोई विशेष दवा नहीं है। अगर डेंगू/चिकनगुनिया के लक्षण दिखाई दे, तो तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें।
- मच्छरों से बचाव के लिए घर की खिड़की तथा दरवाजे पर जाली लगवाएं।

याद रखें

बचाव इलाज से बेहतर होता है। किसी भी बुखार को हल्का न लें, यह डेंगू हो सकता है। तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें।

डेंगू क्या है?
डेंगू एक वायरल और गंभीर फ्लू की तरह संक्रामित रोग है, जो संक्रमित एडिस मच्छर के काटने से फैलता है। संक्रमित मच्छर के काटने के 5 - 6 दिन बाद मनुष्य में डेंगू के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। डेंगू के दो रूप हैं- डेंगू बुखार और डेंगू हेमोरेजिक बुखार (डी.एच.एफ.)

डेंगू कैसे होता है?
डेंगू मुख्यत: संक्रमित मादा एडिस मच्छर के काटने से होता है। एडिस मच्छर ठहरे हुए साफ पानी में, जो घर के अंदर और घर के आस-पास टूटे हुए बर्तन, प्रयोग में नहीं आने वाले बोतल, टिन, बेकार के टायरों, कूलर, बाल्टी, फूलदान, फ्रिज ट्रे तथा नारियल के खोपड़े में जमा पानी में पनपते हैं।

डेंगू किसे हो सकता है?
कोई भी व्यक्ति, जिसे संक्रमित मादा एडिस मच्छर काट ले उसे डेंगू होने की सम्भावना होती है। संक्रमित मादा एडिस मच्छर के काटने से अधिकतर लोग डेंगू से प्रभावित होते हैं, लेकिन कैसे लोग डेंगू से जल्दी प्रभावित हो सकते हैं, जिनमें रोग रोधक क्षमता कम होती है तथा वैसे लोग, जो पहले भी डेंगू से संक्रमित हो चुके हैं।

एडिस मच्छर की पहचान
एडिस मच्छर के शरीर पर काली और सफेद धारियां होती हैं।

सावधानी
लक्षण के आधार पर रोगी की सही समय पर जाँच एवं उपचार प्रारंभ हो जाना चाहिये। जाँच और उपचार में विलम्ब होने पर रोग जटिल या गंभीर हो सकता है तथा रोगी की मौत भी हो सकती है।

तेज बुखार, जोड़ों एवं मांसपेशियों में दर्द को अनदेखा न करें, यह डेंग/चिकनगुनिया हो सकता है।

लक्षण दिखाई दें, तो तुरंत सहिया/ए.एन.एम. दीदी से संपर्क करें।

आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना की जानकारी के लिए डायल करें-टोल फ्री नं. 14555/18003456540

स्वास्थ्य सलाह के लिए मेडिकल हेल्पलाईन टोल फ्री नं. पर डायल करें

आकस्मित स्थिति में किसी भी मरीज को एम्बुलेंस द्वारा स्वास्थ्य केन्द्र पर पहुंचाने के लिए डायल करें-108

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार

सी. पी. राधाकृष्णन
राज्यपाल, झारखण्ड

संदेश

हेमन्त सोरेन
मुख्यमंत्री, झारखण्ड

वन्यप्राणियों की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु जनमानस को जागरूक करने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी झारखण्ड राज्य में 01 अक्टूबर से 07 अक्टूबर, 2023 तक वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा वन्यप्राणी सप्ताह मनाया जा रहा है एवं इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। वन्यप्राणी पारिस्थितिकी संतुलन के लिये महत्वपूर्ण कड़ी हैं। हमारे आस-पास एवं वनों में पाये जाने वाले वन्यजीव यथा बाघ, भालू, हाथी, तेन्दुआ, मोर, गिलहरी, खरगोश व विभिन्न प्रकार के पक्षी, मधुमक्खी, रेशम के कीट, लाह, तितली इत्यादि मानव जीवन को रोमांचक एवं सुखद बनाते हैं। वन, वन्यप्राणी एवं मनुष्य, सबका अस्तित्व एक-दूसरे पर आश्रित है।

झारखण्ड राज्य का लगभग एक तिहाई भू-भाग सखुआ, करम एवं अन्य प्रकार के वनों से आच्छादित है। ये वन, वन्यप्राणियों के प्राकृतिक वास स्थल हैं। आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मनुष्य की विभिन्न गतिविधियों के कारण वनों पर दबाव बढ़ा है जिसके कारण वन्यप्राणियों के वास स्थल प्रभावित हुए हैं। फलस्वरुप यदा-कदा वन्यजीव मानव द्वंद्व जैसी स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है।

वन एवं वन्यजीव, अनादिकाल से मानव के सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं आध्यात्मिक चेतना के केन्द्र रहे हैं। वन एवं वन्यजीवों में कमी नहीं हो, यह राज्यवासियों का कर्तव्य है। वन विस्तार एवं वन्यप्राणियों के संरक्षण के लिए सरकार के स्तर से अनेक कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं।

राज्यवासियों से मेरी अपील है कि हम सब वन्यप्राणियों के संरक्षण का संकल्प लें तथा वन एवं वन्यजीव की सुरक्षा हेतु अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करें।

वन्यप्राणी संरक्षण के प्रति जन-जागरूकता लाने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष की भाँति इस वर्ष भी राज्य में 01 अक्टूबर से 07 अक्टूबर, 2023 तक वन्यप्राणी सप्ताह मनाया जा रहा है। वन एवं वन्यजीव हमारे जीवन के अभिन्न अंग हैं। झारखण्ड राज्य को प्रकृति ने जंगलों से धनी बनाया है। ये जंगल वन्यप्राणियों के वास स्थान हैं। प्रकृति ने अनेक जीव-जंतुओं से इन वनों को सुशोभित किया है। हमारे वनों में बाघ, हाथी, तेन्दुआ, बंदर, भालू, मोर, सांप, खरगोश, गिलहरी अनेक प्रकार के पक्षी इत्यादि जीव-जंतु पाये जाते हैं। जीव-जगत में वन, वन में निवास करने वाले वन्यप्राणी, मनुष्य तथा अन्य सभी प्राणियों के जीवन एक-दूसरे से जुड़े रहते हैं । प्राणियों के सह-अस्तित्व के लिये जैव-विविधता प्रकृति की व्यवस्था है । वन्यप्राणियों की संख्या में कमी होने से पारिस्थितिकी असंतुलन का खतरा उत्पन्न हो जाता।

विकास की दौड़ में वन्यप्राणियों का पर्यावास अर्थात हमारे वन प्रभावित हुए हैं। जिसके फलस्वरुप यदा-कदा वन्यजीवों का मानवों से टकराव भी हो जाता है। वन्यप्राणियों से जान-माल की हुई क्षति की पूर्ति सरकार के द्वारा की जाती है।

हमारी धरती, अहिंसा की धरती है। हमारे पर्व-त्योहार, रीति-रिवाज, संस्कृति एवं धर्म-अध्यात्म में वन्यप्राणियों एवं वन-वृक्षों का बहुत महत्व है। इन वन्यप्राणियों का संरक्षण हमारा परम कर्तव्य एवं दायित्व है। सरकार द्वारा वन्यप्राणियों के संरक्षण के उद्देश्य से राष्ट्रीय उद्यान, गज परियोजना, व्याघ्र आरक्ष्य, वन्यप्राणी आश्रयणी तथा प्राकृतिक वनों का प्रबंधन किया जाता है। वन्यप्राणियों के पर्यावास उन्नयन के लिये सरकार वनों के विस्तार की योजनायें लागू करती है।

वन्यप्राणी सप्ताह के अवसर पर हम सभी झारखण्डवासी वन्यप्राणी की सुरक्षा एवं संरक्षण में सहभागी बनें तथा वन्यजीवों के साथ-साथ अपनें जीवन को सुरक्षित बनायें।

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार

সম্পাদকীয়

আমাদের মেয়েদের আকাশ ছুঁতে দিন

কথা হচ্ছিল ঠাকুরগাঁও ডিগ্রি কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ তাজুল ইসলামের সঙ্গে। তিনি প্রায় ১০ বছর আগে রানীশংকৈল উপজেলায় রাঙ্গাটুঙ্গী প্রমীলা ফুটবল একাডেমি প্রতিষ্ঠা করেন। আনন্দের সঙ্গে তিনি বলেন, 'এই একাডেমির পাঁচজন খেলোয়াড় জাতীয় দলের বিভিন্ন বয়স গ্রুপে প্রতিনিধিত্ব করছে। কয়েকজন শুধু খেলোয়াড় হিসেবে সেনাবাহিনীতে সুযোগ পেয়েছে। ফলে এলাকার মেয়েদের মধ্যে ফুটবলে আগ্রহ বেড়েছে। কিছু ক্রীড়ামোদী মানুষের প্রচেষ্টায় একাডেমিটি ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে।' এলাকার বেশির ভাগ মানুষের বাস দারিদ্র্যসীমার নিচে। নানান প্রতিকূলতা পেরিয়েই ১০-২০ বছর বয়সী প্রায় ৫০ জন মেয়ে এই একাডেমির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। এর ফলে চাপ বেড়েছে সংগঠকদের ওপর। প্রশিক্ষণ উপকরণ, কোচ, খেলার সামগ্রী, মাঠ প্রস্তুতি, চিকিৎসা ও যাতায়াতসংক্রান্ত খরচ জোগাতে হিমশিম খাচ্ছেন তাঁরা। একটি ব্যায়ামাগারেরও প্রয়োজন। বিচ্ছিন্ন কিছু সহযোগিতা পাওয়া গেলেও প্রয়োজনের তুলনায় তা যথেষ্ট নয়। প্রান্তিক পরিবার থেকে আসায় মেয়েদের পুষ্টির অবস্থাও ভালো নয়। প্রাতিষ্ঠানিক সুযোগসুবিধা নিশ্চিত হলে এলাকার মেয়েরা ক্রীড়াঙ্গনে আরও

গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারবে বলেই সংগঠকেরা মনে করেন। মেয়েদের খেলার খবরে আশান্বিত হই। কিন্তু মন ভারাক্রান্ত হয় বাল্যবিবাহের ঘটনায়। পপুলেশন কাউন্সিলের এক গবেষণা প্রতিবেদন অনুযায়ী, করোনাকালে দীর্ঘদিন বিদ্যালয় বন্ধ থাকায় এবং পরিবারের আয় কমে যাওয়ায় বাল্যবিবাহের হার বেড়ে গেছে। মহামারির সময় মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে কম ডিজিটাল ডিভাইস ব্যবহার করার সুযোগ পেয়েছে এবং ঘরের কাজে বেশি সময় দিয়েছে যা তাদের পড়াশোনাকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। বাল্যবিবাহ ছাড়াও যেসব কারণে মেয়েদের প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটছে, তা মনে পড়ল একটি ইংরেজি মাধ্যমের বিদ্যালয়ের বিজ্ঞাপন দেখে। দুজন কিশোর রোবোটিকস এবং গণিত শিখছে আর একটা মেয়ে ভায়োলিন বাজাচ্ছে। ছবিগুলো দেখে অল্পবয়সী ছেলেমেয়েরা কী ধারণা পাবে? গণিত, রোবোটিকস, সংগীত ছাত্রছাত্রী উভয়ের শেখা প্রয়োজন। এ ধরনের প্রচার একধরনের ভুল বার্তা দেয়। এ রকম আরও উদাহরণ আছে, যেখানে নারী ও পুরুষদের জন্য আলাদা কাজ নির্দিষ্ট বলে শিশুদের সামনে তুলে ধরা হচ্ছে। এক গবেষণায় দেখা যায়, ১৬ বছর বয়সী মেয়েদের বিজ্ঞানীর ছবি আঁকতে বলা হলে মাত্র ২৫ শতাংশ মেয়ে কোনো নারী বিজ্ঞানীর ছবি আঁকে। গবেষণায় আরও জানা যায়, ১৫ বছর বয়সের মধ্যেই মেয়েরা সায়েন্স, টেকনোলজি, ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ম্যাথমেটিকসসংক্রান্ত (স্টেম) বিষয়ে পড়াশোনা করার আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলে, যা ছেলেদের ক্ষেত্রে হয় না। শিশুদের নারী ও পুরুষের কাছে সমাজের প্রত্যাশিত আচরণের সংকীর্ণ গণ্ডিতে (জেন্ডার স্টেরিওটাইপ) আটকে রাখার কারণেই মানুষ হিসেবে তাদের সম্ভাবনার পূর্ণ বিকাশ ব্যাহত হচ্ছে। সামাজিক নিরাপত্তার অভাবে কিশোরীদের জীবনটা সংকুচিত হয়ে যায় অনেক ক্ষেত্রেই মাবাবা তাদের ঘরের বাইরে যেতে দিতে ভয় পান। সমাজটাকে মেয়েদের জন্য নিরাপদ করার দায়িত্ব আমাদের। মেয়েদের এমনভাবে বড় করতে হবে, যাতে তারা আত্মবিশ্বাসী, শক্তিশালী, উচ্চাকাঙ্ক্ষী, সাহসী, স্বাধীনচেতা ও মানবিক হয়ে উঠতে পারে। ছেলেদের অবশ্যই মেয়ে ও নারীদের সম্মান করার শিক্ষা দিতে হবে। লেখক, শিল্পী ও সংস্কৃতিকর্মীরা বাস্তবধর্মী এবং অনুপ্রেরণামূলক গল্প ও নারী চরিত্র সৃষ্টি করতে পারেন। মাবাবাকে খুব সতর্কতার সঙ্গে শিশুদের জন্য বই, কার্টুন, চলচ্চিত্র, খেলনা ইত্যাদি বাছাই করতে হবে মেয়ে ও ছেলেশিশুকে সমানভাবে বড় করাটা গুরুত্বপূর্ণ। পরিবারে নারীপুরুষের সমতাভিত্তিক সম্পর্ক থাকা জরুরি, কারণ শিশুরা তা দেখেই শেখে। গণমাধ্যমকে অবশ্যই এমন নারীদের তুলে ধরতে হবে, যারা ইতিবাচক রোল মডেল। সম্প্রতি এক বিদ্যালয়ের কয়েকজন কিশোরীর সঙ্গে কথা বলছিলাম। আমাদের জীবনে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রভাব শুরু করে পরিবেশ রক্ষায় কী করণীয় সব বিষয়ে তাদের নিজস্ব বিশ্লেষণ ও চিন্তাভাবনা আছে। তাদের কেউ অনলাইনে উপন্যাস লিখছে, কয়েকজন বিদেশি ভাষা শিখছে, কারও আগ্রহ কারাতে শেখায় আর কেউ গ্রাফিক ডিজাইনে পারদর্শী। সমাজের নানা দিক নিয়ে, সব মানুষের অধিকার নিয়ে তাদের মতামত জেনে আমি আশাবাদী হলাম।

এরদোয়ান যেভাবে একই সঙ্গে পুতিন ও জেলেনস্কিকে 'ম্যানেজ' করছেন

তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ান মনে করেন, রাশিয়া ও পশ্চিম 'সমান' নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত। ১৮ সেপ্টেম্বর সম্মিলিত পশ্চিমা শক্তির ওপর তুরস্কের নির্ভরযোগ্যতা এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নে (ইইউ) যোগদানের জন্য তুরস্কের দীর্ঘ প্রচেষ্টায় স্থবিরতা নিয়ে হতাশা প্রকাশ করতে গিয়ে এমন মন্তব্য করেন এরদোয়ান।

মানসুর মিরোভালেভ
প্রাবন্ধিক

মার্কিন সম্প্রচারমাধ্যম পিবিএসকে এরদোয়ান বলেন, 'পশ্চিমা শক্তির ওপর যতটা নির্ভর করা যায়, রাশিয়ার ওপরও ততটা নির্ভর করা যায়। ৫০ বছর ধরে, আমরা ইইউর দোরগোড়ায় অপেক্ষা করে আছি। এই মুহূর্তে, আমি পশ্চিমাদের মতো রাশিয়াকেও বিশ্বাস করি।'

৪ সেপ্টেম্বর রাশিয়া সফরে দেশটির প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার পর এরদোয়ান এও বিশ্বাস করেন যে, ক্রেমলিনের অধিকর্তা ইউক্রেনে বাজেভাবে তাঁর আটকে যাওয়া থেকে অতিসত্বর বেরিয়ে আসতে চান। এরদোয়ান বলেন, 'পুতিন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই যুদ্ধ শেষ করার পক্ষে। এটাই তিনি বলেছেন। আমি তাঁর এ মন্তব্য বিশ্বাস করি।'

এরদোয়ানকে আপাতদৃষ্টে 'নির্বোধ' বলে মনে হতে পারে। তবে তিনি যুদ্ধরত দুই পক্ষ, পশ্চিমা শক্তি, চীন এবং তাঁর নিজের পক্ষের মধ্যে একটি সতর্ক ভারসাম্য বজায় রাখার প্রতি স্পষ্ট ইঙ্গিত দিচ্ছেন।

পাঁচ বছর ধরে দীর্ঘ অর্থনৈতিক মন্দা পরিস্থিতি এবং এ বছরের ভয়াবহ ভূমিকম্পের ধাক্কার মধ্যে এরদোয়ানের এ ভারসাম্যমূলক অবস্থান তাঁর জন্য ও তাঁর দেশের জন্য অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সুবিধা এনে দিয়েছে।

কিয়েভভিত্তিক বিশ্লেষক অ্যালেক্সি কুশ বলেন, এরদোয়ানের ভূরাজনীতি দাঁড়িয়ে আছে পশ্চিমা, রাশিয়া ও চীনকে কেন্দ্র করে ভূরাজনীতির তিনটি বিরোধমূলক অবস্থানের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার মাধ্যমে। প্রতিটি দিক থেকে, এরদোয়ান সর্বাধিক সুবিধা পাচ্ছেন বাজার, প্রযুক্তি এবং পশ্চিম থেকে অর্থনীতি আধুনিকীকরণ, সস্তা কাঁচামাল, জ্বালানি এবং রাশিয়া থেকে প্রাকৃতিক গ্যাস আর চীন থেকে পণ্য সরবরাহের ট্রানজিট ও বিনিয়োগ।

তুরস্কে অবশেষে 'এরদোয়ানোমিকস' যুগ শেষ হচ্ছে কি?

তবে কিছু ইউক্রেনীয়র কাছে, এরদোয়ানের এই ভারসাম্য বজায় রাখায় বিষয়টি নিন্দনীয় মনে হতে পারে।

তুরস্কে নিয়মিত ছুটি কাটানো কিয়েভভিত্তিক এক আইটি বিশ্লেষক ভ্যালেনটিন আলেক্সাসেঙ্কো বলেন, 'তিনি (এরদোয়ান) একজন বাজার ব্যবসায়ীর মতো তিনি হাসি দেবেন এবং আপনার পরিবার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন কিন্তু তিনি মূলত আপনার কাছে অর্থ চান এবং অন্য ক্রেতার কাছে যাতে আপনি তাঁর জন্য সুপারিশ করেন।'

তবে এরদোয়ানের অবস্থান কিয়েভের যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টাকে সহায়তাই করে। তিনি ইউক্রেনের রাষ্ট্রপতি ভলোদিমির জেলেনস্কিকে 'প্রিয় বন্ধু' বলে সম্বোধন করেছেন। সম্প্রতি তাঁকে ইস্তাম্বুলে লালগালিচা সংবর্ধনা দিয়েছেন। রাশিয়ার হাতে যুদ্ধবন্দীদের মুক্তি এবং কৃষ্ণসাগর দিয়ে ইউক্রেনীয় গম পাঠানোর জন্য 'শস্য চুক্তি'র মেয়াদ বাড়ানোর জন্য মধ্যস্থতায়ও এগিয়ে এসেছেন।

এরদোয়ানের জামাতার কোম্পানিতে নির্মিত ড্রোন রাশিয়ার সেনাদের বিরুদ্ধে এতটাই প্রাণঘাতী ও কার্যকর প্রমাণিত হয়েছে যে, সেই ড্রোন কেনার পর ইউক্রেন তুরস্ক থেকে আরও সরঞ্জাম কেনার তালিকা পাঠায়।

ইস্তাম্বুলের ইসিক ইউনিভার্সিটির সেদা দেমিরালপ বলেন, এরদোয়ানের প্রতিবন্ধকতাই দেশের ভেতরে তাঁর পক্ষ নিতে কাজ করে। কারণ তাঁর ভোটাররা বুঝতে পারেন যে, বেশির ভাগ ইইউ সদস্য তাদের রাষ্ট্রকে জোটটিতে প্রবেশ করতে দিতে কতটা অনিচ্ছুক এবং অভিবাসনের বিষয়ে পশ্চিমাদের দ্বিচারিতাও, যা তাদের মধ্যে পশ্চিমাবিরোধী মনোভাব জাগিয়ে তোলে।

সেদা দেমিরালপ বলেন, তাঁর (এরদোয়ান) ভোটাররা নিশ্চিত যে একটি স্বাধীন অবস্থান তুরস্কের স্বার্থের জন্য সবচেয়ে বেশি উপকার বয়ে আনবে। তুর্কি ভোটাররা পশ্চিমাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের প্রশংসা করে আবার একই সঙ্গে এও উপলব্ধি করে যে, তুরস্ক কখনোই পশ্চিমের কাছে সমান অংশীদার হিসেবে বিবেচিত হয় না।

ওয়াশিংটন ডিসিভিত্তিক একটি থিঙ্কট্যাংক মিডল ইস্ট ইনস্টিটিউটের তুর্কি বংশোদ্ভূত বিশ্লেষক গনুল তোল বলেন, এরদোয়ানের দিক থেকে চিন্তা করলে, তাঁর জন্য এমন নীতি অনুসরণ করা পুরোপুরি যুক্তিসংগত, যা একচেটিয়াভাবে একটি পক্ষকে সমর্থন করে না। কারণ, তিনি পশ্চিম বা রাশিয়া কাউকেই দূরে সরিয়ে রাখতে পারবেন না। অন্যদিকে, ব্রাসেলস, ওয়াশিংটন আর মস্কোরও বারবার এরদোয়ানের কাছে যাওয়া ছাড়া কোনো উপায় নেই, তাঁকে নিয়ে তাদের মধ্যে যতই হতাশা কাজ করুক না কেন।

আবার এরদোয়ান ও পুতিনের মধ্যে একটি ব্যক্তিগত যোগসূত্র রয়েছে। দুজনেরই রাজনৈতিক গতিপথ কিছুটা একই। দুজনই পঞ্চাশের দশকে জন্মগ্রহণ করেছেন। উভয়েই দুই দশকের বেশি সময় ধরে ক্ষমতায় আছেন। এর মধ্য দিয়ে ক্রমবর্ধমান কর্তৃত্ববাদী হয়ে ওঠা এবং তাঁদের জাতীয়তাবাদী নীতির কারণে সমালোচকেরা সমালোচনা করে থাকেন। যদিও এরদোয়ান ও তাঁর সমর্থকেরা এসব সমালোচনাকে পাত্তা দেন না।

উভয় নেতাই তাঁদের জাতির সাম্রাজ্যবাদী শাসনকাল নিয়ে নস্টালজিক। সব ধরনের প্রতিকূলতা সত্ত্বেও সেই শাসনকালের চেতনাকে পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টা করেন তাঁরা। এর জন্য উভয়ই একই ধরনের ভিত্তি খুঁজে বের করার চেষ্টা করেন।

সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের তুরস্কের প্রধান মিত্র আজারবাইজানের রাজধানী বাকুভিত্তিক বিশ্লেষক এমিল মুস্তাফায়েভ বলেন, সময়ই দেখিয়েছে যে উভয় নেতাই তাঁদের জাতির স্বার্থকে অনুসরণ করেন। এর জন্য তাঁরা একই সঙ্গে একমতও হতে পারেন এবং আপসও করতে পারেন।

রাশিয়ান জার এবং অটোমান সুলতানেরা এক ডজনবার যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলেন। জার শাসক নিকোলাস এক ১৮৬০ সালে রাশিয়ার বিরুদ্ধে তুরস্ক ও পশ্চিমা শক্তির ক্রিমিয়ান যুদ্ধে তুরস্ককে 'ইউরোপের অসুস্থ জাতি' বলে আখ্যায়িত করেছিলেন, যা আজও বিখ্যাত হয়ে আছে।

তবে দেড় শতাব্দী পরে সেটিই আবার রাশিয়ার জন্য খাটে, যখন মস্কো ক্রিমিয়াকে অধিগ্রহণ করে নেয় এবং ইউক্রেন যুদ্ধের মাধ্যমে সেই একই শক্তিগুলোর মধ্যে উত্তেজনা তৈরি করে।

২০১৫ সালে সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট বাশার আল আসাদের নাজুক হয়ে পড়া ক্ষমতাকে উদ্ধার করতে রাশিয়া তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছিল। সে সময় তুর্কি বিমানবাহিনী একটি রুশ যুদ্ধবিমান ভূপাতিত করেছিল। সে সময় আঙ্কারা অভিযোগ করেছিল, তাদের আকাশসীমা লঙ্ঘন করেছিল রুশ যুদ্ধবিমানটি।

এ ঘটনা তখন দুই দেশের মধ্যে উত্তেজনা তৈরি করে। মস্কো তুরস্কের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। তুরস্কে চার্টার ফ্লাইট নিষিদ্ধ করে। রাশিয়ার প্রাকৃতিক গ্যাস রপ্তানিকারক কোম্পানি গ্যাজপ্রমও তুরস্কে ১ হাজার ১০০ কিলোমিটারের পাইপলাইন নির্মাণ স্থগিত করে দেয়।

কিন্তু দুই দেশের মধ্যে এ উত্তেজনা শিগগিরই শেষ হয়ে যায়। রাশিয়ান গ্যাস চলে যায় তুরস্কে, এমনকি পূর্ব ইউরোপ পর্যন্ত। মস্কো এমনকি আঙ্কারাকে ৬০০ মিলিয়ন ডলারের গ্যাস বিল পরিশোধের সময় আরও পিছিয়ে দেয়।

জার্মানিতে একটি রাশিয়ান প্রাকৃতিক গ্যাস পাইপলাইনে সমস্যা দেখা দেওয়ায় ক্রেমলিন এখন তুরস্কে একটি গ্যাস হাব তৈরি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যদিও সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি রয়টার্সের এক প্রতিবেদন বলছে, হাবটির ওপর কার নিয়ন্ত্রণ থাকবে, তা নিয়ে উভয় পক্ষ একমত হতে না পারায় পরিকল্পনাটি স্থগিত হয়ে গেছে।

সাময়িকী

'পরীক্ষাবিহীন' পড়াশোনা ও অভিভাবকদের আস্থাহীনতা

ওসমান শেফায়েত
কলামিস্ট

আবহমানকাল ধরে শিক্ষাব্যবস্থার নিয়ম ছিলপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষকেরা পাঠদান করবেন শিক্ষার্থীরা পড়বে, বুঝবে, ক্ষেত্রবিশেষে মুখস্থ করবে এবং নির্দিষ্ট সময় শেষে পরীক্ষা দেবে। উত্তরপত্রে তারা যা লিখবে, তা দিয়েই মূল্যায়িত হবে পরবর্তী ধাপে উত্তীর্ণ হওয়া বা না হওয়া। দেশের শিক্ষাব্যবস্থার এটাই দীর্ঘদিনের চিত্র। তবে নতুন শিক্ষাক্রমে তা পুরোপুরি পাল্টে যাচ্ছে। শিক্ষার্থীরা এখন প্রথমে কাজ করবে, বুঝবে, তারপর শিখবে। তাদের এসব কার্যক্রম দেখে মূল্যায়ন করবেন শিক্ষকেরা। থাকবে না কোনো পরীক্ষা। তবে এই পরীক্ষা না থাকা নিয়েই চরম ক্ষুব্ধ শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকেরা। 'পরীক্ষাবিহীন' পড়াশোনায় কোনো অভিভাবকই যেন আস্থা রাখতে পারছেন না। এমনকি শিক্ষকেরাও এ নিয়ে 'গ্যাঁড়াকলে'। স্বস্তি নেই তাঁদেরও।

চলতি বছর প্রথম, ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণিতে পড়াশোনা চলছে নতুন শিক্ষাক্রমে। এসব শ্রেণির শিক্ষার্থীদের অভিভাবকেরা বলছেন, তাঁদের সন্তানেরা স্কুলে যাচ্ছে আর আসছে। কিছুই পড়ছে না, লিখছে না। আগের মতো বাড়ির কাজ, প্রাইভেটটিউশনিও চাইছে না। শিক্ষার্থীরা স্কুলে যা শিখছে, বাড়িতে এসে যা করছে, তা কোনো 'পড়াশোনা নয়' বলে মনে করছেন অভিভাবকেরা। এ জন্য নতুন এ শিক্ষাক্রম বাতিলের দাবি জানাচ্ছেন তাঁরা। স্বস্তি নেই শিক্ষকদেরও। নতুন শিক্ষাক্রমে পাঠদান করছেন এমন শিক্ষকদের অভিযোগ, এ শিক্ষাক্রমের পাঠক্রম ও পাঠ্যবই সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে সাজানো। পাঠ্যক্রম অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের বাড়ির কাজ দেওয়ার কোনো সুযোগই থাকছে না। শিক্ষার্থীদের যেসব কাজ দেওয়া হচ্ছে, তা স্কুলেই শেষ হয়ে যাচ্ছে। বাসায় গিয়ে পড়ার বা বাড়ির কাজ করার কোনো প্রয়োজন নেই। অভিভাবকেরা প্রতিদিন এসে শিক্ষকদের কাছে এ নিয়ে অভিযোগ করছেন। শিশুরা কেন বাসায় পড়ছে না, বাড়ির কাজ কেন দেওয়া হচ্ছে না, তা নিয়ে অনেক সময় শিক্ষকদের সঙ্গে বাগবিতণ্ডায় জড়াচ্ছেন অভিভাবকেরা।

তবে আন্তশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় কমিটি, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর (মাউশি) এবং জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) কর্মকর্তারা অভিভাবক ও শিক্ষকদের অভিযোগ মানতে নারাজ। তাঁরা বলছেন, শিক্ষার্থীদের কাঁধ থেকে পরীক্ষা নামক অদৃশ্য বোঝা নামিয়ে হাতেকলমে শেখানোর প্রক্রিয়ায় প্রবেশ করতেই নতুন এ শিক্ষাক্রম। শিক্ষার্থীরা এ পদ্ধতিতে পড়াশোনা উপভোগ করছে। এখন অভিভাবকদের সচেতন হতে হবে। প্রশিক্ষণের ঘাটতি দূর হলে শিক্ষকদেরও 'সংশয়' দূর হবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা।

উদ্বিগ্ন অভিভাবকেরা মনে করেন, মূল্যায়নের সব নম্বর দেবেন শিক্ষকেরা। শিশুরা পড়বেও না, লিখবেও না। এমনকি তারা বাসায় ফিরে পড়ার টেবিলেও বসছে না। এ কাজসে কাজ নিয়ে ব্যস্ত। পড়ার কথা বললেই বলে, যা করছি, তা দেখে স্যাররা নম্বর দেবেন। এটা কেমন কথা? শিশুরা পড়বে না, লিখবে না, এ কেমন পদ্ধতি? একেবারে পরীক্ষা বাতিল করাটা মোটেও উচিত হয়নি। এটা বিবেচনা করতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে দাবি জানান তাঁরা। নতুন শিক্ষাক্রমে শিক্ষার্থী কোন বিষয়ে ভালো করছে, কোন বিষয়ে খারাপ করছে, তা জানার সুযোগ নেই অভিভাবকদের। এতে শিক্ষার্থীর শিক্ষাজীবন নিয়ে অভিভাবকদের অন্ধকারে রাখা হচ্ছে বলে মনে করেন তাঁরা। তাঁরা বলেন, 'অভিভাবক হিসেবে আমার সন্তানের মেধা কেমন, সেটা জানার আগ্রহ আমার অবশ্যই থাকবে। আমার মেয়ে কোন বিষয়ে ভালো করছে, কোন বিষয়ে সে দুর্বল, সেটা তো আমাকে জানতে হবে। কোন বিষয়ে তাকে আরও বেশি মনোযোগী হতে হবে, এগুলো জানার কোনো সুযোগ নতুন শিক্ষাক্রমে আছে বলে দেখছি না। এমন হলে তো সন্তানদের পড়াশোনা নিয়ে উদ্বেগ থাকাটাই স্বাভাবিক।

পরীক্ষা ছাড়া কীভাবে শিক্ষা চলতে পারে, তা বুঝে উঠতে পারছি না আমরা।' তাই অভিভাবকেরা 'পরীক্ষাবিহীন' নতুন শিক্ষাক্রম নিয়ে উদ্বিগ্ন। এ শিক্ষাক্রম বাতিল অথবা সংশোধন করে কিছু পরীক্ষা যোগ করার দাবি তাঁদের। তবে অভিভাবকেরা 'সচেতন নন' বলেই এমন উদ্বেগ প্রকাশ করছেন বলে মনে করেন শিক্ষাক্রমের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা। তাঁরা বলেন, এখানে (নতুন শিক্ষাক্রমে) পুরো শিক্ষাপ্রক্রিয়াটাই হাতেকলমে শেখানো। আগে শিক্ষাক্রম ছিল লোকাল ট্রেনের মতো। নতুন শিক্ষাক্রম হবে বিরতিহীন ট্রেন। বছর শেষে সামষ্টিক মূল্যায়ন করা হবে। এ প্রক্রিয়ায় ভালো ছাত্রছাত্রীরা যা শিখবে বা যেভাবে শিক্ষাটা পাবে, পেছনের সারির ছাত্রছাত্রীরাও সেভাবেই শিক্ষা পাবে। এতে মেধাভিত্তিক বৈষম্যের নিরসন হবে। তাঁরা নিশ্চয়তা দিচ্ছেন যে এই পদ্ধতি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য আলোকবর্তিকা হয়ে উঠবে।

জানা অজানা

ঠাকুরের যত মত তত পথ কথা কে দয়া করে কেউ বিকৃত করবেন না

অর্থ বুজতে না পারলে রামকৃষ্ণ মিশনের কোনো মহারাজের কাছ থেকে জেনে নিবেন

সুনীল কুমার দে

রামকৃষ্ণ দেব কোনো টিমটে ধরা চুল দাড়ি রাখা সাধু নন,রামকৃষ্ণ কোনো ব্যাস পিঠে বসে লেকচার দেওয়া কথা বাচক নন,রামকৃষ্ণ কোনো গেরুয়া ধারী চিতা ফোটা কেটে তিড়িং মিড়িং নাচ করা মহারাজ নন,রামকৃষ্ণ একজন মহা সাধক,একজন ঈশ্বরের অবতার শুধু অবতার নন,নর দেহ ধারী স্বয়ং ঈশ্বর ছিলেন।তিনি যা বলেছেন তা নিজে করে ও সাধনায় সিদ্ধি লাভ করে বলেছেন।আপনি আচরি ধর্ম অপরে শিখিয়েছেন।তিনি মা কালীর ভক্ত ছিলেন অর্থাৎ শাক্ত ছিলেন।তিনি মা কালী কে দর্শন করেছিলেন।মায়ের সাথে কথা বলতেন।নিজের হাতে মাকে খাওয়াতেন।তিনি ৬৪ প্রকারের তন্ত্র সাধনা করে সিদ্ধি লাভ করেছিলেন।তিনি রাম ও কৃষ্ণের সাধনা করে তাদের দর্শন লাভ করেছিলেন।তিনি নিরাকার বেদান্ত সাধনা করে নির্বিকল্প সমাধি লাভ করেছিলেন। তিনি হিন্দুদের সকল মত ও পথের সাধনা করে সকল দেব দেবীর দর্শন লাভ করেছিলেন।তিনি ইসলাম সাধনা করে আল্লার দেখা পেয়েছিলেন।তিনি খ্রিস্টান সাধনা করে যীশুর দেখা পেয়েছিলেন।অর্থাৎ আজ পর্য্যন্ত মানুষ যত রূপে ভগবান কে দেখেছে তিনি সব পথ ও মতে সাধনা করে ঈশ্বর কে অনুভব করেছিলেন ও সাক্ষাৎ করেছিলেন যা কোনো সাধারণ সাধক ও মানুষের দ্বারা সম্ভব নন তিনি ঈশ্বর ছিলেন তাই মানুষের ভ্রম ঘুচানোর জন্য এতো সাধনা করে ছিলেন।সাধনার শেষে তাই তিনি বলেছিলেন, যত মত তত পথ, অর্থাৎ এক রাম তার হাজার নাম।অনন্ত সাগরে যাওয়ার অনন্ত যে পথ।যেমন বিভিন্ন নদী বিভিন্ন পথে গিয়ে একই সাগরে পতিত হয় তেমনি সকল ধর্ম একই ঈশ্বরের কথা বলে,সবাই বিভিন্ন পথে ও মতে তার কাছে যাওয়ার সাধনা করছে কেবল পদ্ধতি আলাদা আলাদা।একই জল কে যেমন কেউ জল,কেউ পানী আবার কেউ ওয়াটার বলে তেমনি একই ঈশ্বরকে কেউ রাম,কেউ কৃষ্ণ,কেউ শিব,কেউ দুর্গা কেউ কালী কেউ আল্লাহ,কেউ যীশু আবার কত কি বলে।কলকাতায় আসতে হলে বিভিন্ন পথ দিয়ে আসতে পারা যায় তেমনি একই ঈশ্বরের কাছে বিভিন্ন পথ দিয়ে যাওয়া যেতে পারে।

ভাইয়েরা, খেলাটা বাইরে না খেলে মাঠে খেলুন

শেখ সাবিহা আলম

খেলাটা মাঠের ভেতরে হলে ভালো হয় না? বিশ্বকাপের জন্য উড়ানের আগেপরে দলের পারফরম্যান্স নিয়ে আলাপ নেই। আলাপের নমুনা ছিল, 'ভিডিও বার্তায় তামিম : আমি এই নোংরামির মধ্যে থাকতে চাইনি', 'তামিম টিমম্যান কি না, এই প্রশ্নও তুললেন সাকিব', 'প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত গড়ানো বিষয়ে আলোচনার প্রয়োজন ছিল না', তামিমকে নিয়ে মাশরাফি'।

বাংলাদেশের জাতীয় দল নিয়ে শুধু যে দেশি পত্রিকায় এসব আলোচনা চলেছে, এমন নয় ইএসপিএন লিখেছে, 'সাকিব ' তামিম চাইল্ডিশ, নট আ টিমম্যান' (তামিম শিশুসুলভ, টিমম্যান না)। অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস (এপি) লিখেছে, 'তামিম ইকবাল হিটস আউট অ্যাট বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড আফটার সেইং হি অপ্টেড আউট অব ওয়ার্ল্ড কাপ' (দল থেকে বাদ পড়েছেন জানিয়ে বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের প্রতি ঝাল ঝাড়লেন তামিম)। ভারতের সংবাদপত্র টাইমস অব ইন্ডিয়া পেয়েছিল পেসার হাসান মাহমুদকে। তাঁর কাছেও প্রশ্ন ছিল তামিম ইকবালের বাদ পড়া নিয়ে।

আগামী ৫ অক্টোবর শুরু হতে যাওয়া বিশ্বকাপের অন্য দল নিয়ে দেশিবিদেশি সংবাদমাধ্যমে এমন মুখরোচক (?) লেখা চোখে পড়ল না। হালকা একটা প্রতিবেদন আছে পাকিস্তান ক্রিকেট দলের খাবারের মেনু নিয়ে। আর ইএসপিএন ক্রিক ইনফোতে ভারতে চোটের জন্য বাঁহাতি স্পিনার অক্ষর প্যাটেল বাদ পড়েছেন, তাঁর জায়গায় অফ স্পিনার রবিচন্দ্রন অশ্বিন যুক্ত হয়েছেনএ খবর আছে। তবে ওতে আমাদের মতো এত মসলা নেই।

বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দল ও দলের খেলোয়াড়দের নিয়ে আলোচনা এবারই প্রথম নয় গত পাঁচ বছরের কথা ভাবুন। আমাদের জাতীয় দলের একসময়ের অধিনায়ক, তুমুল জনপ্রিয় মাশরাফি বিন মুর্তজা কথা নেই বার্তা নেই আওয়ামী লীগের টিকিটে নির্বাচন করে বসলেন। যে মানুষ এক সুতায় গোটা জাতিকে বাঁধতে পারতেন, তিনি আলোচনায় এলেন প্রশ্নবিদ্ধ নির্বাচনে অংশ নিয়ে।

পাঁচ বছর পর জাতীয় নির্বাচনে বাংলাদেশের মানুষ নিজের ভোটটা নিজে দিতে পারবেন কি না, তা নিয়ে সংশয়ে থাকেন। গরমকালে গরমের সবজি কেনেন ৭০ থেকে ৮০ টাকা দরে, মাছমাংসের দেখা পান না মাসের পর মাস, দুটো ডিম গোটা পরিবার ভাগ করে খান। তাঁদের কারও কারও জীবনে বিনোদনের একমাত্র অনুষঙ্গ এই ক্রিকেটই। তাঁদের ভালোবাসার সম্মানটা দিন। খেলাটা মাঠের বাইরে না খেলে অনুগ্রহ করে ভেতরে খেলুন, ভাইয়েরা। জাতীয় দলের বর্তমান অধিনায়ক সাকিব আল হাসান খেলার বাইরে হাজারটা কারণে আলোচনায় এসেছেন। '৪ প্রতিষ্ঠানের শেয়ার কারসাজির তদন্তে সাকিব আল হাসানের নাম'। কোম্পানির নামের ক্ষেত্রে ভুয়া বাবার নাম ব্যবহার, জুয়াড়ির সঙ্গে যোগাযোগের তথ্য গোপন করা, ২০১৯ বিশ্বকাপের আগে দলের অফিশিয়াল ফটোসেশনে অংশ না নেওয়াসহ কত জাতের খবর যে বেরিয়েছে তাঁকে নিয়ে। একপক্ষের মত, বাংলাদেশের জান, বাংলাদেশের প্রাণ, সাকিব আল হাসান। আরেক দল বলে, না, না। তা কী করে হয়! তিনি জাতির রোল মডেল। তাঁর এসব করা সাজে না। তর্কবিতর্কে পিছিয়ে ছিলেন না ক্রিকেটারদের পরিবারের লোকজনও। বছর দুয়েক আগে সাকিবের স্ত্রী উম্মে আহমেদ শিশির তাঁর ফেসবুকে লেখেন, 'আমরা ২০১৯ বিশ্বকাপ নিয়ে একটু কথা বলতে পারি। আমি অবাক হচ্ছি, আমরা ভারত, পাকিস্তান, ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডের মতো বড় দলগুলোর বিপক্ষে কেন জিততে পারিনি, যখন আমাদের গতির তারকারা এবং কথিত সেরা উদ্বোধনী জুটি ছিল! কী ভুল হয়েছিল ওই ম্যাচগুলোতে, কৌতূহলী মন জানতে চায়? তখন আমরা যদি সেই ভুলগুলো নিয়ে টক শোতে আলোচনা করতাম, তাহলে আজ আমাদের এই ব্যর্থতা দেখতে হতো না।' ওই বিশ্বকাপে অধিনায়ক ছিলেন মাশরাফি। এরপরই কারও নাম উল্লেখ না করে স্ট্যাটাস নিয়ে হাজির হন মাশরাফির ভাই মুরসালিন বিন মুর্তজা। তিনি লেখেন, 'আমি একটা বিষয় নিয়ে কথা বলার আগে আমাকে জানতে হবে যে সেই বিষয় নিয়ে কথা বলার মতো জ্ঞান আমার আছে কি না। হাত ঠেলার অভ্যাস সবারই থাকে, কিন্তু নিজের জ্ঞানের পরিসীমা বুঝে কথা বলার অভ্যাস সবার থাকে না।'

পাঠকের চিঠি

স্ট্যাম্প পেপার কালোবাজারি বন্ধ হোক

স্ট্যাম্প পেপার ও কোর্ট ফি কোথায় প্রয়োজন হয় না ? বর্তমান সময়ে নন - জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প পেপার ও কোর্ট ফি বিভিন্ন কাজে প্রয়োজন হয়ে থাকে । বিশেষ করে জমি রেজিস্ট্রি করার জন্য জমির দলিল লিখতে দশ, কুড়ি, পঞ্চাশ, একশো টাকার ননজুডিশিয়াল স্ট্যাম্প পেপার প্রয়োজন হয় পাশাপাশি জমির রেকর্ড বা পরচা করাতেও কোর্ট ফিএর প্রয়োজন হয় । তাছাড়াও বিভিন্ন সরকারি কার্যালয়ে আরটিআই অ্যাক্ট ২০০৫ মাধ্যমে তথ্য পেতে আবেদনপত্রে দশ টাকার কোর্ট ফি প্রয়োজন হয় । এমতাবস্থায় স্ট্যাম্প - ভেন্ডারদের কালোবাজারি দিনকে দিন বেড়েই চলেছে । বীরভূমের লাভপুর, সিউড়ি, নানুর রেজিস্ট্রি অফিস চত্বরে ও জেলার আদালত চত্বরে ভেন্ডারদের কাছ থেকে দশ টাকার স্ট্যাম্প পেপার ত্রিশ কিম্বা চল্লিশ টাকায় কিনতে হচ্ছে । লাভপুরে দশ টাকার কোর্ট ফি পনেরো টাকায় বিক্রি হচ্ছে । ভেন্ডারদের বক্তব্য তাদের যাতায়াত খরচ বেড়েছে তাছাড়া দশ টাকার স্ট্যাম্প পেপার পাওয়া খুব দুরূহ । এসব স্ট্যাম্প পেপার বিক্রির জন্য ভেন্ডাররা নিশ্চয় কমিশন পেয়ে থাকেন ? তা সত্ত্বেও ন্যায্য মূল্যের থেকেও বেশি দামে জনসাধারণ তা কিনতে বাধ্য হচ্ছেন । ভেন্ডারদের কালোবাজারির ধারাবাহিকতা দমন করতে স্ট্যাম্প পেপার ও কোর্ট ফিএর ব্যবহার ডিজিটাল করা হোক । কিছু ক্ষেত্রে স্ট্যাম্প পেপার ও কোর্ট ফিএর ব্যবহার তুলে দিয়ে ডিজিটাল পেমেন্টের ব্যবস্থা করা হোক । তবেই স্ট্যাম্প পেপার বিক্রির দুর্নীতি বন্ধ হবে ।

– মুন্সি দরুদ, কাজীপাড়া, বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক : রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌন্দী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক : আদিত্য কুমার চ্যাটার্জ্জী* ফোন : ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফৈক্স : ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

সমাজসেবার পথে এগোচ্ছেন চার রাজ্যের জনপ্রিয় লোকশিল্পী বাদল পাল

বোকারো জেলার বিজুলিয়ায় হাসপাতাল খুলছে, বিনামূল্যে খাবার পাবে গরিব রোগী

অনিশা গোরাই

জামশেদপুর ঃ নিঃস্বার্থভাবে মানবজাতির সেবা করার পরম পিতার সেবা করার সমতুল্য। মানবজাতির সোনা কেবল দানের উত্তাপে জ্বলে। মানবসমাজের অগ্রগতির ভিত্তি জনহিতৈষী। তাই প্রতিটি মানুষের উচিত কোনো স্বার্থপরতা ছাড়াই দান করা। এই অনুভূতির কথা মাথায় রেখে পশ্চিমবঙ্গ, ঝাড়খণ্ড, আসাম এবং ওড়িশা, চারটি রাজ্যের জনপ্রিয় লোকশিল্পী বাদল পাল ঝাড়খণ্ডের বোকারো জেলার বিজুলিয়ায় 'জিটি হাসপাতাল ও গবেষণা কেন্দ্র' খুলছেন। এই হাসপাতালে সব রোগের চমৎকার চিকিৎসা, ডেলিভারি সুবিধা, সব বিভাগের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক, অপারেশন থিয়েটার, আইসিইউ সুবিধা, এসি কেবিন, ২৪ ঘন্টা ওষুধ পাওয়া, ২৪ ঘণ্টা অ্যাম্বুলেন্স সুবিধা, এক্সরে সুবিধা, সমস্ত পরীক্ষার সুবিধা রয়েছে। প্রযুক্তিগত ব্যবস্থা পাওয়া যাবে। হাসপাতালের ১০ কিলোমিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে রোগীদের বিনামূল্যে অ্যাম্বুলেন্স সুবিধা দেওয়া হবে। দরিদ্র রোগীদের বিনামূল্যে পুষ্টিকর খাবার দেওয়ার পাশাপাশি অন্যান্য সুযোগসুবিধাও দেওয়া হবে।

জেবিকেএসএস কেন্দ্রীয় সভাপতি টাইগার জয়রাম মাহাতো ১০ অক্টোবর হাসপাতালের উদ্বোধন করবেন

১০ অক্টোবর জমকালো উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে, ঝাড়খণ্ডের জনপ্রিয় নেতা এবং ঝাড়খণ্ডী যুবকদের প্রিয় ঝাড়খণ্ডী ভাষা খাতিয়ানি সংগ্রাম সমিতির কেন্দ্রীয় সভাপতি টাইগার জয়রাম মাহাতোর হাত দিয়ে হাসপাতালের উদ্বোধন করা হবে। এ প্রসঙ্গে বাদল পাল বলেন, আমাদের সকলকে মানবতার সেবায় উদ্যোগী হতে হবে কারণ মানব সেবার চেয়ে বড় কোনো সেবা হতে পারে না। বর্তমান সময়ে অনেক জায়গায় দেখা যায় যে, মানুষ মানুষের সেবা না করে মানুষের সাথে খারাপ ব্যবহার করে, যার ফলে সমাজে নানা ধরনের সমস্যা দেখা দেয় এবং সমাজে এর বিরূপ প্রভাব পড়ে। আমাদের সকলের উচিত মানবতার সেবাকে প্রকৃত সেবা মনে করা। বাদল পাল বলেন, মানবসেবা করলে আমরা পুণ্য লাভ করি এবং জীবনে আমাদের কর্মক্ষেত্রে এগিয়ে যাই, আমরা অনেক বন্ধুও তৈরি করি, আমরা কোনো কঠিন পরিস্থিতিতে পড়লে মানুষ আমাদের সাহায্য করতে এগিয়ে আসে। মানবতার সেবা করতে হলে মানুষকে পরস্পরের সাথে ভালো ব্যবহার করতে হবে, সর্বদা সত্য কথা বলতে হবে এবং অহিংসার পথে চলতে হবে, অন্যের সাথে মিষ্টি কথা বলতে হবে এবং গরিবদুঃখী মানুষকে সাহায্য করতে হবে, এটাই প্রকৃত সেবা। মানবতার সেবার জন্য হাসপাতালটি নির্মাণ করা হয়েছে।

কংগ্রেসের চরে চরে যাত্রাকে সিনেমায় গেস্ট এপিয়ারেন্স অভিনেতার সঙ্গে তুলনা করে ফের একবার প্রতিক্রিয়া প্রকাশ মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

বিজেপি প্রতিজন ব্যক্তির হৃদয়ে হৃদয়ে অন্তরে অন্তরে থাকবে

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ভূপেন বরা যেদিন থেকে ১৪ দিনের জন্য চরে চরে যাত্রা করার কথা উল্লেখ করেছেন সেদিন থেকেই এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করে রাজ্যের রাজনীতি সক্রিয় হয়ে উঠেছে। মূলত কংগ্রেসের চরে চরে যাত্রাকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত রাজ্যের রাজনীতি। এই সংক্রান্তে প্রতিক্রিয় প্রকাশ করে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ইতিমধ্যে বলেছিলেন বিজেপি সাধারণ জনতার মনে মনে অন্তরে অন্তরে রয়েছে। কংগ্রেসের বাগানে বাগানে চাঙ্গে চাঙ্গে চরে চরে যাত্রাকে অদ্ভুত কার্যসূচি বলেও আখ্যা দিয়েছিলেন তিনি। ফের বিষয়টিকে নিয়ে মন্তব্য করেছেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন কংগ্রেসের চরে চরে যাত্রাকে সিনেমায় গেস্ট এপিয়ারেন্স অভিনেতার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। অর্থাৎ একজন অভিনেতা একটি ছবিতে কিছু সময়ের জন্য অভিনয় করে চলে যায়। কিন্তু বিজেপির ভূমিকা দীর্ঘ মেয়াদী। বিজেপি প্রতিজন ব্যক্তির হৃদয়ে হৃদয়ে অন্তরে অন্তরে থাকবে। এটাই দলটির মূল মন্ত্র। কংগ্রেস চরে চরে কেন যেখানে যাওয়ার সেখানে যাক বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন তিনি। শুক্রবার সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন কারো বাড়িতে অতিথি গেলে কিংবা সিনেমাতে দুই মিনিটের জন্য গেস্ট এপিয়ারেন্স অভিনেতা এসে চলে যায়। কিন্তু বিজেপি সাধারণ জনতার জন্য কাজ করছে। ফলে দলটি সাধারণ মানুষের মনে মনে রয়েছে। বিজেপির স্লোগান হৃদয়ে হৃদয়ে অন্তরে অন্তরে বলে উল্লেখ করেন তিনি।

প্রসঙ্গত এই বিষয়ে গতকাল অর্থাৎ বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেছিলেন হঠাৎ করে কংগ্রেস অদ্ভুত ধরনের কার্যসূচি হাতে নিচ্ছে। দলটির বাগানে বাগানে চাঙ্গে চাঙ্গে চরে চরে যাত্রাকে অদ্ভুত কার্যসূচি বলে আখ্যা দিয়ে তিনি এটাও বলেছিলেন যে এবার কংগ্রেস গাছে গাছে যাত্রা করবে। তবে বিজেপি সাধারণ জনতার অন্তরে অন্তরে থাকবে। সাধারণ মানুষের মনে মনে শুধুমাত্র বিজেপি স্থান নেবে বলে মতামত ব্যক্ত করেছিলেন তিনি।

মহানগরের অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির মুখ্য কার্যালয়ে আযো়জিত সাংবাদিক বৈঠকে দলটির কার্যকরী সভাপতি তথা বিধায়ক কমলাক্ষ্য দে পুরকায়স্থ বলেন সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছাতে বাগানে বাগানে চাঙ্গে চাঙ্গে চরে চরে যেতে হবেই। মানুষের বাড়ি বাড়ি যেতে হবে। এসিতে বসে থাকলে হবে না বলে স্পষ্ট করে দিয়েছেন তিনি। এর প্রতিক্রিয়ায় মন্ত্রী পীযূষ হাজারিকা বলেন গত সাত বছর ধরে একটিও নির্বাচনে জয়লাভ করেনি কংগ্রেস। অথচ বিজেপি তাদের মিত্র দলের সঙ্গে প্রতিটি নির্বাচনে জয়লাভ করছে। এর কারণ বিজেপি দেওয়া প্রতিশ্রুতি পূরণ করার ক্ষেত্রে পদক্ষেপ নিয়েছে। পরবর্তীকালেও একইভাবে সাধারণ জনতা বিজেপির কাছে এসে দাঁড়াবেন। আগামী ১৫-২০ বছর পর্যন্ত কংগ্রেস নির্বাচনে জয়লাভ করতে পারব না বলে দৃঢ় সুরে ঘোষনা করেছেন মন্ত্রী পীযূষ হাজারিকা।

অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ভূপেন বরা ১৪ দিনের চরে চরে যাত্রার বিষয়টি ঘোষণা করার পর থেকেই বিজেপির মন্ত্রী বিধায়করা এক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছেন। এক এক করে মন্ত্রী পীযূষ হাজারিকা, মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বড়ুয়া, বিধায়ক মানব ডেকা, বিধায়ক প্রশান্ত ফুকন প্রমুখ বিজেপি নেতারা এক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছেন। তবে শুধুমাত্র প্রতিক্রিয়া প্রকাশ নয় বরং হাস্য কৌতুহলের মাধ্যমে অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি এবং সভাপতি ভূপেন বরার কঠোর ভাষায় সমালোচনা করেছেন বিজেপির মন্ত্রী বিধায়করা। এবার এই বিষয়ে ফের শুক্রবার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

এপিএসসির দুর্নীতি কেলেঙ্কারি সংক্রান্তে এসআইটি গঠনের নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

একজন আইপিএস অফিসারের নেতৃত্বে এসআইটি গঠনের তৎপরতা ডিজিপি জিপি সিংহের

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ আদালতের কড়া প্রতিক্রিয়ার পর অবশেষে এপিএসসির দুর্নীতি কেলেঙ্কারি সংক্রান্তে এসআইটি গঠনের নির্দেশ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। এক্ষেত্রে ডিজিপি জিপি সিংহকে নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পরেই এক্ষেত্রে সঙ্গে সঙ্গে তৎপর হয়ে ওঠেন ডিজিপি। তৎকালীনভাবে একজন আইপিএস পুলিশ অফিসারের নেতৃত্বে এসআইটি অর্থাৎ স্পেশাল টাস্ক ফোর্স গঠন করে দিয়েছেন জিপি সিংহ। আগামী ছয় মাসের মধ্যে এসআইটিকে প্রতিবেদন দাখিল করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গত এপিএসসির দুর্নীতি কেলেঙ্কারি সংক্রান্তে সরকারের উপরে ক্ষুন্ন হয়ে রয়েছে আদালত। এই ব্যাপক কেলেঙ্কারি তথা দুর্নীতিতে একাংশ ব্যক্তি রেহাই পাওয়ার ফলেই আদালত ক্ষোভ প্রকাশ করেছে। বিশেষ করে বিচার বিভাগীয় কমিটির মাধ্যমে দোষী সাব্যস্ত না হওয়ার ফলে ক্ষোভ রয়েছে আদালতের। এই কেলেঙ্কারি এবং দুর্নীতির মামলায় একাংশকে কেন তদন্তের আওতায় আনা হয়নি সেক্ষেত্রে প্রশ্ন উত্থাপন করেছে আদালত। অবশেষে গুয়াহাটি হাইকোর্টের নির্দেশ অনুসারে আগামী ছয় মাসের মধ্যে এসআইটিকে প্রতিবেদন দাখিল করতে বলা হয়েছে।

এই বিষয়ে আদালতের ক্ষোভ প্রকাশ এবং ক্ষুন্ন হওয়ার ঘটনায় তৎপরতা শুরু করেছে রাজ্য সরকার। বিশেষ করে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এপিএসসির দুর্নীতি কেলেঙ্কারি সংক্রান্তে এসআইটি গঠনের নির্দেশ দিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের

পরেই টনক নড়ে ডিজিপি জিপি সিংহের। তিনিও এক্ষেত্রে তৎপর হয়ে সঙ্গে সঙ্গেই একজন আইপিএস পুলিশ অফিসারের নেতৃত্বে স্পেশাল টাস্ক ফোর্স গঠন করে দিয়ে আগামী ছয় মাসের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিল করার কড়া নির্দেশ দিয়েছেন।

বেলতলা কলেজ এবং বেলতলা কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয়ের মোট ৭২ জন ছাত্রী সাইবার অপরাধীর কবলে

ছাত্রীদের ফটো এডিট করে অশ্লীল ছবির সঙ্গে জুড়ে দিয়ে ব্ল্যাকমেলের প্রচেষ্টা, ছাত্রীদের থানায় এজাহার

গুয়াহাটি (সব্যসাচী শর্মা) ঃ সাইবার অপরাধীদের খপ্পরে পড়ে বহু ব্যক্তি ইতিমধ্যে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ টাকা হারিয়ে দিশাহারা হয়ে পড়েছেন। সাধারণ মানুষের ব্যাংকে জমা থাকা হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ টাকা অনায়াসেই লুটে নিয়ে যাচ্ছে সাইবার অপরাধীরা। তবে এবার সাইবার সাইবার অপরাধীদের লক্ষ্য কলেজের ছাত্রী। এমনই ঘটনা সংঘটিত হয়েছে গুয়াহাটি মহানগরে। এবার সাইবার অপরাধীদের কবলে পড়েছে বেলতলা কলেজ এবং বেলতলা কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয়ের মোট ৭২ জন ছাত্রী। এই দুটি শিক্ষানুষ্ঠানের ছাত্রীদের ফটো এডিট করে অশ্লীল ছবির সঙ্গে জুড়ে দিয়ে ব্ল্যাকমেলের প্রচেষ্টা করছে সাইবার অপরাধীরা। অবশেষে নিরুপায় হয়ে বৈশিষ্ট থানায় এজাহান দাখিল করেছে ছাত্রীরা।

প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে সাইবার অপরাধীরা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ থেকে ছাত্রীদের ডিপি হিসেবে থাকা ফটো সংগ্রহ করে সেটা এডিট করে অশ্লীল ফটোর সঙ্গে জুড়ে দিচ্ছে। গত ২৩ সেপ্টেম্বর থেকে বেলতলা কলেজ এবং বেলতলা কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয় এই শিক্ষানুষ্ঠান দুটির ছাত্রীদের সঙ্গে সৃষ্টি হয়েছে এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি। সাইবার অপরাধীরা অত্যন্ত কৌশলগত ভাবে একজন ছাত্রীকে কোনো একটি অজানা লিংক পাঠিয়েছিল। সেই ছাত্রী লিংকটি খোলার সঙ্গে সঙ্গে সেই ছাত্রীর হোয়াটসঅ্যাপ হ্যাক করে দেওয়া হয়। এরপর সেই ছাত্রীর নম্বর সংযুক্ত থাকা মহাবিদ্যালয়ের ইংলিশ বিষয়ের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপটি সম্পূর্ণভাবে হ্যাক করে প্রত্যেক ছাত্রী এবং কলেজের অধ্যাপিকাদের ফটো সংগ্রহ করে নেয় সাইবার অপরাধীরা।শুধুমাত্র হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ থেকে নয় বরং ছাত্রীদের ইনস্টাগ্রাম একাউন্ট হ্যাক করে ডিপি হিসেবে থাকা ফটো সাইবার অপরাধীরা সংগ্রহ করছে। ছাত্রীদের ফটোগুলো অশ্লীল রূপ দিয়ে সাইবার অপরাধীরা রাত দুটো পর্যন্ত তাদের অনবরত মেসেজ পাঠাচ্ছে কল করছে। বিষয়টিকে কেন্দ্র করে শিক্ষানুষ্ঠান দুটির ছাত্র ছাত্রী উভয়পক্ষ আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে।

এদিকে বেলতলা কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয় এর অধ্যক্ষ গোপেশ ডেকার বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে। তিনি এই বিষয়টিকে গুরুত্ব না দেওয়ার অভিযোগ উত্থাপন করেছে ভুক্তভোগী ছাত্রী এবং ছাত্ররা। অবশেষে এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করে উত্তাল প্রতিবাদ গড়ে তোলার ফলে একাংশ ছাত্রের প্রবেশ নিষিদ্ধ করে দেন কলেজের অধ্যক্ষ। কলেজের অধ্যক্ষের জন্যই বিচার থেকে বঞ্চিত হয়ে রয়েছে বলে ছাত্রীরা ক্ষোভ ব্যক্ত করে অভিযোগ জানিয়েছে। একমাত্র অধ্যক্ষের দায়সারা কর্মকাণ্ডের ফলে অপরাধী চক্র সক্রিয় হয়ে উঠেছে বলে ছাত্রীরা গুরুতর অভিযোগ উত্থাপন করেছে। প্রতিদিন তাদের সম্মানহানি হচ্ছে বলে ছাত্রীরা ব্যাপক উত্তাল পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। ছাত্রীদের প্রতিবাদের জেরে উত্তাল হয়ে ওঠে মহাবিদ্যালয়ের পরিবেশ অবশেষে সাইবার অপরাধীদের বিরুদ্ধে বশিষ্ঠ থানায় এজাহার দাখিলের পাশাপাশি ক্রাইম ব্রাঞ্চের শরণাপন্ন হয়েছে বেলতলা কলেজ এবং বেলতলা কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয় নামের দুটি শিক্ষানুষ্ঠানের ছাত্রীরা।

ট্রেন যাত্রার অভিজ্ঞতা আরও উন্নত করতে এলএইচবি কোচ সহ গুয়াহাটি বিকানের এক্সপ্রেস ট্রেনের চলাচল শুরু

অসমে শুরু নতুন রূপে মিতব্যয়ী পরিবহন ব্যবস্থা মন্তব্য মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্যের

মালিগাঁও (সব্যসাচী দে) ঃ যাত্রীদের জন্য সুরক্ষা ও স্বাচ্ছন্দ্য আরও বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে ট্রেন নং. ১৫৬৩৪/১৫৬৩৩ (গুয়াহাটি-বিকানের-গুয়াহাটি) সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস ট্রেনটির কোচগুলি আধুনিক এলএইচবি (লিংকে হফমেন বুশ) কোচে রূপান্তর করা হয়েছে, যা অত্যাধুনিক বৈশিষ্টের সাথে সজ্জিত। অসম সরকারের পরিবহণ, আবগারী ও মৎস্য পালন মন্ত্রী শ্রী পরিমল শুক্লবৈদ্য ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে গুয়াহাটি রেলওয়ে স্টেশন থেকে পতাকা নাড়িয়ে এলএইচবি রেকের এই ট্রেনটির যাত্রার সূচনা করেন। এই অনুষ্ঠানে মুখ্য কার্যালয় ও ডিভিশন থেকে বরিষ্ঠ রেলওয়ে আধিকারিকরা এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। নতুন করে রূপান্তরিত এলএইচবি ট্রেন নং. ১৫৬৩৪ (গুয়াহাটি-বিকানের জং.) এক্সপ্রেসটি গুয়াহাটি থেকে প্রত্যেক শনিবারে ১০.৪০ ঘণ্টায় রওনা দিবে এবং ট্রেন নং. ১৫৬৩৩ (বিকানের জং.-গুয়াহাটি) এক্সপ্রেসটি ০৪ অক্টোবর, ২০২৩ তারিখ থেকে বিকানের জং. থেকে প্রত্যেক বুধবারে ১০.৪০ ঘণ্টায় রওনা দিবে। ট্রেনটি ৪৩ ঘণ্টায় ২৩২৮ কিমি দূরত্ব অতিক্রম করবে। যাত্রা পথে ট্রেনটি কামাখ্যা, নিউ বঙাইগাঁও জং., নিউ আলিপুরদুয়ার জং., নিউ জলপাইগুড়ি জং., কাটিহার জং., মোকামা, কানপুর সেন্ট্রাল, আগ্রা ফোর্ট, জয়পুর জং., দেগানা জং., মিরতা রোড হয়ে চলাচল করবে। ট্রেনটিতে ১টি এসি ২ টিয়ার, ৫টি এসি ৩ টিয়ার, ১২টি স্লিপার, ১টি সেকেন্ড ক্লাস ও ১টি প্যান্ট্রি কারের পাশাপাশি ২টি পাওয়ার কার সহ ২২টি এলএইচবি ডিজাইনের কোচ থাকবে। এখানে এটি উল্লেখ করা যেতে পারে যে, সুরক্ষার দিক থেকে দেখতে গেলে ঝামেলামুক্ত ভ্রমণের জন্য যাত্রীদের সুযোগসুবিধা বৃদ্ধি সহ এলএইচবি কোচগুলি আরও প্রশস্ত ও আরামদায়ক হওয়ার সুবিধা রয়েছে। হাইড্রোলিক শক অ্যাবজর্বার ও উন্নত সাসপেনশন সিস্টেম থাকা এলএইচবি কোচগুলি প্রচলিত রেকগুলির তুলনায় যাত্রীদের জন্য উন্নতমানের রাইডিং অভিজ্ঞতা ও আরাম নিশ্চিত করে। প্রত্যেকটি কোচে মডিউলার ইংটারিওর রয়েছে, যা সিলিং ও লাগেজ রেক এবং প্রশস্ত জানালার আলোর ব্যবস্থাকে একীভূত করে। প্রত্যেকটি এলএইচবি কোচে কন্ট্রোল ডিসচার্জ বাথরুম সিস্টেম ও বায়ো টয়লেট রয়েছে, আইসিএফ কোচের তুলনায় যা পরিবেশ অনুকূল।উত্তর পূর্বাঞ্চলের জনগণকে নিরাপদ, দ্রুত ও অধিক আরামদায়ক ভ্রমণ অভিজ্ঞতা প্রদানের লক্ষ্যে ভারতীয় রেলওয়ে ক্রমাগত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, এবং এই ক্ষেত্রে গুয়াহাটি-বিকানের-গুয়াহাটি এক্সপ্রেসের আধুনিক এলএইচবি রেকে রূপান্তর করাটা একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

পুরসভা অধিবাসন শুরু হতেই বিজেপি তৃণমূল কাউন্সিলরদের মারামারি

কলকাতা ঃপুরসভা অধিবাসন শুরু হতেই বিজেপি তৃণমূল কাউন্সিলরদের মারামারি । মালা রায়ের মন্তব্যের পরেই দুমদুমার কলকাতা পুরসভা বিরোধীদের কোন প্রশ্ন নেই। এই মন্তব্যের পরে শুরু হয় উত্তেজনা ধস্তাধস্তি থামাতে আসনে নামতে হয় মেয়রকে

৫১ পিস সোনার বিস্কুট সহ ২ জনকে গ্রেপ্তার করল কেন্দ্রীয় রাজস্ব গোয়েন্দা দপ্তর

শিলিগুড়ি ঃ ৫১ পিস সোনার বিস্কুট সহ ২ জনকে গ্রেপ্তার করল কেন্দ্রীয় রাজস্ব গোয়েন্দা দপ্তর।গতকাল সন্ধ্যায় গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে পানিকৌড়ি টোল প্লাজা এলাকায় দুজনকে আটক করে DRI।তাদের শিলিগুড়ির DRI অফিসে নিয়ে এসে তল্লাশি চালালে কোমড় থেকে উদ্ধার হয় ৫১ পিস সোনার বিস্কুট ও ২,৫০০ US Dollar, যার ইন্ডিয়ান কারেন্সিতে ২ লক্ষ ৯ হাজার ৭৫০ টাকা।বাজেয়াপ্ত করা সোনার আনুমানিক বাজারমূল্য আনুমানিক ৬০ লক্ষ টাকা।ধৃত দুজনের নাম রকি বর্মন,কাঞ্চন ভট্টাচার্য।দুজনের বাড়ি আসানসোল। জানা যায়,সোনাগুলি ভুটান থেকে নিয়ে আসা হয়েছিল।শিলিগুড়িতে সোনাগুলি হস্তান্তরিত করার কথা ছিল।ধৃতদের শনিবার আদালতে পাঠানো হলে তাদের জামিন মঞ্জুর করে শিলিগুড়ি আদালত।

শিলিগুড়ি সেবক রোডের একটি বেসরকারি হোটেলে অনুষ্ঠানটি হয় সেখানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নিতীশ প্রামাণিক

শিলিগুড়ি ঃ শিলিগুড়ি সেবক রোডের একটি বেসরকারি হোটেলে অনুষ্ঠানটি হয় সেখানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নিতীশ প্রামাণিক সাংসদ দার্জিলিং জেলা রাজুবিস্ট শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ দার্জিলিং জেলার জেলাশাসক প্রীতি গোয়েল এসএসবির আইজি সহ যারা লোনের জন্য এপ্লাই করেছে পিএম বিশ্বকর্মা প্রকল্পের গরিব মানুষরা অংশগ্রহণ করেন উত্তর দিনাজপুর জেলা থেকে শুরু করে একাধিক জেলার গরিব মানুষরা এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। সেবক রোডের একটি বেসরকারি হোটেলে অনুষ্ঠানটি হয় সেখানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নিতীশ প্রামাণিক সাংসদ দার্জিলিং জেলা রাজুবিস্ট শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ দার্জিলিং জেলার জেলাশাসক প্রীতি গোয়েল এসএসবির আইজি সহ যারা লোনের জন্য এপ্লাই করেছে পিএম বিশ্বকর্মা প্রকল্পের গরিব মানুষরা অংশগ্রহণ করেন উত্তর দিনাজপুর জেলা থেকে শুরু করে একাধিক জেলার গরিব মানুষরা এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে।

একইদিনে এসওজি এবং প্রধাননগর থানার যৌথ অভিযানে ৩০ কোটি টাকার ব্রাউন সুগার উদ্ধার।ঘটনায় গ্রেফতার ৬ জন

শিলিগুড়ি –একইদিনে এসওজি এবং প্রধাননগর থানার যৌথ অভিযানে ৩০ কোটি টাকার ব্রাউন সুগার উদ্ধার।ঘটনায় গ্রেফতার ৬ জন।ধৃতদের নাম পরিমল রায়, বাবর আলী, গফর আলী, সলীম শেখ, তাজিবুর রহমান এবং করীবুল ইসলাম।বাবর, গফর, সলীম, করীবুল এবং তাজিবুর মুর্শিদাবাদ এবং পরিমল নকশালবাড়ির বাসিন্দা।

শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের উদ্যোগে ও নিউ জলপাইগুড়ি থানার পরিচালনায় সাহুডাঙ্গিতে কমিশনার্স কাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হল

জলপাইগুড়ি ঃ শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের উদ্যোগে ও নিউ জলপাইগুড়ি থানার পরিচালনায় সাহুডাঙ্গিতে কমিশনার্স কাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হল।পুলিশ ও সাধারণ মানুষের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে তুলতেই সাহুডাঙ্গির পাঘালুপাড়ার মাঠে এই ফুটবল খেলার আয়োজন করা হয়েছে।নিউ জলপাইগুড়ি থানার অন্তর্গত আটটি দল এই খেলায় অংশগ্রহণ করে।এদিনের টুর্নামেন্টে উপস্থিত ছিলেন রাজগঞ্জের বিধায়ক খগেশ্বর রায়, নিউ জলপাইগুড়ি থানার ওসি পার্থসারথী দাস, আমবাড়ি ফাঁড়ির ওসি সন্দীপ দত্ত, মিলনপল্লী ফাঁড়ির হিরুকান্ত সরকার সহ অন্যান্যরা।

মাটির উনুন ভাঙা নিয়ে বচসাকে কেন্দ্র করে ষাটোর্ধ বৃদ্ধ বাবাকে মেরে রক্তাত জখম অবস্থায় ফেলে পালালো মদ্যপ ছেলে

উত্তর দিনাজপুর ঃ মাটির উনুন ভাঙা নিয়ে বচসাকে কেন্দ্র করে ষাটোর্ধ বৃদ্ধ বাবাকে মেরে রক্তাত জখম অবস্থায় ফেলে পালালো মদ্যপ ছেলে। শনিবার রাতে এমনই অমানবিক ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ালো রায়গঞ্জ শহর লাগোয়া নোয়াপাড়া এলাকায়। রক্তস্নাত অবস্থায় নিজের ঘরে পড়ে থাকলো বৃদ্ধ বাবা। সব কিছু জেনে দেখেও স্থানীয় বাসিন্দারা কেউ এগিয়ে এলেননা প্রতিবাদ করতে অথবা রক্তাত বৃদ্ধকে চিকিৎসা করানোর ব্যবস্থা করতে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌছায় সাংবাদিকরা। তাদের কাছ থেকে খবর পেয়ে ঘটনা স্থলে এসে পৌছায় রায়গঞ্জ থানার পুলিশ, তারাই রক্তাক্ত জখম বৃদ্ধকে উদ্ধার করে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজে নিয়ে যায়।স্থানীয় সুত্রে জানা গেছে আহত বৃদ্ধের নাম বিষ্ণু সরকার এবং অভিযুক্ত ছেলের নাম বিশ্বনাথ সরকার। তাদের বাড়ি রায়গঞ্জের বড়ুয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের নোয়াপাড়া এলাকায়। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন প্রায় প্রতিদিন রাতে মদ্যপ অবস্থায় বাড়ি ফিরে বিভিন্ন অজুহাতে বৃদ্ধ বাবাকে মারধোর করে ছেলে। এদিন মাটির উনান ভেঙে ফেলা নিয়ে বচসায় বাবাকে একটি ছুছালো গাছের ডালের টুকরো দিয়ে দিয়ে মেরে মাথা ফাটিয়ে দেয় তার ছেলে। পরে রক্তাত বাবাকে মাটিয়ে লুটিয়ে পড়তে দেখে গা ঢাকা দেয় ছেলে।ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে রায়গঞ্জ থানার পুলিশ।কিন্তু প্রশ্ন উঠছে কিভাবে সভ্য সমাজে এমন ঘটনা ঘটতে পারে। আর কেনই বা বিভিন্ন অছিলায় বৃদ্ধকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসলেন না কেউ? রায়গঞ্জ শহর লাগোয়া এলাকার এমন অমানবিক ঘটনায় অনেক প্রশ্ন উঠছে।

গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে শিলিগুড়ি নিউ জলপাইগুড়ি থানার অন্তর্গত ভোলা মরে এলাকা থেকে বিপুল পরিমাণ গাঁজা, উদ্ধার করল নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ

শিলিগুড়ি গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে শিলিগুড়ি নিউ জলপাইগুড়ি থানার অন্তর্গত ভোলা মরে এলাকা থেকে বিপুল পরিমাণ গাঁজা, উদ্ধার করল নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ। ঘটনায় একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃত ব্যক্তির নাম মান্তু সরকার, শিলিগুড়ি সূর্যসেন কলোনির বাসিন্দা। তার কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে ১০ প্যাকেট গাজা। যার ওজন হল ১১১.৪০০ কেজি। পুলিশ সূত্রে খবর গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে গতকাল গভীর রাতে ওই এলাকায় অভিযান চালিয়ে একটি চার চাকার গাড়ি দাঁড় করায় পুলিশ। সেখান থেকেই সে গাজা গুলি উদ্ধার করা হয়। গাড়িটিকেও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ধৃতকে রবিবার জলপাইগুড়ি আদালতে পাঠানো হবে।

গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে শিলিগুড়ির বর্ধমান রোড সংলগ্ন এলাকা থেকে অবৈধ সাল কাঠ সহ একজনকে গ্রেপ্তার করল ডাবগ্রাম রেঞ্জের বনকর্মীরা

শিলিগুড়ি গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে শিলিগুড়ির বর্ধমান রোড সংলগ্ন এলাকা থেকে অবৈধ সাল কাঠ সহ একজনকে গ্রেপ্তার করল ডাবগ্রাম রেঞ্জের বনকর্মীরা। ধৃত ব্যক্তির নাম আশীত দত্ত, শিলিগুড়ির উদয়নগরের বাসিন্দা। জানা যায়, গতকাল রাতে সালকাঠ পাচারের খবর পেয়ে ওই এলাকায় অভিযান চালায় বনকর্মীরা ও একটি মালবোঝাই গাড়ি আটক করে সেখান থেকে তিনটি সালকাঠের ব্লগ উদ্ধার করে তারা। বনদপ্তর সূত্রে খবর সালকাঠগুলি কোনো একটি জঙ্গল থেকে কেটে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করা হয়েছে।

বেহালার চন্ডীতলার বাড়ি থেকে উদ্ধার বৃদ্ধার মৃত্যু দেহ, ঘটনা স্থলে বেহালা থানার পুলিশ

কলকাতা ঃ ৩৫ বছর বয়সী অভিষেক দাস তার বিরুদ্ধে অভিযোগ সে তার দিদিমাকে মেরে ফেলেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে ছেলেটি মানসিকভাবে ঠিক ছিল না এবং নেশাগ্রস্ত থাকতো। নেশার বিভিন্ন ওষুধও ঘরের মধ্যে পাওয়া গেছে। বুধবার মাকে চেয়ার দিয়ে মাথায় মারে দিদিমা বাঁচাতে আসলে দিদি মাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেয়।দিদিমার মৃত্যু ঘটে এবং তারপর থেকে দরজা বন্ধ করে ঘরে বসে ছিল কোন রকম ভাবে বের হয়নি এই ছেলেটি। অনেকদিন পড়া প্রতিবেশীরা না দেখতে পেয়ে পচা গন্ধ পেয়ে পুলিশকে খবর দেয় এবং পুলিশ তাকে ভেতর থেকে দরজা বন্ধ। দরজা ভেঙে ভিতরে ঢুকে দেখে দিদিমা মৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছে।

বিশ্বকাপের দুটি মাসকটের নাম জানাল আইসিসি

কলকাতা ঃ লিঙ্গ সমতা তুলে ধরতে এবারের বিশ্বকাপে দুই মাসকট উন্মোচন করেছিল আইসিসি। গত মাসে উন্মোচিত লাল পোশাক পরা মাসকটটি ছিল নারী আর নীল পোশাকেরটা পুরুষ। কিন্তু মাসকট দুটির নাম সে সময় জানানো হয়নি।

বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা কাজটা সমর্থকদের ওপর ছেড়ে দেয়। এ জন্য ভোটাভুটির আয়োজন করে। আইসিসি ইভেন্টের প্রধান ক্রিস টেটলি জানান, সবচেয়ে বেশি ক্রিকেটপ্রেমী যে দুটি নাম প্রস্তাব করবেন, সেই নামই চূড়ান্ত করা হবে। বিশ্বকাপ শুরুর মাত্র পাঁচ দিন আগে সেই নাম দুটি প্রকাশ করল আইসিসি। ক্রিকেটপ্রেমীদের ভোটে যে দুটি নাম নির্বাচিত হয়েছে, সেগুলো হলো ব্লেজ ও টঙ্ক। আজ নিজেদের ওয়েবসাইটে বিষয়টি নিশ্চিত করেছে আইসিসি। ব্লেজ ও টঙ্ককে বিশ্বকাপের সব ভেন্যুতেই দেখা যাবে। এ ছাড়া ফ্যানস পার্কগুলোয়ও থাকবে। মাসকট দুটি দর্শকসমর্থকদের সঙ্গে মিশে গিয়ে তাঁদের আরও উজ্জীবিত করবে। ক্রিস টেটলি আগেই বলেছিলেন, 'একতা ও আবেগের আলোকবর্তিকা হিসেবে মাসকট দুটি সীমানা ও সংস্কৃতি ছাড়িয়ে যাওয়া ক্রিকেটের আবেদনকে নির্দেশ করবে। উভয় লিঙ্গের প্রতিনিধিত্বের মাধ্যমে গতিশীল বিশ্বে লিঙ্গ সমতার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাকে প্রতিফলিত করবে।' আইসিসির ওয়েবসাইট ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্ট করা ব্লেজটঙ্কের ভিডিওতে ওই কথাগুলোরই প্রতিফলন ঘটেছে। ব্লেজ হলো নারী মাসকট, যে দ্রুতগতিতে বোলিং করে ব্যাটসম্যানদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে দেয়। নির্ভুলতা, অতুলনীয় প্রতিফলন, সীমাহীন নমনীয়তা ও দৃঢ় সংকল্পের কারণে সে একজন ফাস্ট বোলিং সেনসেশন। ব্লেজ লাল রঙের পোশাকের সঙ্গে কোমরে একটি বেল্ট বেঁধেছে, যেটার সঙ্গে ছয়টি ক্রিকেট বলের মতো ক্ষমতাসম্পন্ন গোলাকার বস্তু রয়েছে। প্রতিটিই খেলার কৌশল পরিবর্তনের জন্য ব্যবহার করা হয়।

আর টঙ্ক হলো পুরুষ মাসকট। নীল পোশাক পরা হিমশীতল স্বভাবের টঙ্ক একজন চ্যাম্পিয়ন ব্যাটসম্যান। সে একটি তড়িৎচুম্বকীয় ব্যাট দিয়ে খেলে। এটা দিয়ে সব ধরনের শট খেলতে পারে। তার একেকটা শট চমকে দেওয়ার মতো, ব্যাটিংচাতুর্য দর্শকদের আনন্দের উপলক্ষ এনে দেয় এবং ক্রিকেটের সর্ববহৎ মঞ্চকে আলোকিত করে।

আগামী ৫ অক্টোবর আহমেদাবাদে ইংল্যান্ডনিউজিল্যান্ড ম্যাচ দিয়ে শুরু হবে বিশ্বকাপ। ১০টি দল ভারতের ১০ ভেন্যুতে ৪৬ দিনে ৪৮ ম্যাচ খেলবে। ১৯ নভেম্বর আহমেদাবাদেই হবে ফাইনাল।

কোহলির রাগী উদ্‌যাপন এখন অতীত, কিন্তু কেন

কলকাতা ঃ সময় মানুষকে শেখায়। গত আড়াই বছরে বিরাট কোহলিও অনেক শিখেছেন। আইসিসির সঙ্গে আলাপচারিতায় ইতিহাসের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সেঞ্চুরির মালিক জানিয়েছেন, এই সময়ে তিনি অনেক পাল্টেছেন। সেই আগের কোহলি আর নেই।

কোন কোহলি? তিনচার বছর আগের স্মৃতি স্মরণ করতে পারেন। মাঠে কোহলির শরীরী ভাষা ছিল ভীষণ আক্রমণাত্মক। ব্যাটিংয়ে, ফিল্ডিংয়ে এমনকি উদ্‌যাপনেও তীব্র আক্রমণাত্মক মানসিকতা দেখাতেন। ২০২১ সালে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে টেস্টে উইকেট পড়ার পর 'ট্রামপেট' (এক ধরনের বাদ্যযন্ত্র) উদ্‌যাপন করে বিতর্কের জন্ম দিয়েছিলেন। গত বছর চট্টগ্রামে বাংলাদেশের লিটন দাস আউট হওয়ার পরের ব্যঙ্গাত্মক উদ্‌যাপন নিয়েও তৈরি হয় বিতর্ক। ২০২২ সালেই দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে কেপ টাউন টেস্টের তৃতীয় দিনে রিভিউর সিদ্ধান্ত মানতে না পেরে মাঠের স্টাম্প মাইকে গিয়ে বলেছিলেন যাচ্ছেতাই। ইতিহাস ঘাঁটলে কোহলির এমন অনেক বিতর্কিত উদ্‌যাপনই সামনে চলে আসবে। তবে এসব বিতর্কের অন্য পিঠে কিন্তু আরেকটি কথাও ছড়িয়েছে কোহলি খেলাটা প্রচণ্ড ভালোবাসেন বলেই মাঠে সব সময় আক্রমণাত্মক মেজাজে থাকেন।

কিন্তু সাম্প্রতিককালে সেই কোহলিকে কি মাঠে দেখা যাচ্ছে? একটা প্রচলিত কথা হলো, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ আরও শান্ত হয়। কোহলির ক্ষেত্রেও বয়সের প্রভাব হয়তো পড়েছে, তবে রূপান্তরের কাজটা তো নিজেকেই করতে হয়েছে! আইসিসির সঙ্গে আলাপচারিতায় সে কথাই বলেছেন কোহলি, 'গত আড়াই বছরে আমি অনেক কিছু শিখেছি। সেই রাগী উদ্‌যাপনগুলো এখন অতীত। অনেকের কাছ থেকে অনেক পরামর্শ পেয়েছি। লোকে বলেছে, আমি যা করছি সেটা ভুল।' কোহলি জানিয়েছেন, তাঁর এই পাল্টে যাওয়াটা মনস্তাত্ত্বিক, 'নিজের সেরা সময়ের সব ভিডিও আমি দেখেছি। বলের জন্য সেই একই প্রাথমিক নড়াচড়া, একই অ্যাপ্রোচ এবং যা কিছু আমার মাথার মধ্যে ঘটেছে চলেছে (বোঝার চেষ্টা করেছি)। আমি এটা কাউকে বুঝিয়ে বলতে পারিনি।'

গত বছর সেপ্টেম্বরে আফগানিস্তানের বিপক্ষে টিটোয়েন্টিতে সেঞ্চুরি করে তিন সংস্করণ মিলিয়ে দীর্ঘদিনের সেঞ্চুরি খরা ঘোচান কোহলি। এরপর ওয়ানডে ও টেস্টেও সেঞ্চুরি পেয়েছেন। আর তিনটি সেঞ্চুরি করলেই ওয়ানডেতে শচীন টেন্ডুলকারের (৪৯) রেকর্ড ভেঙে ফেলবেন কোহলি। সামনে যেহেতু ওয়ানডে বিশ্বকাপ তাই এই টুর্নামেন্টকেই পাখির চোখ করার কথা ভারতীয় তারকা। বদলে যাওয়া কোহলি টেন্ডুলকারের রেকর্ড এই বিশ্বকাপেই ভেঙে ফেলেন কি না, সেটাই এখন দেখার বিষয়।

আড়ালে আনুশকা, কোহলি কি আবার বাবা হতে চলেছেন

কলকাতা ঃ একজন ক্রীড়াঙ্গনের, অন্যজন বিনোদনজগতের তারকা। বিরাট কোহলিআনুশকা শর্মা পরে মিলে গিয়ে হয়েছেন 'বিরুশকা'। ভারতীয় মিডিয়া তাঁদের 'পারফেক্ট কাপল' নামেও ডাকে।

ক্রিকেট আর বলিউডের অন্যতম শীর্ষ দুই তারকা বরাবরই সংবাদকর্মীদের আগ্রহের কেন্দ্রে থাকেন। কোহলিআনুশকা যেখানেই যান, সেখানেই কোনো না কোনো পাপারাজ্জির দেখা মেলে।

এবার কোহলিআনুশকার পেছনে ছুটতে গিয়ে ভারতের সংবাদমাধ্যম বের করে এনেছে নতুন তথ্য। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম 'হিন্দুস্তান টাইমস' এক বিশেষ প্রতিবেদনে দাবি করেছে, আবারও মাবাবা হতে চলেছেন এই দম্পতি। আনুশকা ৬ মাস হলো অন্তঃসত্ত্বা।

গত কয়েক মাস ধরেই আনুশকা নিজেকে লোকচক্ষুর অন্তরালে রাখছেন। স্বামী কোহলির সঙ্গে সাম্প্রতিক কোনো সফরেও যাননি। সামনে যখন বিশ্বকাপ, কিন্তু আনুশকাকে কোহলির পাশে দেখা যাচ্ছে না, নেই নতুন কোনো বিজ্ঞাপনে, যাচ্ছেন না কোনো অনুষ্ঠানেও। অথচ সর্বশেষ সিনেমা 'চাকদা এক্সপ্রেস'-এর শুটিং অনেক দিন আগেই শেষ করেছেন।

তাহলে আনুশকা আড়ালে কেন? এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করতেই কোহলিআনুশকার পেছনে ছুটেছেন ছবি শিকারিরা। এতেই জানা গেছে নতুন খবর। 'হিন্দুস্তান টাইমস' জানিয়েছে, সম্প্রতি মুম্বাইয়ে একটি প্রসূতি ক্লিনিকের বাইরে বিরাট ও আনুশকাকে দেখা গেছে। সে সময় কোহলি পাপারাজ্জিদের ছবি না তোলার অনুরোধ করেন। ভারতীয় ব্যাটসম্যান পাশাপাশি নাকি এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, দ্বিতীয়বার মাবাবা হতে চলার ঘোষণা তাঁরা শিগগিরই দেবেন। এই কথা বলেই ক্যামেরা এড়িয়ে ঝটপট গাড়িতে উঠে যান। খবরটা এরপরই ছড়িয়ে পড়ে।

'হিন্দুস্তান টাইমস' এ বিষয়ে ঘনিষ্ঠ এক সূত্রের উদ্ধৃতি প্রকাশ করেছে, 'আনুশকা দ্বিতীয়বার মা হতে চলেছেন। আলোচনা এড়াতে তিনি নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখেছেন। আগেরবারের (প্রথম সন্তান ভামিকা) মতো এবারও তাঁরা পরে ঘোষণা করবেন।'

সম্প্রতি নিজ বাড়িতে গণেশ পূজা উৎসবেরও শাড়িতে ও ঢিলেঢালা চুড়িদারে দেখা গেছে আনুশকাকে। অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার ব্যাপারটি আপাতত গোপন রাখতেই হয়তো পোশাক নির্বাচনে বাড়তি সর্তক ৩৫ বছর বয়সী বলিউড অভিনেত্রী। ২০১৭ সালে ইতালিতে পারিবারিকভাবে বিয়ে করেন কোহলিআনুশকা। ২০২১ সালে তারকা দম্পতির ঘর আলোকিত করে প্রথম কন্যাসন্তান ভামিকা। তবে ভামিকাকে শুরু থেকেই মিডিয়া থেকে দূরে রেখেছেন। এমনকি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছবি পোস্ট করলেও সন্তানের মুখ দেখান না।

তবে গত বছর ভারতের দক্ষিণ আফ্রিকা সফরের একটি ম্যাচ চলাকালীন আনুশকার কোলে থাকা ভামিকার ছবি টিভি ক্যামেরায় ধরা পড়ে। ছবিটি মুহূর্তেই ভাইরাল হয়ে যায়। মেয়ের মুখের ছবি প্রকাশ না করা প্রসঙ্গে কোহলি একবার বলেছিলেন, 'আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে আমাদের সন্তান ওর পছন্দঅপছন্দ বুঝে উঠতে শেখা না পর্যন্ত সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছবি প্রকাশ করব না।'

বিশ্বকাপ নিয়ে ব্যস্ত থাকায় কোহলিকে আপাতত পরিবার থেকে দূরেই থাকতে হচ্ছে। ভারতীয় দলের সঙ্গে কোহলি এখন আছেন গুয়াহাটিতে। সেখানে আজ ইংল্যান্ডের বিপক্ষে প্রস্তুতি ম্যাচ খেলছেন। বাংলাদেশ দলও এই মুহূর্তে গুয়াহাটিতে আছে।

পাকিস্তানের নেটে ৬ ফুট ৯ ইঞ্চি উচ্চতার এই পেসার কে

হায়দরাবাদ ঃ (ওয়েবডেস্ক) ঃ পাকিস্তানের দীর্ঘদেহী পেসারদের নিয়ে আলোচনা শুরু করলে সবার আগে যাঁর নাম আসে, তিনি মোহাম্মদ ইরফান। ৭ ফুট ১ ইঞ্চির ইরফান শুধু পাকিস্তানের নন আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ইতিহাসেরই সবচেয়ে লম্বা খেলোয়াড়। ইরফান পাকিস্তানের হয়ে সর্বশেষ খেলেছেন ২০১৯ সালে। বর্তমানে তাঁর বয়স ৪১। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে এখনো অবসর না নিলেও 'বুড়ো' বয়সে যে আর জাতীয় দলে

ডাক পড়বে না, সেটা নিশ্চিত করে বলাই যায়। পাকিস্তানের ক্রিকেটে ইরফানঅধ্যায় শেষ হলেও হঠাৎ তাঁর প্রসঙ্গ সামনে আনার কারণ আরেকজন দীর্ঘকায় পেসার। তবে তিনি পাকিস্তানি নন ভারতীয়। নাম তাঁর নিশান্ত সারানু। ৬ ফুট ৯ ইঞ্চি উচ্চতার এই বোলার বর্তমানে পাকিস্তান দলের বিশ্বকাপ প্রস্তুতিতে শাহিন আফ্রিদিহারিস রউফদের সঙ্গে নেটে বল করছেন। পাকিস্তানের নেট অনুশীলন সেশনে অন্যতম আকর্ষণ হয়ে দাঁড়িয়েছেন হায়দরাবাদ অনূর্ধ্ব১৯ দলের এই সারানু। ভিসাজটিলতা কাটিয়ে গত বুধবার ভারতে পৌঁছেছে পাকিস্তান দল। বাবর আজমমোহাম্মদ রিজওয়ানরা এখন আছেন ভারতের তেলাঙ্গানা রাজ্যের রাজধানী হায়দরাবাদে। সেখানকার রাজীব গান্ধী আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে প্রথম ৪ ম্যাচ (দুটি প্রস্তুতি ও দুটি মূল পর্ব) খেলবে পাকিস্তান বাবরের দলকে সেখানে থাকতে হবে প্রায় সপ্তাহ। বলা যায়, হায়দরাবাদ এখন পাকিস্তান দলের 'বেজক্যাম্প'। সেই ক্যাম্পে নেট বোলারদের মধ্যে আলাদাভাবে দৃষ্টি কেড়েছেন সারানু। কারণটা অবশ্যই তাঁর উচ্চতা। ২০১৬ টিটোয়েন্টি বিশ্বকাপের পর এটাই পাকিস্তানের প্রথম ভারত সফর। মোহাম্মদ নেওয়াজ আর আগা সালমান ছাড়া দলের কারও ভারতে খেলার অভিজ্ঞতা নেই। তাই হায়দরাবাদে পা রাখার ১২ ঘণ্টার মধ্যেই অনুশীলনে নেমে গেছে বাবরের দল। সেখানেই দলটি নেট বোলার হিসেবে পায় তরুণ সারানুকে। পরশু পাকিস্তানের প্রথম অনুশীলন সেশনে রউফআফ্রিদির স্পেলের পরই বোলিং কোচ মরনে মরকেল ডেকে নেন সারানুকে। পাকিস্তানের বোলাররা নিয়মিত ১৪০১৫০ কিলোমিটারঘণ্টা গতিতে বোলিং করে থাকেন। সারানুকেও এর কাছাকাছি গতিতে বোলিং করতে বলেন মরকেল। সারানু সেই প্রত্যাশা পূরণ করতে পারায় পাকিস্তান দলের সবাই তাঁকে নিয়ে সন্তুষ্ট। পাকিস্তানের পাশাপাশি আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজি লক্ষ্ণৌ সুপার জায়ান্টসেরও বোলিং কোচ মরকেল। আইপিএলের আগামী আসরে সারানুকে লক্ষ্ণৌর নেট বোলার হিসেবে নিতে চান তিনি। সারানু তাঁর স্পেলের বেশির ভাগ সময় টেলএন্ডারদের বোলিং করেছেন। স্বীকৃত ব্যাটসম্যানদের মধ্যে তাঁর বলে অনুশীলন করেছেন শুধু ওপেনার ফখর জামান। ফখর মনে করেন, দৈহিক উচ্চতা সারানুর সবচেয়ে ইতিবাচক দিক। বাউন্সারও ভালোই মারতে পারেন। বোলিংয়ের গতি বাড়াতে পারলে অনেক দূর যেতে পারবেন। পরশু পাকিস্তানের নেটে বোলিংয়ের পর সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হন সারানু। অস্ট্রেলিয়ার দুই গতিতারকা মিচেল স্টার্ক ও প্যাট কামিন্সকে নিজের আদর্শ মানেন জানিয়ে তিনি বলেছেন, 'এখন আমি ঘণ্টায় ১২৫১৩০ কিলোমিটার গতিতে বোলিং করতে পারি। মরনে (মরকেল) স্যার আমাকে গতি বাড়াতে বলেছেন। আমাকে লক্ষ্ণৌ সুপার জায়ান্টসের নেট বোলার হিসেবে নেওয়া যায় কি না, তিনি সে চেষ্টাও করবেন।' অতিথি দলের অনুশীলনে নেট বোলার হিসেবে এবারই প্রথম বোলিং করছেন না সারানু। এর আগে ভারতনিউজিল্যান্ড দ্বিপক্ষীয় সিরিজের সময়ও নেটে বোলিং করেছেন। নিউজিল্যান্ডের গ্লেন ফিলিপসের সঙ্গে সে সময়ের একটি ছবিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্ট করেছিলেন সারানু। পাকিস্তান দল আরও অন্তত ১০ দিন হায়দরাবাদে থাকায় আইসিসি ওয়ানডে র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষ ব্যাটসম্যান বাবরকেও বোলিং করার সুযোগ পাবেন।

শিশুদের হার্টে ছিদ্র কেন হয়? এর চিকিৎসা আছে কি?

নিউ ইয়র্ক (ওয়েবডেস্ক)ঃ মানুষে হৃদপিণ্ডে ছিদ্র থাকা মূলত একটি জন্মগত ত্রুটি। সাধারণত গর্ভাবস্থায় শিশুর হৃৎপিণ্ডের বিকাশজনিত সমস্যা কারণে এই ছিদ্র দেখা দিতে পারে।

হৃদরোগ বিশেষজ্ঞদের করা সাম্প্রতিক এক জরিপে দেখা গিয়ে, দেশটিতে প্রতি ১০০০ শিশুর মধ্যে আট থেকে নয়জন এই হৃদপিণ্ডের ছিদ্রজনিত সমস্যায় ভুগে থাকে। তবে প্রকৃত সংখ্যা আরও বেশি বলে ধারণা করছেন শিশু হাসপাতালের শিশু হৃদরোগ বিভাগের প্রধান এবং সিনিয়র কনসালট্যান্ট ডা. খলিফা মাহমুদ তারিক। যদি শুরুতেই সমস্যাটি ধরা পড়ে, তাহলে দ্রুত চিকিৎসার মাধ্যমে শিশুকে সম্পূর্ণ সুস্থ করা সম্ভব। তবে যদি দেরী হয়, জটিলতা ততো বাড়ে।

এর চিকিৎসা কেমন হবে সেটা নির্ভর করে ছিদ্রটি হার্টের কোথায় আছে এবং ছিদ্রটি কতো বড় সেটার ওপর। হৃদপিণ্ডের ছিদ্রের বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল, ব্রিটেনের স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ এনএইচএস এবং বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের থেকে।

মানুষের হৃৎপিণ্ডের চারটি প্রকোষ্ঠ থাকে। ওপরের দুটি হল অলিন্দ বা অ্যাট্রিয়া ও নিচের দুটি নিলয় বা ভেন্ট্রিকল।

ওপরের দুটি অ্যাট্রিয়া ইন্টারএট্রায়াল সেপ্টাম নামক পর্দা দিয়ে আলাদা করা থাকে এবং নিচের দুটি ভেন্ট্রিকল আলাদা করে রাখে ইন্টারভেন্ট্রিকুলার সেপ্টাম নামে আরেকটি পর্দা। শিশুরা হার্টের বিভিন্ন অংশে ছিদ্র নিয়ে জন্মাতে পারে। ওপরের প্রকোষ্ঠের পর্দায় কোন ছিদ্র থাকলে তাকে অ্যাট্রিয়াল সেপ্টাল ডিফেক্ট (এএসডি) বলা হয়। নিচের পর্দার মধ্যে কোন ছিদ্র থাকলে তাকে ভেন্ট্রিকুলার সেপ্টাল ডিফেক্ট (ভিএসডি) বলে।

এই ছিদ্রের কারণে হার্ট ও ফুসফুসের মধ্যে রক্ত চলাচল অস্বাভাবিক হয়ে পড়ে।

মানবদেহের ফুসফুস রক্তে অক্সিজেনের যোগান দেয়। আর সেই অক্সিজেনযুক্ত রক্ত সারা শরীরে পরিবহনের কাজ করে হৃদপিণ্ড।

শরীরের দূষিত রক্ত মহাশিরার মাধ্যমে প্রথমে হৃদপিণ্ডের ডান অলিন্দে প্রবেশ করে তার পর ডান নিলয়ে প্রবেশ করে। এই নিলয় থেকে দূষিত রক্ত ফুসফুসীয় ধমনীর মাধ্যমে ফুসফুসে পৌঁছায়।

ফুসফুস ওই দূষিত রক্তে অক্সিজেনের যোগান দেয়। এরপর ফুসফুস থেকে বিশুদ্ধ রক্ত হৃদপিণ্ডের বাম অলিন্দে প্রবেশ করে এরপর বাম নিলয়ে যায়। হৃদপিণ্ডের বাম নিলয়ে আসা এই অক্সিজেন সমৃদ্ধ বিশুদ্ধ রক্ত মহাধমনীর মাধ্যমে সারা শরীরে প্রবাহিত হয়। হার্টে ছিদ্র থাকলে অর্থাৎ এএসডি বা ভিএসডি থাকলে ফুসফুসের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত রক্ত চলাচল অস্বাভাবিক হয়ে পড়ে। কারণ ছিদ্রটি রক্তের স্বাভাবিক গতিপথে বাধা দেয়।

বাম অলিন্দ থেকে অক্সিজেন সমৃদ্ধ বিশুদ্ধ রক্ত বাম নিলয়ে যাওয়ার কথা থাকলেও, এএসডি এর কারণে কিছু বিশুদ্ধ রক্ত ডান অলিন্দে চলে যায়। এতে বিশুদ্ধ রক্ত দূষিত রক্তের সাথে মিশে যায় এবং ফুসফুসের দিকে প্রবাহিত রক্তের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়।

আবার ভিএসডি থাকলে বাম নিলয়ের কিছু বিশুদ্ধ রক্ত ছিদ্র দিয়ে ডান নিলয়ে প্রবেশ করে। এতে বিশুদ্ধ ও দূষিত রক্ত একসাথে মিশে যায়। এই রক্তই আবার ফুসফুসে ফিরিয়ে আনে।

ছিদ্র বড় হলে বা দীর্ঘদিন ধরে থাকলে হার্ট এবং ফুসফুসের ক্ষতি করতে পারে।

এতে ফুসফুসের ধমনীতে রক্তচাপ বেড়ে যায়। হৃৎপিণ্ডকে তখন রক্ত পাম্প করার জন্য আরও কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। এতে হার্টের ভালভের ওপর বাড়তি চাপ সৃষ্টি হয়। ফলে ভালভ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

এছাড়া ফুসফুসের ধমনীতে উচ্চ রক্তচাপ বা পালমোনারি হাইপারটেনশন দেখা দিতে পারে। যা স্থায়ীভাবে ফুসফুসের ক্ষতি করতে পারে। এতে ফুসফুস অক্সিজেন সরবরাহে ব্যর্থ হয়।

যা শিশুকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিতে পারে।

শিশুর হার্টে ছিদ্র কেন হয়

শুরুতেই বলা হয়েছে হৃদপিণ্ডে ছিদ্র হওয়া একটি জন্মগত ত্রুটি। অর্থাৎ শিশু হার্টে ছিদ্র নিয়েই জন্মায়। বাহ্যিক কোন কারণে হার্টে ছিদ্র হওয়ার নজির নেই।

মাতৃগর্ভে শিশুর হৃৎপিণ্ড একটি নল থেকে বিকশিত হয়, এরপর সেটি চারটি প্রকোষ্ঠে ভাগ হয়। সেই প্রকোষ্ঠের দুটি অংশ আলাদা করতে পর্দা গড়ে ওঠে।

এই প্রক্রিয়া চলাকালীন কোন সমস্যা হলে ছিদ্র দেখা দিতে পারে বলে জানিয়েছেন, ডা. খলিফা মাহমুদ তারিক। জেনেটিক সমস্যা যেমন ঃডাউন সিনড্রোম থাকলে শিশুর হার্টে ছিদ্র দেখা দিতে পারে।

সেইসাথে গর্ভবতী হওয়ার প্রথম কয়েক মাসের মধ্যে যদি মায়ের রুবেলা হয় তাহলে শিশুর হার্টে ছিদ্র বা হার্টের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে জন্মানোর ঝুঁকি বাড়ে।

মায়ের যদি অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিস থাকে।

গর্ভকালীন মায়ের ভাইরালজনিত ইনফেকশন হলে।

মা গর্ভকালীন অপুষ্টিজনিত রোগে ভুগলে।

সেইসাথে মায়ের মদ ও তামাক জাতীয় পণ্য খাওয়ার অভ্যাস থাকলে এবং বিভিন্ন মাদক সেবনের কারণেও এমনটা হতে পারে।

এছাড়া গর্ভবতী থাকাকালীন মা যদি খিঁচুনি প্রতিরোধী ওষুধ, কোলেস্টরেল কমানোর ওষুধ, ব্রণের ওষুধ এবং মানসিক রোগের চিকিৎসার জন্য ওষুধ খেয়ে থাকেন। সেটিও শিশুর ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে।

এছাড়া কোন সুস্পষ্ট কারণ ছাড়াও শিশুর হার্টে ছিদ্র দেখা দিতে পারে।

গর্ভাবস্থায় শিশুর হৃৎপিণ্ডের বিকাশজনিত সমস্যা কারণে এই ছিদ্র দেখা দিতে পারে।

লক্ষণ

শিশু বড় হতে থাকলে তাদের ছুটোছুটি বাড়ে। এতে হার্টের ওপর চাপ বাড়ে। তখন লক্ষণ প্রকাশ পেতে শুরু করে।

হার্টের এ ছিদ্র ছোটবড় হওয়ার ওপর নির্ভর করে লক্ষণগুলো কেমন হবে।

যদি ছিদ্র ছোট হয়, তাহলে শিশু জোরে জোরে শ্বাস নেয়, ঘন ঘন কাশি ও শ্বাসকষ্ট হয় এবং শ্বাসনালীতে ইনফেকশন বা নিউমোনিয়া হওয়ার প্রবণতা বেড়ে যায়। তার সম বয়সী অন্য শিশুদের মতো পরিশ্রম করতে পারে না। সামান্য খেলাধুলা বা ছোটাছুটি করলে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। শরীর দুর্বল লাগে, ক্লান্তিতে ঝিমিয়ে পড়ে। অনিয়মিত হৃৎস্পন্দন বা এরিথমিয়া, ছিদ্র দিয়ে রক্ত প্রবাহের কারণে হার্ট থেকে মারমার জাতীয় শব্দ বের হয়। বুক ধকধক করতে থাকে, অনেক সময় খালি চোখে বুকের মাংসপেশির লাফানো দেখা যায়।

সব সময় জ্বর বা অসুস্থতা থাকে।

খেতে পারে না, ক্ষুধামন্দা।

খাওয়ার সময় ক্লান্ত হয়ে যায়, কান্নাকাটি করে বা অল্পতেই ঘামতে থাকে।

কান্নার সময় দম আটকে যাওয়া।

শারীরিক বৃদ্ধি দেরিতে হওয়া, বয়সের সাথে ওজন না বাড়া।

কাজে বা পড়ালেখায় মনোযোগ থাকে না।

পা, পায়ের পাতা ও পেট ফুলে যায়।

যদি ছিদ্র বড় হয়, তাহলে উপরের সমস্যার পাশাপাশি শিশু উচ্চরক্তচাপে ভোগে। ফুসফুসে পর্যাপ্ত রক্ত সরবরাহের অভাবে অক্সিজেন স্বল্পতায় অনেক সময় শিশুর ঠোঁট, জিহ্বা নীল হয়ে ওঠে।

এ ধরণের লক্ষণ দেখা দেয়ার সাথে সাথে দেরি না করে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে বলা হয়েছে।

চিকিৎসা

সাধারণত চেস্ট এক্সরে, ইলেক্ট্রোকার্ডিওগ্রাম (EKG), ইকোকার্ডিওগ্রাম, কার্ডিয়াক ক্যাথেটারাইজেশন ইত্যাদি পরীক্ষার মাধ্যমে এই ছিদ্র আছে কী না তা শনাক্ত করা হয়। হার্টের জন্মগত এসব ছিদ্রের চিকিৎসা নির্ভর করে ছিদ্রের আকার ও অবস্থানের ওপর। ছোট আকারের ছিদ্র কয়েক মাস পর নিজে থেকেই বন্ধ হয়ে যায়।

হার্টের এই ছিদ্র বড় নাকি ছোট সেটা নির্ভর করে রোগীর বয়সের ওপর। এ বিষয়ে মি. তারিক বলেন, একজন প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষের জন্য চার থেকে পাঁচ মিলিমিটার ছিদ্র অনেক ছোট। কিন্তু এই ছিদ্র শিশুদের ক্ষেত্রে অনেক বড়।

হার্টে ছিদ্রের কারণে যেহেতু দূষিত ও বিশুদ্ধ রক্ত মিশে যায়। ছিদ্র ছোট হলে কম রক্ত মিশ্রিত হয়, ছিদ্র বড় বলে বেশি রক্ত মিশে।

সেক্ষেত্রে ছোট ছিদ্রগুলো বন্ধ হওয়ার আগ পর্যন্ত কিছু ক্ষেত্রে ওষুধ প্রয়োগ করে ফুসফুসের বাড়তি রক্তের চাপ কমিয়ে রাখা হয়।

তবে মাঝারি বা বড় আকারের ছিদ্র হলে জটিলতা প্রতিরোধ করার জন্য শিশুদের জীবনের প্রথম দিকে অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হতে পারে।

আবার রক্তনালীর ভালভের খুব কাছে ছিদ্র থাকলে অস্ত্রোপচার ছাড়া উপায় নেই।

অস্ত্রোপচার সাধারণত শিশু জন্মের প্রথম কয়েক সপ্তাহ থেকে কয়েক মাসের মধ্যে করা হয়। সবচেয়ে ভালো স্কুলে ভর্তি করার আগে অস্ত্রোপচার সেরে নিলে।

সার্জন বুকের দেয়ালে একটি ছেদ তৈরি করে অস্ত্রোপচার করে থাকেন।

সার্জন সরাসরি ছিদ্রটি সেলাই করতে পারেন বা ছিদ্রের উপরে একটি প্যাচ বসিয়ে দিতে পারেন। হার্টের টিস্যু প্যাচ বা সেলাইয়ের অংশটি নিরাময় করে।

এভাবে অস্ত্রোপচারের ছয় মাসের মধ্যে টিস্যুটি সম্পূর্ণ ছিদ্রটিকে ঢেকে দেয়।

আবার কার্ডিয়াক ক্যাথেটারাইজেশনের মাধ্যমেও অস্ত্রোপচার করা হয়। এজন্য শিশুর পায়ের রক্তনালীতে একটি পাতলা, নমনীয় টিউব (ক্যাথেটার) ঢুকিয়ে হার্টের দিকে নিয়ে যাওয়া হয়। এই ক্যাথেটারের আগায় জালের মতো ডিভাইস বসানো থাকে।

এরপর হার্টের ছিদ্রের ভেতরে ডিভাইসটি ঢুকিয়ে জালটি ছিদ্রের আশেপাশের পর্দায় ছড়িয়ে বসানো হয়।

সময়ের সাথে সাথে শরীরের নতুন কোষ ডিভাইসের ওপর তৈরি হতে থাকে। অন্তত ছয় মাসের মধ্যে যন্ত্রটি শরীরের নিজস্ব অংশ হয়ে যায়।

এই ধরণের অস্ত্রপচারে কাটাছেঁড়া না হওয়ায় কম সময় লাগে, শিশুরা অল্প সময়েই সেরে ওঠে।

তবে ছিদ্র অনেক বড় হলে বা ছিদ্রটি জটিল জায়গায় হলে ওপেন হার্ট সার্জারি ছাড়া উপায় নেই। শিশুর জন্মের দুই মাস বয়সের পর থেকে এই অস্ত্রপচার করা সম্ভব।

করণীয়

শিশুর হার্টে ছিদ্র শনাক্ত হলে চিকিৎসকের পরামর্শে শিশুকে নিয়মিত ওষুধ খাওয়ানোর সঙ্গে সঙ্গে শিশুর প্রতি বেশি যত্নবান হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন চিকিৎসকরা।

এই খেলাধুলা, ছুটোছুটি বা কায়িক শ্রম হয় এমন কাজ থেকে বিরত রাখতে বলা হয়েছে।

যদি ছিদ্র বড় হয় সেক্ষেত্রে চিকিৎসকের পরামর্শে যত দ্রুত সম্ভব অপারেশন করাতে পারলে ভালো। এতে শিশুটি দ্রুত স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে পারবে।

চিকিৎসার পর শিশুরা সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠলেও চিকিৎসকরা দীর্ঘসময় ধরে তাদের নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করেন। এজন্য নিয়মিত ফলোআপ ভিজিট করতে হবে।

সঠিক সময়ে চিকিৎসা না করালে হার্ট বড় হয়ে যেতে পারে। সেই সাথে হৃৎপিণ্ডের ভেতরের পৃষ্ঠে রক্তের ব্যাকটেরিয়াজনিত সংক্রমণ এন্ডোকার্ডাইটিস হওয়ার ঝুঁকি থাকে, হার্টের ভালভ নষ্ট হওয়া, এরিথমিয়া এমনকি হার্ট অ্যাটাক ও স্ট্রোকের ঝুঁকিও বাড়ে।

টুকরো খবর

মানসিক চাপ নিরাময় এবং আত্মহত্যা প্রতিরোধ মূলক কর্মসূচির আয়োজন

কোচবিহার ঃ মানসিক চাপ নিরাময় এবং আত্মহত্যা প্রতিরোধ মূলক কর্মসূচির আযোজন করা হলো কোচবিহারে। শনিবার কোচবিহার জিতেন্দ্র নারায়ণ মেডিকেল ও হাসপাতালের পরিচালনায় এবং কোচবিহার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের সহযোগিতায় এই কর্মসূচি নেওয়া হয়। এদিন মেডিক্যাল কলেজের হলঘরে ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে এই কর্মসূচি নেওয়া হয়। আজ থেকে শুরু করে আগামী ১৬ তারিখ পর্যন্ত এই দিবসটি নানানভাবে উত্যাপিত হবে।এদিনের এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন কোচবিহারের মহকুমা শাসক রাকিবুল রহমান, রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায়, জিতেন্দ্র নারায়ণ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের প্রিন্সিপাল নির্মল কুমার মন্ডল, জেলা মানসিক স্বাস্থ্য সাইকোলোজিস্ট কৃষ্ণ চক্রবর্তী সহ অন্যান্যরা।

ওটিপি শেয়ারিং ছাড়াই প্রতারণার শিকার হলেন জলপাইগুড়ির বেলাকোবার বাসিন্দা প্রভাত রায়

জলপাইগুড়ি ঃ ওটিপি শেয়ারিং ছাড়াই প্রতারণার শিকার হলেন জলপাইগুড়ির বেলাকোবার বাসিন্দা প্রভাত রায়। ঘটনায় গত শুক্রবার বেলাকোবা পুলিশ ফাড়িঁতে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন তিনি। লিখিত ভাবে গোটা ঘটনাটি ব্যাঙ্ক ম্যানেজারের কাছেও কাছেও জানিয়েছেন। প্রতারিত প্রভাত রায় জানান, তিনি বেলাকোবার স্টেট ব্যাঙ্কের গ্রাহক। গত আগস্ট মাসের ২৭ তারিখ ব্যাঙ্কের পাসবুক আপডেট করাতে যান। আপডেটের পর পাসবুক দেখে চক্ষু চড়কগাছ। দেখেন ওই মাসের ১২ তারিখ এবং ১৩ তারিখ পর পর দুদিন তার অ্যাকাউন্ট থেকে ১০ হাজার টাকা করে গায়েব হয়েছে। অর্থাৎ দুদিন মিলে মোট ২০ হাজার টাকা উধাও। এই বিষয়ে বিন্দুমাত্রও খবর পযর্ন্ত পাননি তিনি। কারন মোবাইলে কোনো ওটিপি বা এস এম এস পযর্ন্ত ঢুকেনি। এরপরই তিনি পুলিশের দারস্থ হন। বেলাকোবা পুলিশ ফাড়িঁতে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। এবং লিখিত ভাবে বেলাকোবা স্টেট ব্যাঙ্কের ব্রাঞ্চের ম্যানেজারকেও জানান। জানা গেছে তার অ্যাকাউন্ট থেকে ২০ হাজার টাকা মুম্বাইরে কোনো গ্রাহক পরিসেবা কেন্দ্র থেকে আধার কার্ডের মাধ্যমে তোলা হয়েছে।প্রভাত রায় এমনিতেই দিন মুজুর। তবে সেভিং একাউন্ট থেকে এ ভাবে টাকা হাতিয়ে নেওয়ার ঘটনায় রীতিমতো দুশ্চিন্তায় পড়েছেন তিনি। এই বিষয়ে বেলাকোবা ব্রাঞ্চের ব্যাঙ্ক ম্যানেজার জানিয়েছেন, পুলিশের থেকে এফআইআর লঞ্চ করা হয়েছে, কিছু দিন সময় লাগবে, বর্তমানে ঘটনাটির তদন্ত চলছে।তবে ওটিপি ছাড়াই কীভাবে এই প্রতারণা চলছে? অনেকেই জানাচ্ছেন, বায়োমেট্রিক চুরি করে এই কাজ করে চলেছে প্রতারক চক্র। কিন্তু এই বায়োমেট্রিক চুরি হচ্ছে কীভাবে? বিশেষজ্ঞদের একাংশের ধারণা, বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি পরিষেবা নিতে গেলে এখন আধার কার্ডের নম্বর ও বায়োমেট্রিকের ব্যবহার করা হচ্ছে। সেখান থেকেই কোনওভাবে আধার নম্বর ও বায়োমেট্রিক তথ্য চলে যাচ্ছে সোজা প্রতারকদের হাতে। আর এই দুটি ব্যবহার করে কাস্টমার সার্ভিস পয়েন্টে 'আধার এনাবেল পেমেন্ট সিস্টেম' ব্যবহার করে প্রতারকরা তুলে নিচ্ছেন গ্রাহকদের কষ্টে জমানো টাকা। এক্ষেত্রে গ্রাহকদের আরও সর্তক সচেতনতা থাকার পরামর্শ দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা।

পরিবেশকে বাঁচাতে অভিনব কলম উপহার

জয়নগর ঃ শিক্ষক দিবসের দিন ছাত্রছাত্রীরা স্কুলে তাদের প্রিয় শিক্ষকশিক্ষিকাদের নানা ধরনের উপহার দিয়েছিল ।আর সেই উপহার পেয়ে আপ্লুত শিক্ষক শিক্ষিকরা এক অভিনব ভাবনা নিয়ে স্কুলের সকল ছাত্রছাত্রীদের হাতে উপহার তুলে দিলেন একটু অন্যভাবে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগর শ্রীকৃষ্ণ প্রাথমিক স্কুলে শনিবার ছাত্রছাত্রীদের হাতে একটি করে পরিবেশ বান্ধব কলম তুলে দেন তাঁরা। আর এতেই আলোড়ন পড়ে যায় সকল ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে কি এই পরিবেশবান্ধব কলম ? যা যা পেয়ে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে এত আলোড়ন । আসলে এই কলমের লেখা শেষ হয়ে গেলে এটি মাটিতে ফেলে দিলেই তা থেকে তৈরি হবে একটি গাছের চারা। যা রক্ষা করবে প্রাকৃতিক ভারসাম্য ।বিশেষজ্ঞদের মতে ভারতে প্রতি বছর যত মানুষের মৃত্যু হয় তার মধ্যে বেশী সংখ্যক পরিবেশের দূষণজনিত অসুখবিসুখ থেকেই । ক্রমশ সারা বিশ্বকে প্লাস্টিক গ্রাস করে নিচ্ছে । এই প্লাস্টিকের কারণেই মৃত্যু হচ্ছে বিভিন্ন জলজ প্রাণী থেকে শুরু করে স্থলজ প্রাণীরও।তাই স্বাভাবিকভাবেই ভারসাম্য বিঘ্নিত হচ্ছে পরিবেশের। তবুও মানুষ সচেতন না হয়ে এখনও পর্যন্ত ব্যবহার করে চলছে রাশি রাশি প্লাস্টিক। শুধু তাই নয় অযথা যথেচ্ছ ভাবে গাছ কেটে ফেলা হচ্ছে । বুজিয়ে দেওয়া হচ্ছে জলাশয় । তার জেরে পরিবেশের ভারসাম্য ঠিক থাকছেনা । বিভিন্ন রোগ দেখা দিচ্ছে । তাই গাছের মর্যাদা বুঝতে নাপেরে এখন অল্প গরমেই মধ্যেই মানুষ অসহ্য হয়ে পড়ছেন । বিকল্প হিসেবে বেছে নিচ্ছে এআর কুলার , এসি । এতে মানুষের শরীরের আরও রোগের প্রকোপ বেড়ে যাচ্ছে।আর সেই কথা মাথায় রেখে শ্রীকৃষ্ণনগর প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকশিক্ষিকারা নিজস্ব উদ্যোগে পরিবেশের কথা মাথায় রেখে এই পরিবেশ বান্ধব কলম তৈরী করিয়েছেন । যা পরিবেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে এবং দূষণমুক্ত করতে পারে। একটি পরিবেশ বান্ধব কলম দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে পরিবেশবান্ধবের বার্তা দিতেই এই চিন্তা ভাবনা স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকাদের । ওই কলমের কালি শেষ হয়ে গেলে তা মাটিতে ফেলে দিল ওই কলম থেকে তৈরি হবে একটি গাছের চারা। যা আগামী দিনে পরিবেশকে রক্ষা করবে ।

ট্রেনের চাকা লাইনচ্যুত

দমদম ঃ দমদম ৫ নম্বর প্লাটফর্মে ট্রেনের চাকা লাইনচ্যুত। অল্পের জন্য রক্ষা কল্যাণী থেকে মাঝেরহাটগামী লোকাল ট্রেন। দমদম রেল স্টেশনের পাঁচ নম্বর প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে যায় ট্রেনটি। সমস্ত যাত্রীরাই সুস্থ আছেন।শনিবার সকালে কল্যাণী থেকে মাঝিরহাট গামী লোকাল ট্রেন দমদম স্টেশনে ঢোকার পরে ট্রেনের চাকা লাইনচ্যুত হয়ে যায়। আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে যাত্রীদের মধ্যে। তবে ট্রেনের গতিবেগ কম থাকায় দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পায় ট্রেন টি। এরপরই দমদম রেল স্টেশনের পাঁচ নম্বর প্লাটফর্ম দাঁড়িয়ে থাকে ট্রেনটি। সমস্ত যাত্রী রাই নিরাপদে ট্রেন থেকে নেবে আসে। ঘটনার স্থলে পৌঁছেছে রেল পুলিশ এবং রেল কর্মীরা। আপাতত দমদম স্টেশনের ৫ নম্বর প্ল্যাটফর্ম বন্ধ রয়েছে।

প্রভিডেন্ট ফান্ড ও গ্র্যাচুইটি ঃ সরকারির চেয়ে বেসরকারি চাকরিতে বৈষম্য কেন?

ঢাকা ঃ বেসরকারি খাতের প্রভিডেন্ট ফান্ডের আয়ের ওপর সাড়ে ২৭ শতাংশ কর্পোরেট কর আরোপ করার নতুন নিয়ম নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরেই চলছে আলোচনা-সমালোচনা। সম্প্রতি কয়েকটি সংবাদপত্রে খবর প্রকাশিত হয়েছে যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বেসরকারি খাতের প্রভিডেন্ট ফান্ডের মুনাফার ওপর এই কর আরোপ করেছে। কিন্তু বিষয়টি নিয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের তরফ থেকে কোন বক্তব্য বা ব্যাখা পাওয়া যায়নি। সরকারি চাকুরীজীবীদের বাদ দিয়ে কেবল বেসরকারি খাতের প্রফিডেন্ট ফান্ডের মুনাফার ওপর এই নিয়ম আরোপ করাকে 'বৈষম্যমূলক' হিসেবে বর্ণনা করছেন অনেকে। শুধু প্রভিডেন্ট ফান্ড নয়, কয়েক বছর আগে বেসরকারি চাকুরীজীদের গ্র্যাচুইটি ফান্ড নিবন্ধনের আওতায় নিসে আসে। সেখানে বলা হয়েছে, বেসরকারি খাতের গ্র্যাচুইটি ফান্ড নিবন্ধিত না হলে কর্মীদের কাছ থেকে ট্যাক্সের টাকা কেটে নেয়া হবে। অথচ ফান্ড নিবন্ধন করার জন্য বেসরকারি কোম্পানিগুলোকে বাধ্য করেনি জাতীয় রাজস্ব বোর্ড। সেটি না করে পুরো বিষয়টি চাপিয়ে দেয়া হয়েছে কর্মীদের উপর। পর্যবেক্ষকরা বলছেন, নতুন করে প্রফিডেন্ট ফান্ডের আয়ের ওপর উচ্চহারে কর ধার্য করায় আয় যেমন কমে যাবে, তেমনি বেসরকারি চাকরি করা ব্যক্তিদের ওপরও এর প্রভাব পড়বে।

চীনে সমুদ্রের ওপর ছুটছে বুলেট ট্রেন, গতি ঘণ্টায় ৩৫০ কিমি

বেইজিং (এজেন্সী) ঃ দ্রুতগতির ট্রেনের জন্য চীনের খ্যাতি বিশ্বজোড়া। দেশটির যোগাযোগব্যবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে এসব ট্রেন। এবার চীনে দ্রুতগতির যোগাযোগব্যবস্থায় নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে। দেশটিতে এমন একটি দ্রুতগতির ট্রেন চালু করা হয়েছে, যেটি সমুদ্রের ওপর নির্মিত রেললাইনে ছুটে চলে। চীনের দক্ষিণপূর্বাঞ্চলের ফুজিয়ান প্রদেশের উপকূলে চলছে এই ট্রেন। ২৭৭ কিলোমিটার বা প্রায় ১৭২ মাইল দীর্ঘ রেললাইন যুক্ত করেছে ঝাংঝোউ, জিয়ামেন ও ফুজহোউ শহরকে। এই পথে চলাচলকারী ট্রেনের সর্বোচ্চ গতি ঘণ্টায় ৩৫০ কিলোমিটার বা প্রায় ২১৭ মাইল।

গত বৃহস্পতিবার এ পথে প্রথম দ্রুতগতির ট্রেন চালু হয়েছে। ওই দিন সকালে প্রাদেশিক রাজধানী ফুজহোউ শহর থেকে ছেড়ে যায় ট্রেনটি। এই রেলপথে ৮৪টি সেতু ও ২৯টি টানেল রয়েছে। সেই সঙ্গে ২০ কিলোমিটার বা প্রায় ১২ মাইল রেলপথ বানানো হয়েছে সমুদ্রের ওপরে। চীনে এটাই প্রথম সমুদ্রের ওপর দিয়ে ছুটে চলা বুলেট ট্রেন।

চায়না রেলওয়ে জানিয়েছে, সমুদ্রের ওপরে লাইন নির্মাণে পরিবেশবান্ধব ইস্পাত ব্যবহার করা হয়েছে। সেই সঙ্গে এ কাজে ব্যবহার করা হয়েছে বুদ্ধিমান রোবট।

২০১৬ সালে এই রেললাইনের নির্মাণকাজ শুরু হয়েছিল। 'এইট হোরাইজন্টাল অ্যান্ড এইট ভার্টিক্যাল' প্রকল্পের আওতায় এই রেললাইন নির্মাণ করা হয়েছে। চীনের রাষ্ট্রায়ত্ত সংবাদমাধ্যম সিনহুয়া জানিয়েছে, ফুজিয়ান প্রদেশের পর্বত সমুদ্রবেষ্টিত ভূপ্রকৃতি এই প্রকল্পের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ ছিল।

তাইওয়ানের সঙ্গে চীনের মূল ভূখণ্ডের সংযোগ রক্ষায় ফুজিয়ান প্রদেশ কৌশলগতভাবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাইওয়ান প্রণালি পেরিয়ে মাত্র আড়াই মাইল দূরে জিয়ামেন শহরের অবস্থান। চীন বরাবর তাইওয়ানকে নিজেদের মূল ভূখণ্ডের অংশ মনে করে। এটা নিয়ে চীনের সঙ্গে তাইওয়ান ও পশ্চিমা দেশগুলোর বিরোধ রয়েছে।

সিনহুয়ার তথ্য বলছে, চলতি মাসের শুরুতে চীনা কমিউনিস্ট পার্টি একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। এতে তাইওয়ান ও ফুজিয়ানের মধ্যে আরও ভালো সংযোগ স্থাপনের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।

বৃষ্টির জলেতে তলিয়ে গেছে নিউইয়র্ক শহরের বিভিন্ন এলাকা

নিউইয়র্ক ঃ শক্তিশালী ঝড়ের প্রভাবে অতিবৃষ্টি এবং সেখান থেকে সৃষ্টি হওয়া আকস্মিক বন্যার কারণে নিউইয়র্ক শহরে জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছে। শহরের কয়েকটি সাবওয়ে সিস্টেম, রাস্তা ও হাইওয়েতে পানি উঠে গেছে।

অতিরিক্ত জলের কারণে শুক্রবার লা গার্ডিয়ান বিমানবন্দরের অন্তত একটি টার্মিনাল বন্ধ করে দেয়া হয়। আবহাওয়া বিভাগের তথ্য অনুযায়ী শুক্রবার শহরের কিছু কিছু অংশে ৮ ইঞ্চি২০ সেন্টিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টি পড়েছে। নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্যের গভর্নর শুক্রবার নিউইয়র্ক শহরসহ কয়েকটি এলাকায় জরুরি অবস্থা জারি করেন।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্স'এ - যেটি আগে টুইটার হিসেবে পরিচিত ছিল - নিউইয়র্কের গভর্নর ক্যাথি হচুল পোস্ট করেন - এই ঝড় ভয়াবহ, জীবনের জন্য হুমকি স্বরুপ। অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত হওয়ায় নিউইয়র্ক, লং আইল্যান্ড ও হাডসন ভ্যালিতে জরুরি অবস্থা জারি করছি। এসব এলাকার মানুষের প্রতি তিনি আহ্বান জানিয়েছেন 'জলেতে তলিয়ে যাওয়া রাস্তায় কখনোই যাতায়াত না করা'র জন্য।

এখন পর্যন্ত এই ঘটনায় কোনো মৃত্যু অথবা বড় ধরণের ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি। হাডসন নদীর তীরে অবস্থিত নিউ জার্সির হোবোকেন শহরেও জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছে।

শহরের উত্তরাঞ্চলের যাতায়াত ব্যবস্থা সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ঐ অঞ্চলে উদ্ধার কর্মীরা বাতাস দিয়ে ফুলানো নৌকা ব্যবহার করে অনেক মানুষকে উদ্ধার করেছে বলে খবর প্রকাশ করেছে রয়টার্স।

ঘটনাস্থলের ছবি আর ভিডিওতে দেখা যায়, তুমুল বর্ষণের মধ্যে হাঁটু জলেতে হাঁটছে মানুষ। সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট করা অনেক ভিডিওতে দেখা যায় যে সাবওয়ে স্টেশনের দেয়াল ও ছাদ থেকে জল চুঁয়ে পড়ছে।

এক ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলনে নিউ ইয়র্কের জলবায়ু বিষয়ক শীর্ষ কর্মকর্তা রোহিত আগারওয়াল জানান যে শহরের পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা ঘণ্টায় ১.৭৫ ইঞ্চির বেশি বৃষ্টি সামাল দিতে পারে না। ব্রুকলিন নেভি ইয়ার্ড থেকে পাওয়া হিসেব অনুযায়ী, শুক্রবার এক ঘণ্টায়ই ২.৫ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হয়েছিল।

তিনি মন্তব্য করেন, ব্রুকলিনের কিছু অংশ যে এই বৃষ্টিতে ভুগবে, তা স্বাভাবিক।

ব্রুকলিনের সাউথ উইলিয়ামসবার্গ অঞ্চলেও হাঁটু পানিতে ড্রেন পরিষ্কার করার ভিডিও দেখা গেছে সোশ্যাল মিডিয়ায়।

গোয়োনুস এলাকার কেলি হেইস বিবিসিকে বলেন যে এই বৃষ্টির কারণে তার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে অন্তত ২৫ থেকে ৩০ হাজার ডলার

জরুরি অবস্থা জারি করার নিউইয়র্ক শহরের মেয়র এরিক অ্যাডামস শহরের মানুষকে সতর্ক থাকারা পরামর্শ দিয়েছেন।

এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলনে, জল বেড়ে যাওয়ায় আমাদের কিছু সাবওয়ে বন্ধ হয়ে গেছে। শহরের ভেতর যাতায়াত করা হঠাৎ করে খুবই কঠিন হয়ে গেছে।

নাগরিকরা যেন 'অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন' করে চলে সেদিকে জোর দিয়েছেন তিনি।

ম্যানহাটনের এফডিআর মহাসড়কে বৃষ্টির জলেতে বহু গাড়ি আটকে গেছে।

নিউইয়র্ক শহররে যাতায়াত সেবা প্রদানকারী সংস্থা মেট্রোপলিটন ট্রান্সপোর্টেশন এজেন্সি জানিয়েছে জল উঠে যাওয়ায় কয়েকটি সাবওয়ে লাইনে চলাচল পুরোপুরি বাতিল করে দেয়া হয়। অনেক স্টেশনও বন্ধ করে দেয়া হয়।

সমমূল্যের ক্ষতি হয়েছে।

লা গার্ডিয়া বিমানবন্দরের টার্মিনাল এ'তে পুরোপুরি জল উঠে যাওয়ার আগেই সেটি বন্ধ করে দেয় কর্তৃপক্ষ।

সব যাত্রীকে পরামর্শ দেয়া হয় যেন তারা ভ্রমণ করার আগে তাদের এয়ারলাইন্সের সাথে যোগাযোগ করে নেয়।

নিউ ইয়র্ক পুলিশ ডিপার্টমেন্ট জানিয়েছে যে উদ্ধারকাজে সহায়তা করতে ন্যাশনাল গার্ডকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে।

এ মাসে নিউ ইয়র্ক শহরে আনুমানিক ১৪ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হয়েছে। ১৮৮২ সালের পর থেকে এই প্রথমবার সেপ্টেম্বর মাসে এই পরিমাণ বৃষ্টি হল বলে জানাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের আবহাওয়া অধিদপ্তর, ন্যাশনাল ওয়েদার সার্ভিস।

কে হচ্ছেন জাতিসংঘের পরবর্তী প্রধান

জেনেভা (এজেন্সী) ঃ জাতিসংঘের পরবর্তী মহাসচিব বাছাইয়ের প্রক্রিয়া শুরু হতে এখনো অনেক দেরি। তবে এরই মধ্যে বর্তমান মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেসের স্থলাভিষিক্ত কে হচ্ছেন, তা নিয়ে আলোচনা শুরু হয়ে গেছে। সম্ভাব্য প্রার্থী হিসেবে কয়েকজনের নাম আলোচনায় আসছে। তবে জাতিসংঘের অভ্যন্তরীণ সূত্র সিএনএনকে বলেছে, এ দৌড়ে এগিয়ে আছেন বারবাডোসের প্রধানমন্ত্রী মিয়া মোটলি।

২০২৬ সালে জাতিসংঘের মহাসচিব নির্বাচনের প্রক্রিয়া শুরু হবে। ২০২৭ সালের জানুয়ারিতে জাতিসংঘের নতুন মহাসচিব দায়িত্ব নেবেন। অর্থাৎ, নতুন মহাসচিব পেতে তিন বছরের বেশি সময় বাকি। সাধারণত পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চল থেকে মহাসচিব বাছাই করা হয়ে থাকে। সে অনুযায়ী ধারণা করা হচ্ছে, লাতিন আমেরিকা এবং ক্যারিবীয় অঞ্চল থেকে পরবর্তী মহাসচিব বেছে নেওয়া হতে পারে।

৭৮ বছর ধরে জাতিসংঘের মহাসচিবের পদটি পুরুষের দখলে আছে। তবে এবার নারী মহাসর্চিব নির্বাচিত হতে পারে বলে আভাস দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা।

সে ক্ষেত্রে এগিয়ে আছেন বারবাডোসের প্রধানমন্ত্রী মিয়া মোটলি। সম্প্রতি তাঁর কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল তিনি জাতিসংঘের মহাসচিব পদে লড়তে চান কি না। এ প্রশ্নের সরাসরি জবাব না দিয়ে মোটলি অনুমোদনসূচকভাবে 'থাম্বস আপ' করেন এবং হাসি দিয়ে হেঁটে চলে যান।

সেন্ট ভিনসেন্ট ও গ্রেনাডাইন দ্বীপপুঞ্জের প্রধানমন্ত্রী রালফ গনসালভেস বলেছেন, মোটলি প্রার্থী হিসেবে অনুমোদন পেলে জয়ী হবেন। মোটলি জাতিসংঘের মহাসচিব হিসেবে দারুণ কাজ করবেন বলে মনে করেন তিনি।

মোটলি ২০১৮ সালে বারবাডোসের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন। চার বছর পর দ্বিতীয় মেয়াদেও নির্বাচিত হন তিনি। দুটি সূত্র সিএনএনকে বলেছে, কলম্বিয়ার সাবেক প্রেসিডেন্ট এবং নোবেল শান্তি পুরস্কারজয়ী হুয়ান ম্যানুয়েল সান্তোস শিগগিরই প্রচারকাজ শুরু করবেন। অবশ্য সান্তোসের একজন প্রতিনিধির কাছে এ ব্যাপারে জানতে চাওয়া হলে তিনি তা অস্বীকার করেন।

আর্জেন্টিনার কূটনীতিক এবং আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি সংস্থার মহাপরিচালক রাফায়েল গ্রোসির নামও আলোচনায় ঘুরেফিরে আসছে।

এ ছাড়া আরও যাঁদের নাম আসছে মেক্সিকোর পররাষ্ট্রমন্ত্রী এলিসিয়া বার্সেনা, জাতিসংঘের উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তা এবং কোস্টারিকার ভাইস প্রেসিডেন্ট রেবেকা গ্রিনস্প্যান, জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনের সাবেক প্রেসিডেন্ট এবং ইকুয়েডরের সাবেক মন্ত্রী মারিয়া ফারনান্দা এসপিনোসা গারসেস।

দীর্ঘদিন ধরে জাতিসংঘের মহাসচিব বাছাইয়ের কাজটি খুব গোপনে করা হতো। তবে ২০১৬ সালে এ নিয়ে খোলামেলা আলোচনা হতে থাকে। পাঁচ বছর মেয়াদে মহাসচিব নির্বাচিত হয়ে থাকেন। বর্তমান মহাসচিব গুতেরেস দ্বিতীয় মেয়াদে দায়িত্ব পালন করছেন।

জাতিসংঘের মহাসচিব হিসেবে প্রার্থিতা পেতে আগ্রহী ব্যক্তিকে শুরুতে কোনো দেশের মাধ্যমে অনুমোদন পেতে হয়। সাধারণত এ ক্ষেত্রে নিজ দেশের অনুমোদন নিতে হয়। এরপর সাধারণ পরিষদে তাঁদের নাম সুপারিশ করে নিরাপত্তা পরিষদ। ২০১৬ সালে সবশেষ বাছাইপ্রক্রিয়া চলার সময় কয়েকটি দেশ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, মহাসচিব হিসেবে তারা নারী প্রার্থীদের অনুমোদন দেবে। ২০১৬ সালে ১৩ জন প্রার্থীর সাতজনই ছিলেন নারী। তবে শেষ পর্যন্ত পর্তুগিজ কূটনীতিক আন্তোনিও গুতেরেস মহাসচিব নির্বাচিত হন।

স্কটল্যান্ডে ভারতীয় হাইকমিশনারকে গুরুদুয়ারায় ঢুকতে দেননি খালিস্তান সমর্থকেরা

গ্লাসগো (এজেন্সী) ঃ যুক্তরাজ্যে নিযুক্ত ভারতের হাইকমিশনার বিক্রম দোরাইস্বামীকে স্কটল্যান্ডের গ্লাসগোতে গুরুদুয়ারা পরিদর্শনের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। তবে তাঁকে সেখানে ঢুকতে দেননি খালিস্তান আন্দোলনের সমর্থক একদল নেতাকর্মী। গতকাল শুক্রবার এ ঘটনা ঘটে। আজ শনিবার একটি সূত্র জানায়, হাইকমশিনার দোরাইস্বামী গতকাল শুক্রবার স্কটল্যান্ড সফরে গিয়েছিলেন। সেখানে খালিস্তানি আন্দোলনের নেতাকর্মীদের বাধার মুখে তিনি গুরুদুয়ারায় ঢোকেননি। ভারতীয় হাইকমিশনার বিষয়টি যুক্তরাজ্যের পররাষ্ট্র দপ্তরের কাছে তুলে ধরেছেন।

কানাডায় খালিস্তান আন্দোলনের নেতা হরদীপ সিং নিজ্জর হত্যাকাণ্ডে ভারতের এজেন্টরা জড়িত বলে প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো অভিযোগ তোলার পর দুই দেশের মধ্যে কূটনৈতিক টানাপোড়েন শুরু হয়। অবশ্য ভারত এই অভিযোগকে 'অবাস্তব ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত' উল্লেখ করে প্রত্যাখ্যান করেছে। এরই মধ্যে গতকাল স্কটল্যান্ডের এ ঘটনা ঘটল। সূত্র জানায়, দোরাইস্বামী স্কটল্যান্ড সফরের সময় গুরুদুয়ারা কর্তৃপক্ষ তাঁকে তাদের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানটি পরিদর্শনের আমন্ত্রণ জানায়। এ সময় সেখানে বসবাসরত শিখ সম্প্রদায়ের একটি অংশ গুরুদুয়ারার বাইরে বিক্ষোভ করে এবং নানা স্লোগান দেয়। তাঁরা ভারতীয় হাইকমশিনারকে গুরুদুয়ারার প্রাঙ্গণে ঢুকতে বাধা দেয়। বিক্ষোভকারী দলটি খালিস্তান আন্দোলন সমর্থক বলে দাবি করছে ভারতীয় হাইকমিশন। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী, অভিবাসী ভারতীয় এবং স্কটিশ সমাজের গণ্যমান্য বক্তিদের সঙ্গে বৈঠক করতে ভারতীয় হাইকমিশনার স্কটল্যান্ডে যান। খালিস্তান আন্দোলনের সমর্থকদের কর্মকাণ্ডের কারণে ভারত যুক্তরাজ্য সম্পর্কেও কিছুটা প্রভাব পড়েছে। তারা বিভিন্ন সময় যুক্তরাজ্যে ভারতীয় হাইকমিশন ও কনস্যুলেটের বাইরে বিক্ষোভ করেছে। চলতি বছরের শুরুর দিকে খালিস্তানিদের একটি দল ভারতীয় হাইকমিশনে ভাঙচুর চালায়। তারা হাইকমিশনের আঙিনা থেকে ভারতীয় পতাকা নামিয়ে ফেলার চেষ্টা করে।

নয়াদিল্লি যুক্তরাজ্যে কর্মরত ভারতীয় কূটনীতিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বারবার সে দেশের সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে। খালিস্তান আন্দোলনের সমর্থকেরা ভারতীয় হাইকমিশনারের ছবি ও নাম দিয়ে উসকানিমূলক পোস্টার ও প্রচারপত্র বিলি করেছে। হাইকমিশন বিষয়টি যুক্তরাজ্য সরকারের কাছেও তুলেছিল। তখন থেকে লন্ডনে ভারতীয় হাইকমিশনে নিরাপত্তাব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে।